

দলিতা-ফণিনী ।

(নাটিকা ।)

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ।

নির্মলা, মজা, থিয়েটার, কাজের খতম, চাবুক, শ্রীকৃষ্ণ

কটক-জল প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত ।

কলিকাতা,

৩৮৭ নং তবানীচরণ লঙ্কেশ স্ট্রীট, 'বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন-ফ্যাক্ট্রী'

ত্রীনটবর চন্দ্রবর্তী কর্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১৭ সাল ।

মূল্য ৥০ আট আনা ।

প্রকাশকের নিবেদন।



বঙ্গের প্রথিতযশা অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রণীত এই 'মলিতা-কর্ণিনী' নাটিকা কল্পপ মহাসমারোহে কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্কোলায় "মিনার্ডা থিয়েটারে" অভিনীত হইয়াছিল এবং এখনও হইয়া থাকে, তাহা নাট্যমোদী ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অমর বাবু এ-ছেন 'মলিতা-কর্ণিনী' নাটিকা বিনা-স্বার্থে আমাদেরকে একটা সংস্করণ ছাপাইয়া প্রচার কার্যের অনুমতি দিয়াছেন। অমর বাবুর এই নিঃস্বার্থ ভাগবাসার জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিৎকৃত্য। অমর বাবুর এষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষা আমরা কখনও ভুলিব না। ভগবান নর নিকট প্রার্থনা, নাট্যক্ষেত্রে অমর বাবুর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকুক। ইতি

প্রকাশক।

উৎসর্গ-পত্র ।



স্ব প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক—বঙ্কুবংশল—সবলজ্ঞদয়

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রীচরণকমলেশু

পূজনীয় যোগেন দাদা !—সেই একদিন—আর এই একদিন !—

সেই দিন—যে দিন ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারমানসে পশ্চিমাঞ্চলে
ভট্টাচার্য্য কবিরাজিলাম,—আপনি স্বভাবমূলত স্নেহভূষণে আমার
মতিব্যাহারী হইয়াছিলেন,—সেই দিন স্মরণ করিয়া আজ
আপনাকে অভিষাদন করি । দীর্ঘ প্রবাসবাসে আপনার স্নায়ু
দুর্ব্বল হইয়া আমার দিনগুলি বড় সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল ।
মন কাহারও চূপ করিয়া থাকিবার নয়,—একটা কাজ চাই ।—
আপনাকে আমি একটি গল্প বলিতে অনুরোধ করি । আপনি
আপনারই একটি গল্প আমাকে শুনাইলেন । লক্ষণের সেই
সুভগ্ন ।—কে জানিত, সেই সুদূর গল্পের সুদূর একটি বীজ
সইয়া, আমি একটি পত্রপল্লবশোভিত, ফুলফলপূর্ণিত, একটি
কল্পবৃক্ষের কল্পনা করিতে পারিব ! কে জানিত, তাহা
হইতে এই রত্নরসভরা, জনমমোহরা, প্রেমনাটিকার উদ্ভব
হইবে ! কে ভ্রমেণ মনে ভাবিয়াছিল,—তাহা রত্নমণ্ডপে আভিনীত
হইয়া সহস্র সহস্র দর্শক ও শ্রোতার চক্ষু কর্ণের তৃপ্তিসাধন
করিবে !—কল্পবৃক্ষের কৃপায় তাহাও হইল । আপনার সহিত
আমার পবিত্র স্মৃতি চির-জীবন জড়িত আছে ও থাকিবে । তাই

আজ প্রীতিপূর্ব্বে হৃদয়ে, কৃতজ্ঞচিত্তে, আমার বড় সাধের এই
আলোচনা ধানি আপনাকে উপহার দিলাম। আপনার সামগ্রী
আপনি গ্রহণ করুন, এই আমার অনুরোধ। আশা করি, আপনি
স্নেহভরে ইহা তুলিয়া লইবেন এবং প্রবাসবাসনের সেই মধুর
মিলন দিন স্মরণ করিয়া আমায় স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিবেন।

কলিকাতা;	}	স্নেহপ্রার্থী
১৩১৫ সাল, ৩রা জুলাই।		শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।



পুরুষগণ ।

বিশ্বনাথ রাও	বোম্বাইয়ের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ।
নরেন্দ্রনাথ	কলিকাতার জনৈক ধনবান্ সুষক ।
সোমরামজী	জনৈক পার্শী (হোটেলের ম্যানেজার) ।
মোহন	বিশ্বনাথের প্রিয় ভৃত্য ।

স্ত্রীগণ ।

রমাবাই	বিশ্বনাথের স্ত্রী ।
বলাসবতী	জনৈক স্বাধীন রমণী ।
মাহিনী	রমাবাইয়ের প্রিয় পরিচারিকা ।

নাবিকগণ, লম্বাঙ্গণ, পার্শীবালকগণ, সহচরীগণ, পার্শী, মহা-
দ্বীপ, ইছদা, গুজরাটী প্রভৃতি রমণীগণ ।



দলিতা-ফানী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃষ্ট ।



স্থান—বোম্বাই নগর, চৌপাটি—সমুজ্জতীর ।

পার্শ্ব, ধ্বারাষ্ট্রীয়, ইহদি এবং গুজরাটী ত্রীলোকপণের গীত ।

(ছোট ছোট ক্যান্সি কুলের ভোড়া হাতে লইয়া ।)

এমন মূলুক আর পাবে না, ছনিয়া চুঁরে দেখ ঘূরে ।
এস প্রাণ ঠাণ্ডা হবে আপন বালাই যাবে দূরে ।
এদেশে নাইক সীতের লেশ, নরম নরম গরম পাবে বেশ,
টাইকা জলে ঝটকা যাবে, তাজা হবে শেষ ;
মন মজান'—প্রাণ মাতান'—মিষ্টি হাওয়া—ঝুর ঝুরে ॥
ঘরের কোলে লহর তুলে, সাগর চলে কূলে কূলে,
সাঁজ সকালে এলে কূলে—সব যাবে কূলে ;
টুকটুকে জাম, টুলেই আরাম,—নেশা পয়ান চুপচুপে ॥
[গীতান্তে সকলের প্রস্থান ।]

(নরেন্দ্র ও সোরাপজীর প্রবেশ ।)

সোরা। আরে সাব, আপ বাড়লা বোলি কহিয়ে। হিন্দু-
স্থানী আংরেজী বাং মাং বোলনা। আমি বাঙালা কথা খুব ভাল
বুঝি—বাঙালীর মতন—বাঙালা কথা কইতে পারি। অনেক দিন
আপনাঘের মূলুকে ছিলুম।

নরেন্দ্র। ভাল ভাল, তোমার নাম কি সাহেব ?

সোরা। মেরা নাম সোরাবজী।

নরেন্দ্র। এখানে কি কর ?

সোরা। ম্যাক্‌ডোনাল সাহেবের হোটেলের ম্যানেজার
আমি। আপ্‌কো তো বহুত বড়িয়া বাবু দেখ্‌তা। হজুরকা
মোকাম খাল কলকেষ্টা ?

নরেন্দ্র। এই রকম তো বোধ হয়।

সোরা। আপ্‌কা নাম ক্যা বাবু সাব ?

নরেন্দ্র। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সোরাবজী সাহেব ! এতটা
পাতি পাতি ক'রে—আছড়ে পিছড়ে ধোঁজ খবরটা নিচ্ছ কেন বল
দেবি ? কিছু মতলব টতলব আছে নাকি ?

সোরা। কেও—বাবুসাব্ ? আপ্‌কো ডর মালুম হোতা ?

নরেন্দ্র। একটু আধটু হয় বৈ কি। বোম্বাই সহরে এই প্রথম
পদার্পণ। এখানকার হাল-চাল লোকের রীতি-চরিত্র কিছুই
জানি না। কে কি মতলবে আসে যায়, বুঝ্‌বো কি করে বল ?

সোরা। আমি অতি সোজা কথায় আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—
যেসা পানিকা মাফিক্‌। হোটেল আমায় কি ক'ত্তে হয়, জানেন ?
বোম্বাই সহরে জেন্টেলম্যান পোছ লোক নামলেই, আমরা টেশন্

থেকে আলাপ-পরিচয় করতে শুরু করি। এখানে অনেক বড় বড় হোটেল আছে। সব আয়নারই এক্জেন্ট বুকে তাকুমা এঁটে বুরছে। কাজেই কম্পিটিসন বড় হার্ড হয়ে পড়েছে। যার বেশি মিষ্টি মুখ হয়—আদব কারদা তরস্ত হয়—চোখ রকম কথা বার্তা কইতে জানে, সেই হোটেলের সাকুসেস্ফুল ম্যানেজার হয়। এই আপনি বোম্বাইয়ে এসেছেন, আপনার সঙ্গে এক রকম ‘ইন্ট্রোডি-উই’ তো হলুম, এই বার আপনাকে নিয়ে গিয়ে আমাদের হোটেলে তুলবো। তোমার বেড্-চেম্বার, বড়িয়া বাথরুম—খাপ সুরং সাইড পারলার! ছোট হাজরী—মেজো হাজরী—বড় হাজরী; আর ডিনারে চাম্পিশ রকম ডিন্ পায়েন। বিলিয়ার্ড খেলুন—ক্রীকেট খেলুন—টেনিস্ খেলুন—সব রকম কম্ফার্ট মজুত। চার্জ—টেন রপিজ পার্ ডায়েন্স!

নরেন্দ্র। তুমি বড় সাদা-সিঁদে লোক দেখুচি—একবারে অনেক কথা কয়ে ফেললে। আমি এই খানিকক্ষণ এখানে এসে পৌঁছিয়েছি—কোথায় যে থাকবো তা এখনও ঠিক ক’রতে পারিনি। যদি হোটেলেরই থাকি স্থির হয়—তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—ম্যাকুডোনেল সাহেবের হোটেলেরই থাকবো।

সোরা। আপনি এখন কি তবে এই সমুদ্রতীরেই বেড়িয়ে বেড়াবেন?—আর মাদোয়ান লোকের পায়ের হাওয়া খেয়ে চীট ঠাণ্ডা ক’রবেন!

নরেন্দ্র। কি জ্ঞান সোরাবজী সাহেব! আমরা শ্রেণিক লোক। মাদোয়ান লোকের পায়ের হাওয়া খেয়ে আমরা ডিন্ মাস কাটিয়ে দিতে পারি। তা তুমি এক টুকরো ক্রটীর টোষ্ট লাও—আর না দাও। তোমাদের বোম্বাই সহর বড় বড়জনা জেন

দেখছি। রাস্তায় বেয়তলেই তাঁদের পাতি দেখা যায়। চারি ধারেই যেন ওবকে ওবকে পদ্ম ফুল ফুটে রয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েরা ও রকম রাস্তা-ঘাটে এমন ক'রে বেরুতে পারে না।

সোরা। আরে সাব, বোদাই সহর বিলাতকা নগিজ। হিঁয়া জেনানা লোককা পর্দা নেহি ছায়। আপকা জরু হামরা পাস্ আয়েগা, আর হামরা জরু আপকা পাশ জায়েগা। ইস্মে কুছ শুনা নেহি।

নরেন্দ্র। তা তোমারি জরু আসে আলুক, তাতে আমার বড় কতি বুদ্ধি নেই। কিন্তু আমার ত জরু নেই সাহেব, যে তোমার কাছে যাবে—আমি ব্যাচিলার। হ্যাঁ,—বলতে পার—এখানে বিশ্বনাথ রাওর বাড়ী কোথায়?

সোরা। কেও সাব! রাও সাবকো লেকে আপকা ক্যা জরুরত ছায়?

নরেন্দ্র। রাও সাহেবকে তুমি চেন?

সোরা। রাও সাবকে বোদাই সহরে কে না চেমে? পাঁচ বরস্কা লেড়কাবি উন্কো পছন্ডা। তাঁর মন্ত জহরতের কার-বার—মতলক্ টাকা আর।

নরেন্দ্র। রাও সাহেব আমার স্বাস্থ্যীয় রাজা পরেশনাথের বিশেষ পরিচিত। তিনি রাও সাহেবের নামে একখানি পত্র দিয়াছেন, আমি তাঁর বাড়ীতেই প্রথমে যাব। তুমি বাগলা দেশের রাজা পরেশনাথের নাম শুনেছ?

সোরা। রাজার দফে—লাকো দফে শুনা বাবু সাব।

নরেন্দ্র। আমি তাঁর ভাতিজা। বেশভ্রমণে বেরিয়েছি। বোদাই সহর দেখবার বড় সাধ ছিল, তাই এখানে এসেছি।

সোরা। আরে বাবু সাব্, সবম্যাটী হো চুকা—সব ম্যাটী হো চুকা।

নরেন্দ্র। কেন—কেন সাহেব ?

সোরা। আমি আর সবাইকে ছেড়ে আপনার পিছু নিরছিলুম। ফেবেলিলুম—আপনাকে নিয়ে গিয়ে হোটেল তুলতে পারলে, মাস খানেকের জন্ত আরাম নেব। তা আপনি যে রাওসাহেবের বাড়ী গিয়ে উঠবেন, তা কি জানতুম ?

নরেন্দ্র। তাই ত সাহেব আজকের রোজগারটাই তোমার ম্যাটী হলো। আচ্ছা,—অনেক বকেছ, এই নোট থানা নাও। (নোট প্রদান।)

সোরা। মেনি থ্যাংস্ জেণ্টেলম্যান—মেনি থ্যাংস্। তা সাহেব ! আপনি রাও সাহেবের বাড়ীতেই থাকুন—আর বেথানেই থাকুন, বোম্বের সাইট সিইং করতে হবে তো ? আমায় আপনার গাইড করবেন। আমি আপনার সব কাজে লাগবু। ভাল ভাল সব ক্রাসের লেডী আমার হাতে আছে। এ ক্রাস, বি ক্রাস, সি ক্রাস, যে ক্রাসের লেডী চান, আস্‌মানে উড়িয়ে এনে দিব।

নরেন্দ্র। বটে বটে। তবে তো সাহেব তুমি খুব বাহাদুর লোক দেখছি। হোটেলের ম্যানেজারী ক'ত্তে হলে, বুঝি সব ক্রাসের লেডী হাতে রাখতে হয় ?

সোরা। জবাব—নইলে সে হোটেল প্রমকান না সাহেব—কেল্ মারতেই হবে।

নরেন্দ্র। (স্বগতঃ) লগে আস্তে আস্তে দেবমন্দিরে যে অপূৰ্ণ দেবীমন্দির দেখে এনেছি, তার মধুর কর্ণধর কোকিল-কাকলীর জ্ঞার এখনও আমার মর্মে বসে রয়েছে,

এই লোকটার দ্বারা তার কোন সন্ধান পেতে পারা যায় না কি? (প্রকাশ্যে) সোরাবজী! তোমার নগদ এক শত টাকা দেব, একটা খবর এনে দিতে পার ?

সোরা। ক্যা বলিয়ে—ক্যা বলিয়ে। শেরকা হুধ মাঝে তো হামু আবি লিয়াবে নেকে।

নরেন্দ্র। সমুদ্রের ধারে আস্তে আস্তে নিকটস্থ দেবমন্দিরে আমি এক অলৌকিক স্তম্ভরী যুবতীকে দেখে এলাম। রমণীর দেবস্তুতিপূর্ণ সঙ্গীতে মন্দির ঘন সজীব হয়ে আমার চক্ষে নৃত্য করতে লাগলো। যুবতীর পরিধান সবুজ রঙের কাপড়, কাণে হীরার ইয়ারিং।

সোরা। বস সাহেব—আর বলতে হবে না। সবুজ রঙের কাপড়—কাণে হীরার ইয়ারিং। আমি এখনি সন্ধান এনে দিচ্ছি। সবুজ রঙের কাপড়—কাণে হীরার ইয়ারিং!—সবুজ রঙের কাপড় কাণে হীরার ইয়ারিং (প্রস্থানোদ্যত)।

নরেন্দ্র। শোন শোন সাহেব। যদি তোমার ফিরে আসতে দেয়ী হয়, আজ আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি কাগ সকালে ম্যাকডোনেল সাহেবের হোটেলে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

সোরা। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরব সাহেব। এসব কাজে আমি হোসেন বীর চেয়েও সুইফট ছাও। সবুজ রঙের কাপড়, কাণে হীরার ইয়ারিং; সবুজ রঙের কাপড় কাণে হীরার ইয়ারিং; সবুজ রঙের কাপড়, কাণে হীরার ইয়ারিং।

[প্রস্থান।]

নরেন্দ্র । (স্বগতঃ) এত দেশ বেড়ালুম, এমন গোলোকধাঁধার
 ব্যাপারে তো কখন পড়ি নাই । বোম্বায়ে এসে একটা রাতও এখন
 কাটেনি, এরি মধ্যে একটা মেয়ে মানুষের পীরিতে প'ড়ে গেলুম ।
 কে—কি বুভাভ, কোথায় বাড়ী, কিছুই জানি না । মন্দির দেখে
 তর্কি করে ঠাকুর প্রণাম করতে গেলুম, শেষটার বুক যায়, প্রাণ
 যায় । যদি কোন সন্তান্ড তত্ত্ব বংশের মেয়ে হয়—ছি ছি একথা
 ভাবলেও মহা পাপ । সে দিক্ ছেড়ে সমুদ্রের তীরে এলুম—
 এখানেও এক নৃতন ছবি । নানান জাতের স্ত্রীলোক, লজ্জা সরম
 বিসর্জন দিয়ে, হাত ধরা-ধরি ক'রে তোকা নাচ, গান করছে । পুরুষ
 দেখে একটু সঙ্কোচও নেই । বেশী দিন এখানে থাকা হবে না,
 চট পট ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই । কি জানি কি হতে কি
 হবে ? (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ও আবার কারা আস'চে ?
 একটা স্ত্রীলোক একটা পুরুষের হাত ধ'রে নাচ'তে নাচ'তে গাইতে
 গাইতে এদিকে আস'চে । এ ত বড় মজার দেশ দেখ'চি, সকলি
 অদ্ভুত ।

(মোহন মোহিনীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ।)

গীত ।

আমরা দুটা প্রেমের জুড়ী,

নামটী মোহন মোহিনী ।

প্রাণটা খোলা, নাইক আলা, হলো কলা শিখিনি ।

যদি কেউ ব্যাধিত থাক,

মমের ষাণা পুষে রাখ,

কাছে এসে ব'সে দেখ, ব্যথা কি ছাই জানিনি ।

নেচে গেয়ে বেড়াই মুখে,

মুচকি হাসি কেবল মুখে,

সাধের সাগর বইবে বুকে, স্তনলে এ প্রেম-কাহিনী ॥

মোহিনী। তুই যে আমাকে জালাসি মোহন। আমি একটু
সমুজের ধারে বেড়াতে এসুম এখানেও পিছু ছাড়'বিনি ?

মোহন। তাকি পারিয়ে মোহিনী ? তুই যে আমার কাক,
আর আমি তোর কিলে ।

মোহিনী। আর জঙ্গ কাজ নাই। দেখ মোহন, মাইজী
দেবমন্দিরে পূজা দিবে বেড়াতে বেড়াতে কোন দিকে যে
গেলেন, আমি তো বুজে পাচ্চিনি। এই খামে বসে আমি
একটু হাওয়া খাই, তুই একবার দেখে আর ।

মোহন। কোথায় আর যাবেন ? দিদি ঠাকরুণ সঙ্গে আছেন,
যুরে ফিরে সমুজের তীরেই আসতে হবে। এই কুরমুতে আমরা
নিরিবিগি ছুটো পেমালাপ করি আর মা ?

মোহিনী। তোর সঙ্গে আমার পেমালাপ কি করবো রে মুখ-
পোড়া ? তুই শ্রেষের কি জানিস্ ?

মোহন। মাইরি আমি—বুব আমি—বেয়াড়া বকর আমি।
দড়ি বোড় স্তম্ভে প্রো। করুতে আমি। আমার পেটটার কাছে
কান পেতে শেনুবা—রাব্, রাব্ প্রোময় সালিক বচ্ছা কাঁকো
কাঁকো ক'রে ডাক ছাড়ছে দরকার হলোই এক একটা ক'রে
উপরে দেবো।

মোহিনী। তোর পোড়ার মুখে গুড়ো ঝেলে দি—আমার
সঙ্গে ইয়ারকি ?

মোহন। আরে বাপুবে—তোর সঙ্গে ইয়ারকি। তোর সঙ্গে

যেদিন ইয়ারকি বোদ, সেদিন তুই আমার গরম ভাতে খুব আচ্ছা করে খানিকটা গাওয়া দি টেলে দিস । না হয় আমার কিলের সময় আমায় জব্ব করবার জন্তে আমার উপর সোহান হালুয়ার শিাবাষ্ট করিস্ । তাও না হয় বেশী রাত্রে আমায় ভুতের ভয় দেখাবার জন্তে সন্ধ্যা না হতে হলেই আমার শেবার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকিস্ ।

মোহিনী । মাইরী এত সুখ তোর কপালে ?

মোহন । এবার তো সুখের রাজ্য হয়ে বসুছি । তুই যতই চালাকি কর, আমার হাত ছাড়া তুই হতে পাচ্ছিস্ না ।

মোহিনী । কেন তোর এতটা জোর কিসের ?

মোহন । মাইরী কি বলেছেন, তনেছিস্ তো ? তোর সঙ্গে আমার—তোর সঙ্গে আমার—

মোহিনী । তোর সঙ্গে আমার কি ?

মোহন । বিয়ে হবে—বিয়ে হবে ।

মোহিনী । আমার পোড়া কপাল—এমন সোণার টাঁদ নাগর না হলে আমার আর কার সঙ্গে বিয়ে হবে বল ?

মোহন । তোদের জাতের কাছে চেহারা বিচার আছে নাকি ? বংশমর্যাদা তোরা যাচিস্ নে কি ? আমি তো জানতুম—তোদের একটা কিছুত কিম্বাকার না হ'লে মনই ওঠে না । চুলের মটী ধরে খুব রক্ত দেবে, কঁাথ কঁাথ করে টাঁদ মুখে লাগি ঝাড়বে, তবে তো তোদের আঁণের মডন হবে ।

মোহিনী । তোর রং চেপেছে তুই রং কর, আমি চলুম । মাইরী কোথায় গেছেন, দেখি । (মোহিনীর প্রস্থান)

মোহন । (স্বগতঃ) মোহিনী ছুঁড়ীর তারি শুয়োয় । আচ্ছা

চান, থাকো। একবার দখল গেলে হয়। কানে ধরে ওঠ-বস করবো। আরে ছুঁড়ী তুই আমার না হয়ে যাবি কোথায়? তোতে আমাতে জোড়া গাঁথা করবার জন্তে ভগবান অনেক দিন থেকে ঠিক করে রেখেছেন। মইলে এমন চটকদার নামের মিল হতো কি? মোহন—মোহিনী—মোহন—মোহিনী—তো বই আর জানিনি—তো বই আর জানিনি।

নরেন্দ্র। ওহে বাপু। শোন শোন তোমার নাম কি?

মোহন। নাম শুনতে হলে কিছু পয়সা হাফতে হয়। এ দেশের এই নিয়ম।

নরেন্দ্র। বটে! তা আমি জানতুম না।

মোহন। আপনাদ নামটা কি আগে, বলুন দেখি। আপনি কি জাত?

নরেন্দ্র। আমার নাম নরেন্দ্র নাথ, আমি বাঙ্গালী। তুমি কি জাত?

মোহন। আমায় কি কিরিকীবাচ্ছা বলে বোধ হয় নাকি? গোষাকের ছটা বেধে বুরছেন না, আমি মহারাজীয়া, আমার নাম মোহন।

নরেন্দ্র। হলতে পার, বিশ্বনাথ রাওর বাড়ী কোথায়?

মোহন। বোধ হয় পারুলেও পারতে পারি। আমি নেই বাড়ীতেই চাকরি করি, তিনি আমার মনিব।

নরেন্দ্র। তবে তো ভালই হয়েছে। আমি কলিকাতা থেকে আসছি। রাও সাহেবের নামে একখানা পত্র আছে। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ প্রয়োজন।

মোহন। তা এতক্ষণ বলতে হয়? আহুন, আহুন,

আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি । বিদেশী ভ্রমণলোককে রাও সাহেব মাথায় ক'রে রাধেন ।

নরেন্দ্র । তাঁর বাড়ী এখান থেকে কত দূর ?

মোহন । খুব কাছে ! তবে এ সময় তিনি বেড়াতে বেরোন, আপনাকে নিয়ে হয় তো একটু অপেক্ষা করতে হবে ।

নরেন্দ্র । তবে এই কুরসতে কোন হোটেল থেকে একটু চা খেয়ে গেলে হয় না ? ঠিক সন্ধ্যা বেলায় আমার একটু চা খাওয়া অভ্যাস আছে ।

মোহন । তা বেশ, তা চলুন না । আমরাও হু একখানা বিস্কুট টিস্কুট ছুঁড়ে মারবেন ।

[উভয়ের প্রস্থান ।]

(অপর দিক দিয়া রমাধাই, বিলাসবতী ও মোহিনীর প্রবেশ ।)

রমাধাই । বেশ লোক বা হক ! বাড়ী থেকে বেরলে, আর কিরূতে ইচ্ছা করেনা,—নয় ?

বিলাস । কি জান ভাই ! তোমাদের জাতের স্বাধীনতা আছে, আমাদের দেশে বাঙ্গালীর মেয়ের সূর্যের মুখ দেখবার ঘো নাই । এখানে এসে একটু ছাড়া পেয়েছি, কাজেই চুলবুল করে বেড়াই ।

রমাধাই । তোমাদের তো ভাই ও ছুঃখ করবার কোন কারণ নাই । বাঙ্গালীর মেয়ে হলেও, তুমি ব্রাহ্মিকা ; তোমাদের মধ্যে তো স্বাধীনতার অভাব নাই ।

বিলাস । ব্রাহ্মিকা হয়ে স্বাধীনতা পেলেও, আমাদের দেশে তো এমন সমুদ্র নেই, আপেলো বন্দরও নেই, এলিকটোপ্লেনও

নেই। সেখানকার সৌন্দর্য্য এক নিমিষেই ফুরিয়ে যায়। এ দেশের অহরহ শোভার ভাঙার, বত দেখা যায়, চক্কর পিপাসা তত বেড়ে যায়। তুমি দেবমন্দিরে পূজা দিতে চুকলে, আমি সেই অবকাশে পাহাড়ে বসে সূর্য্যাস্ত দেখছিলুম, আর তার ভিউ আঁকছিলুম।

রমাবাই। আঃ! তোমার ভিউ আঁকার আলায় অহরহ হয়েছি। ভালো ছবি আঁকার সখ তোমার চুকেছে। দিন-রাত তুলি আর রং নিয়েই আছি।

বিলাস। ভাই! ছবি আঁকার নিশ্চয় করো না। চিত্রবিদ্যা শিখবার সখ হয়েছিল বলেই তো তোমাদের দেশে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। নইলে রমাবাই বিলাসবতীকেও চিন্তো না, বিলাসবতীও রমাবাইকে চিন্তো না। চৌদ্দশো মাইল ডাকাতে পড়ে থাকতো।

মোহিনী। দ্বিদিমণিকে দোষ দিচ্ছ মাইজী, তোমারই কনুইটা কি বল? তুমিও বাড়ী থেকে বেরুলে আর সহজে ফিরতে চাও না। দেবমন্দিরে চুকে আমার ফুলের মালা কিনে আনতে বসে, তার পরে যে কোথায় গা-ঢাকা দিলে, আমি খুঁজে খুঁজে হলাম। এক দিকে ছুটলো মোহন, এক দিকে ছুটলুম আমি। দৌড়ে দৌড়ে এই দেখনা আমার খাম করছে।

রমাবাই। আমি কি করবো বল? তোর দ্বিদিমণিকে খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ে গিয়ে উঠলুম। সেখান থেকে কি ছাই আসতে চায়? একতির শোভায় বসে রয়ে, ওঁতে আর উনি ছিলেন না।

মোহিনী। তা দ্বিদিমণির আর দোষ কি করে দিই মাইজী? অমন জোরাল বয়েস, বিয়ে হলে চায় ছেলের মা হতেন। যখন

সে রসে বঞ্চিত, তখন বাহ'ক একটা নিয়ে থাকতে হবে তো বটে।

বিলাস। এই তুই যেমন মোহনকে নিয়ে আছিল।।

মোহিনী। আমি তার মুখে কাঁটার বাড়ি মারি।

রমাবাই। তুই মারিস না সে মারে? সে আর তোকে চায় না। আমি ধবর নিয়েছি, কাল রাতে মোহন কসবোপাড়া গিয়েছিল।

মোহিনী। ইস্‌ তা বই কি? তা গিছলো গিছলে, আমার কি?

বিলাস। দেখি দেখি—তোর বুকটা দেখি। কোথায় এখানে রেখে কথা বলছিস লো মোহিনী?

মোহিনী। (বুক চিতাইয়া) এই দেখ না, আমার বুক আবার দেখবে কি? ডাক-পাড়ীর মতন এমন দোড়দার বুক আর কার আছে কি?

রমাবাই। তুই বাই বল, মোহন আর তোর মন-মোহন হচ্ছে না। সে কসবোপাড়া থেকে একটা বেছে শুছে নিয়ে তাকেই বিয়ে করবে। আমি ভাল লোকের মুখে একথা শুনেছি।

মোহিনী। আমার বয়ে গেল, আমি নয় এখানে নাই থাকবে।

বিলাস। রমা! এ অতি স্বকুমারীর কাজ দেখুটি। আমি যেন তাই চির দিন এই ছবি আঁকা নিয়েই থাকি। ও পথের পথিক যেন না হতে হয়?

রমা। তা তাই, কিসে কি হয়, তা বলা যায় কি? অজান্তে কখন কোন্‌ চোরা বালীতে গিয়ে পা দেবে, আর উঠতে পারবে না। সন্ধ্যা হয়ে এলো, চল, বাড়ী ফিরে যাই।

(পূর্বোক্ত নানা জাতীয় ত্রীলোকগণের অবশ ও সকলের সমবেত সজ্জাও ।)

গীত ।

দিন ফুলো, সন্ধ্যা হলো, সাঁঝের আলো ওই জ্বলছে ।
 গাছের ডালে, দলে দলে, পাখীরা সব রব তুলেছে ॥
 গরব তরে ঠমক ক'রে,
 ফুলের বোঝা কাঁকে ধ'রে,
 ছড়িয়ে হাঁসি, খাস রূপসী, খুলী ক'রে ওই চলেছে ॥
 গরম গরম চা যদি চাও,
 সস্তা ধরে আণ পুরে খাও,
 মজার সহর, বেজার অবর, যেন চাঁদের হাট লেগেছে ।

[সকলের প্রস্থান ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বিশ্বনাথের বাটা ।

(মোহন ও নরেন্দ্রের অবশ ।)

মোহন । এই আমার মনিব-বাড়ী, আপনি এইখানে একটু অপেক্ষা করুন—আমি তাঁকে ধপস দিয়ে আসি । আপনি কি চিঠি এনেছেন আমার দিন ।

[নরেন্দ্রের পত্র প্রদান ও মোহনের প্রস্থান ।]

নরেন্দ্র। (স্বগতঃ) বিশ্বনাথ রাও এই বোম্বাই নগরের একজন প্রধান লোক। অতুল ধনশালী, তার আর সন্দেহ নাই। এই হৃদয়ের অটালিকাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান কচ্ছে। শুনেছি, বিদ্যাভেও ইনি নাকি অধিতীয়। একদা ভেজস্বী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত পরিচিত হওয়া আমি সৌভাগ্য মনে করি।

(বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। (স্বগতঃ) এ কে! এ যে নূতন মুখ দেখছি। একজন বাঙালী নয়। ইনি কোথা থেকে এলেন। এখানে কি প্রয়োজনে এসেছেন। হৃদয়ের চক্ষু হুটী-প্রাণ ভরে পেল'।

নরেন্দ্র। কে এ ত্রীলোক! বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে আছে—কেন! রাও সাহেবের কোন আশ্রীয়া কি। না—মহারাষ্ট্রীয় বলেত' বোধ হয় না।

বিলাস। আপনি কি বাঙালী দেশ থেকে এসেছেন?

নরেন্দ্র। হাঁ—আমি একজন বাঙালী।

বিলাস। দেখুন, আমিও বাঙালীর ঘরে। অনেক দিন বাঙালী দেশ ছাড়া, অনেক দিন বাঙালী দেখি নাই। আপনাকে দেখে আমার প্রাণে আনন্দ ধরছে না। বাঙালী দেশের কোন্ খানে আপনার নিবাস?

নরেন্দ্র। কলিকাতার আমার নিবাস।

বিলাস। বেশ হয়েছে। আমারও নিবাস কলিকাতায়। সেখানকার কোনও সংবাদ আমি অনেক দিন পাই নাই। চিঠি

পুত্রে আর খবরের কাগজ পড়ে যা পাই, তাতে আমার আশ মেটে না। আপনার নাম ?

নরেন্দ্র। (স্বরত) বাঙ্গালীর মেয়ে হ'য়ে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এরূপ দ্বিগুণপরিচিত ভাবে কথা কয় কি ক'রে ! আর বাঙ্গালীর মেয়েই বা এখানে কি করে এলো ! কিছুট তো বুঝতে পারছি না। (প্রকাশ্যে) আমার নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

বিলাস। আপনি কি কায়স্থ ! আমিও কায়স্থ, তবে আমি জাত মানি না,—আমরা ব্রাহ্ম।

নরেন্দ্র। আপনি এখানে কেন ?

বিলাস। এ বাটীর যিনি গৃহিণী, তাঁর সঙ্গে সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়াছিলাম,—এই মাত্র ফিরছি, তিনি উপরে চ'লে গেলেন। কলকাতা থেকে কোন চিঠি পত্র এসেছে কিনা দেখবার জন্তে আমি এই ঘরে ডাকের চিঠীর বাস্ক খুঁজতে এসেছি। আমি এই বাড়ীতেই থাকি।

নরেন্দ্র। দেশ ছেড়ে বোম্বাই সহরে এসে রয়েছ কেন ?

বিলাস। এখানকার স্ত্রী-শিক্ষা-বিদ্যালয়ে আমি চিত্রবিদ্যা শিখতে এসেছি। কলকাতার স্ত্রীলোকের চিত্রশিক্ষা শিখবার কোন উপায় নাই, তাও আপনি জানেন। এখানে আর কিছুদিন শেখা হ'লে, আমি ইউরোপ যাব। আপনি বোধ হয় ও কথা শুনে নিশ্চয়ই সম্মত হবেন। আপনি চিত্রবিদ্যা ভালবাসেন ?

নরেন্দ্র। আমি সম্মত হই, আর অসম্মত হই, তাতে আপনার কতি কি ?

বিলাস। তাতো ঠিক বলতে পারছি না। তবে আমার বেন

মনে হচ্ছে, আপনি সন্তুষ্ট হলেই লাভ, আর অসন্তুষ্ট হলেই আমার ক্ষতি । কেন এমন মনে হয়, বলুন দেখি ?

নরেন্দ্র । তা আমি কেমন করে বলবো, জীবনের মধ্যে এই ত° প্রথম আপনার সঙ্গে আমার দেখা ।

বিলাস । দেখুন, আমার তা মনে হয় না । আপনাকে আমার আজীবনের পরিচিত বন্ধু ব'লে বোধ হচ্ছে । যেন কতকাল পরে—কতযুগ যুগান্তর পরে—ভূত দিনে—ভূত মুহূর্তে—আজ আবার দেখা হলো । প্রাণের ভিতর আত্মাদের সাগর যেন ফুলে ফুলে উঠছে । কেন এমন হচ্ছে, বলতে পারেন কি ?

নরেন্দ্র । আপনি অনেক দিন স্বদেশ ছেড়ে এসেছেন,—আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-মমতা হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে রয়েছেন, আজ হঠাৎ একজন দেশের লোক দেখে—বোধ হয়—মনের এরূপ ভাবান্তর হয়েছে ।

বিলাস । দেশের লোক ! না—না ? তা নয় । হঠাৎ দেশের লোক দেখলে যে মনের অবস্থা এমন হয়, তাতো আমার বোধ হয় না । আর এ দেশে যে একবারেই বাঙালী নাই, তাতো নয় । চকে বেড়াতে গেলেও, এমন হু-চার জন দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে থাকে । কিন্তু তাদের স্বেচ্ছা ত আমার মনে এমন কাতর তরঙ্গ উঠে না । আপনি কান্দছেন । মিত্র হয়েও ! আমি—কি জানেন—বন্ধু কায়েতের মেয়ে । কিসে কি হলো—কে জানে ? আপনি এ বাড়ীতে এসেছেন কেন ?

নরেন্দ্র । কোন প্রার্থনাও জন্ম নয়, কেবল রাগ সাতবেশের সঙ্গে পরিচিত হবার অভিলାষ । আমি দেশভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছি, রাজপুত্রনা ঘুরে আজ বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছেছি ।

বিলাস। বেশ—বেশ। তবে এখন বোঝায়ে কিছুদিন থাকুবেন? যেখানেই থাকুন, আমার চিঠি লিখবেন, আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। দেখুন, ঐ মোহন আসছে; আমি এখন যাই—আবার দেখা হবে। [প্রস্থান।]

নরেন্দ্র। (স্বগত) কে এ যুবতী! কথাবার্তার ছটা—ডাব-ডাবের ঘট—আমার ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। শুন্লেম—ব্রাহ্মিকা, আমি ব্রাহ্মিকার সংসর্গ কখনও করি নাই। বলতে পারি না, তাদের রীতি-চরিত্র কেমন।

(মোহনের প্রবেশ।)

মোহন। আপনি আসুন—রাও সাহেব আপনার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। মোহন ছোঁড়া এ ঘরে এসেছিল নয়? মুখ-পোড়া কর্পূর হয়ে উঠে গেল না কি? আল মিন্সের নাকে কামা বলে তবে ছাড়বে। মাইজীর মুখে শুন্লুম, হতভাগটা কালরাতে কস্‌বী পাড়ার দিকে বেড়াতে গিয়েছিল।' মদ্র মদ্র—ভোর পেটে পেটে এত? আবার মোহাপ কাড়িয়ে পীরিত জানিয়ে বলা হয়,—‘মোহিনী তোকে ছাড়া আর কারোও জানিনি!’ মনিব সাহেবও আমার ভেম্বি। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান! কাঁটার বাড়ি—কাঁটার বাড়ি। যারা সাত ফুলের মধু ঠুকরে বেড়ায়, তাদের যে বিখাল করে, সেও মারা যায়। কি যেহা—কি যেহা! আমি মরি ভোর অস্ত, আর তুই কস্‌বী-পাড়ার হয়ে

হয়ে বেড়াচ্ছিল! যার ঐশ যাক্—হক্ পুড়ে থাক্—তবু নারীর
মনের জঁক্ ছাড়ছি না। মনের আঙুন জ্বলে, নিজে পুড়ে
মরবো,—তবু পাঁচ-মিসিলি প্রেমের তকা রাখবো না। দেখি,
পারি—কি হারি। বাঁচি কি মরি।

গীত।

ছল চাতুরী মনেতে যার, সেত আমার চোখের বাসি।
পায়ের ধরে—মাথা ঝোঁড়ে—সে সব মুখের মোহাপ খালী !
পাঁচ ফুলেতে মধু খেতে,
ওত ঝোঁজে যে কাঁদটী পেতে,
খেতে শুভে—তার পালেতে কেবল চানি চূণ-কালী ॥
ঠিকরে পরান বেরিয়ে গেলে,
কয়কে চলি—কাছে এলে,
চোখের জলে সাগর হল—তবু নিঃশ্বের চালু চালি ॥

তৃতীয় দৃষ্ট।

হৃদয়জিত হল স্বর—বিশ্বনাথ রাও ও নরেন্দ্র নাথ।

নরেন্দ্র। রাও সাহেব! আপনার আদর অভ্যর্থনায় ও
আন্তরিক যত্নে আমি চরিতার্থ হ'লাম। অত্যাগতের প্রতি আপনার
সম্ভবতায় খ্যাতি বেরূপ গুনিয়াছিলাম, আজ প্রত্যক্ষ দেখি-
লাম। লক্ষ্মী ও সরস্বতী একাধারে আপনার গৃহে চিরযিরাজিত
থাকুন, এই আমার ঐকান্তিক কামনা।

বিধ। আপনি আমার পরম পুত্রনীর রাজা পরেশনাথের আশ্রয়। আপনাকে আদর অভিযর্থনা করবো না তে কাকে করবো ? রাজা পরেশনাথ হতেই আমার সৌভাগ্যের সূত্রপাত। আপনাকে আজ অতিথি-রূপে পেয়ে আমার আনন্দের সীমা নাই। এখানে কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে, বলুন। আমাদের আপনার যে কোন সাহায্য আবশ্যক হবে, আমি এই দণ্ডেই তা সমাধা করতে প্রস্তুত।

নরেন্দ্র। আপনার নাম-খ্যাতি ও স্বদেশভক্তি সুদূর বাঙ্গালা দেশ থেকেও আমরা অনেক শুনেছি। আপনি সৌজন্য ও বিনয়ের অবতার। এখানে আসবার আমার অল্প কোনও উদ্দেশ্য নাই, দেশ-ভ্রমণই আমার এক মাত্র উদ্দেশ্য। বাল্য কাল হ'তে এই বোম্বাই সহর দেখবার আমার বড় সাধ ছিল। সেই সাধ পূর্ণ করতেই আমার এখানে আসা।

বিধ। আপনি কখন এখানে এসে পৌঁছেছেন ?

নরেন্দ্র। আজ অপরাহ্নে।

বিধ। তবে সহরের এখনও কিছুই দেখা হয় নাই ?

নরেন্দ্র। কিছু দেখা হয় মাই বটে, কিন্তু এরই মধ্যে বা দেগেছি তাতেই আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমার কোতূহলের সীমা নাই। সরূপ দৃশ্য আমাদের দেশে দুর্লভ।

বিধ। কি দেখেছেন, শুনতে পাই না কি ?

নরেন্দ্র। কেন পাবেন না। ঠিক সূর্যাস্তের সময় আমি বন্দরের দিকে সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হই। সেখানে দলে দলে পার্শী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি রমণীদের নিঃসঙ্কোচে নৃত্য গীত করতে দেখে আমি বড়ই আশ্চর্য হয়ে গেছি। ভদ্র-বংশীয়া যুবতী রমণীদের ওরূপ প্রকাশ্য স্থানে অবোধে ভ্রমণ করতে

দেখে আমি বড়ই কৌতূহলী হলেম। ওরূপ দৃশ্য, আমার চক্ষে এই নূতন। আপনি অবশ্যই জানেন, আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই। সুতরাং এপানকার স্ত্রীলোকদের প্রচলিত এই প্রথা, আমার বিশ্বাস-জনক বলে বোধ হলো।

বিধ। (সহাস্ত্রে) আর কিছু দেখেছেন কি ?

নরেন্দ্র। আর যা দেখেছি, সে কথা আপনার কাছে বলতে পারবো না। সে দৃশ্য মুখে বলবার নয়। আমার প্রাণে অঙ্কিত আছে। হৃদয়ের স্তরে স্তরে পরতে পরতে কে যেন গোঁথে বসিয়ে দিয়েছে। পাষাণে খোদিত ছবি মুছে ফেলবার নয়।

বিধ। এমন কি দৃশ্য দেখেছেন, আমার বলুন না, তাতে দোষ কি ?

নরেন্দ্র। আমার কমা করুন, সে দৃশ্যের কথা মনে হলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই, এমন সোনার সংসার আমার বিশ্বাস বলে বোধ হয়।

বিধ। বলতে যদি আপনার ক্রেশ অসম্ভব হয়, ডেমন অমুরোধ আমি করি না! তবে এই মাত্র বলতে পারি, এই সমৃদ্ধিশালী বোম্বাই নগরে এমন কোন দুর্ভাগ্য বস্ত্র নাই—যা আমি চেষ্টা করলে আপনি না পেতে পারেন। আপনার হৃদয়ে কোন গুরুভার উপস্থিত হয়েছে, তা আমি বুঝতে পারছি। আমার দ্বারা যদি সে কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তবে আমি আমাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করবো। সেই আশাতেই আমি এরূপ অস্ত্রায় অমুরোধ করতে সাহসী হয়েছিলাম।

নরেন্দ্র। আপনার সঙ্গে আমার অঙ্গকণ মাত্র পরিচয় হয়েছে, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই আপনি যেন একজন আমার কণ

কালেক্স বন্ধ বলে মনে হচ্ছে। পাছে আপনি আমার উদ্ধার মনে করেন, স্বার্থপর বিবেচনায় ঘৃণা করেন, চরিত্রহীন জ্ঞানে বন্ধুত্ব ফিরিয়ে নেন, কেবল এই ভয়েই সে কথা গোপন রাখছিলাম। কিন্তু আপনি স্বতঃপ্রসূত হয়ে—যে আশা আমার মনে জাগিয়ে দিলেন, যে স্বর্গ-সুখ অসম্ভব করবার জন্য আমার কল্পনার রাজ্যে যেচ্ছায় তুলে দিলেন, সে আশা অতি হুরাশা হলেও আর গোপন করবার আমার ক্ষমতা নাই। আপনি অনুমতি করুন, আমার মনের পাপ আপনার নিকট ব্যক্ত করি।

বিশ্ব। নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমার আপনার একপট বন্ধু মনে করে সকল কথা বলে বলুন। মাহুঘের দ্বারা যদি সম্ভব হয়, তবে আপনার আশা আমি পূর্ণ করতে সক্ষম হবো।

নরেন্দ্র। তবে শুনুন। এই সহরে সন্ধ্যার প্রাকালে এক দেবমন্দিরে আমি একজন অপূর্ণ সুন্দরীকে দেখে আত্মজ্ঞান শূন্য হয়েছি। সত্য বলতে কি, নিজের অতিত গর্ভাস্ত আমি বিসর্জন দিয়েছি। তেমন অলৌকিক রূপসী আমি জীবনে কখন দেখিনি; যেন ধ্যানে-গড়া প্রতিমূর্তি। সে রূপের তুলনার স্বয়ং কল্পনা দেবীও পরাজিত। বিধাতার সৃষ্টি-কৌশলের চরোমংকর্য।

বিশ্ব। আপনি কোন্ মন্দিরে সে সুন্দরীকে দেখেছেন, বলতে পারেন?

নরেন্দ্র। তা বলতে পারি না। সে মন্দির যে কোথায়, তাও আমি জানি না। জীবনে আর কখনও যে সে সুন্দরীকে দেখতে পাব, সে আশাও আমার নাই। সমুদ্রতীরে আসতে আসতে পথের পাশে এক দেবমন্দিরে অতি স্থলিত রমণীকর্ণনিসৃত

অপূর্ব সঙ্গীত বীণার ঝঙ্কারের স্তায় আমার কাণে গিয়ে বাজলো। মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি, এক স্বর্গীয় দৃশ্য, যেন এক সৌন্দর্যের রাজ্য। অপরী কিরণীদের কথা গল্পে পড়তাম, আজ চক্ষে দেখে চরিতার্থ হয়েছি। সেই সুন্দরীর ঘোলা মতো আমার সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সৌন্দর্যের রাণী হয়ে, মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁরই মধুর সঙ্গীতে সে মন্দিরের দেবতাও যেন নিশ্চল হয়ে বাহুজ্ঞানশূন্য। স্বদেশে ও বিদেশে আমি অনেক সুন্দরী দেখেছি, অনেক সুকঠীর সঙ্গীতও শুনেছি; কিন্তু তেমন সুন্দর তেমন মনোহর সৌন্দর্য্য কখনও দেখি নাই, তেমন মধুর স্বরও কখন শুনি নাই। সেই প্রথম আর বোধ হয় সেই শেষ।

বিব। আচ্ছা, সে সুন্দরীর পরিধানে সবুজ রঙের পরিচ্ছদ ছিল কি?

নরেন্দ্র। হাঁ, সবুজ রঙের পরিচ্ছদ ছিল।

বিব। আচ্ছা, সুন্দরীর কাণে দুটি হীরার ইয়ারিং ছিল কি?

নরেন্দ্র। হাঁ কাণে হীরার ইয়ারিং ছিল। সেই ইয়ারিংয়ের উপরেই হৃদয় হ'তে নিত্যসুচুম্বিত কুঁকিও কালো চুলের দুটি কেশ্যরি এসে পড়েছিল। সে এক প্রাণ-হাতান শোভা। চাঁপা ফুলের মত রং, টুকটুকে গাল দুখানি, যেন বসরাই গোলাপকে লজ্জা দিচ্ছে। সে যে কি সুন্দর, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব? বড় দুঃখ, আমি কবি নই।

বিব। তা হলে নরেন্দ্র বাবু, আপনি সে অপরিচিতা যুবতীকে নিশ্চয়ই ভালবেসে ফেলেছেন?

নরেন্দ্র। কি বলবো! হুঁ ভালবাসা নয়—প্রাণের সহিত ভালবাসা। সে ভালবাসার কথা আপনাকে বোঝাতে

পারবো না। কেবল ভালবাসি বললে, সে ভালবাসার যে কিছুই বলা হয় না।

বিশ্ব। সে সুন্দরীকে দেখবার জন্য আপনার প্রাণ এখন বড়ই ব্যাকুল হচ্ছে নয় ?

নরেন্দ্র। আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সজ্জন ব্যক্তি। সে কথা আপনাকে বলে জানাতে হবে কি ?

বিশ্ব। আমি যদি সে সুন্দরীকে এখনই দেখাই, যে গান শুনে আপনি মোহিত হয়েছিলেন, সেই গান যদি এখনই শুনাই ?

নরেন্দ্র। তবে নিশ্চয়ই আপনি মায়াবন, অন্তর্ধামী ভগবান।

বিশ্ব। ও কথা আপনি মুখে আনবেন না, আমি তাঁর দাসামুদাস। সম্মুখে চেয়ে দেখুন—কেমন সেই সুন্দরী ! এই কি ?

(হলের ক্ষীণ উত্তোলন, রমাবাইয়ের প্রকাশ এবং রমাবাইয়ের পিয়োনো বাজাইতে বাজাইতে গীত ।)

শিব শব্দর বোম বোম তোলা

কৈলাসপতি মহারাজাধিরাজ রাজ ।

বৃষভ তুরঙ্গ ছবি অঙ্গে অঙ্গে

লিয়ে গৌরী সঙ্গে শোভে শিব গঙ্গে

পিয়ে ভাঙে চঙে সৌ করতু বাজে ।

কহে দাস নিজামি করজোড়ে জোড়ে

দেহি মুক্তিদান রাখ মান মুঢ়ে

হাম চরণ ছোড়ে কাঁই যাওয়ে আজ ॥

নরেন্দ্র। (স্বগত) একি ! আমি কোন দেবতার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি নাকি ? একি সত্য না স্বপ্ন ? এই তো আমার

হৃদয়মন্দিরের সেই আরাধ্য দেবী । সেই মুখ—বার শুকুমার সৌন্দর্য্য দেহের প্রতিশোণিতবিন্দুটিতে মিশ্রিত । সেই সজীব, বার অমৃতময়ী ঐতিহ্যনি এখলও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত । একি এহেলিকা ! আমি নিদ্রিত না আগ্রত ?

বিশ্ব । আপনি এই হৃন্দরীকেই কি দেবমন্দিরে দেখেছিলেন ? এই সজীবই কি দেবমন্দিরে শুনেছিলেন ?

নরেন্দ্র । (সজ্ঞভাবে নিরুত্তর ও অবস্থান !)

বিশ্ব । লজ্জা করবেন না, আমার কথার উত্তর দেন ।

নরেন্দ্র । সেই হৃন্দরীই বটে—সেই সজীবই বটে ।

বিশ্ব । কিন্তু আমি বড় দুঃখিত হলেম, আমার দ্বারা আপনার সে আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নাই । কারণ, আপনার ভালবাসাটা বড় অপাত্রে ভক্ত হয়েছে । এই হৃন্দরীহুলগৌরব রমণী—এ অধম বিশ্বনাথেরই মনোমোহিনী রমাবাই । জীবনের চিরসঙ্গিনী—সুখে-দুঃখের সমভাগিনী—নয়নানন্দকারিনী সহধর্ম্মিণী । বন্ধ ব'লে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি—এর প্রতি আপনার ভালবাসা-আশা-পিপাসা প্রাণে থেকে একবারে মুছে ফেলুন । শোণিতশোণী কামনা, আর ছন্দয়ে পোষণ করবেন না । কারণ, এ ভালবাসার কণামাত্র প্রতিদান, আপনি ভয় জন্মান্বরেও পাবেন না । হাজার আঘাত করুন, একটুও প্রতিঘাত হবে না । ঐ হৃন্দ্র ছন্দয়ের অনন্ত ভালবাসার একমাত্র অধিকারী এখন আমি ।

নরেন্দ্র । আমার কমা করুন, আমি আপনার নিকট বড়ই অপরাধী হয়েছি ।

বিশ্ব । আপনি আমার কাছে কোন অপরাধেই অপরাধী নন । হৃন্দরীর রূপে এ সংসারে কে না মুগ্ধ হয় ? হৃন্দরী দেখলে এ

সংসারে কে না ভালবাসে ? তবে আপনাকে কিছু বলি। বীকার করেছি—বিজ্ঞপত্রের উপর বসে আপনাকে পেতে দিয়েছি, তাই সাবধান করে দিচ্ছি—কুড় পড়কের মত এ অস্পষ্ট রূপের আঙুলে কখন কাঁপ দিবে না, তা হ'লে কেবল পুড়ে মরাই সার হবে। রূপে বুদ্ধ হওয়ায়,—রূপকে ভালবাসায়,—মহুয্যত আছে ;—কিন্তু অপবিত্র ভালবাসা—অপবিত্র রূপ—মাহুবকে পণ্ড করে। সাবধান—নরেন্দ্রনাথ—সাবধান !।

নরেন্দ্র । আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। এখন অনুমতি হলেই আমি বিদায় হ'তে পারি।

বিশ্ব । সে কি ! আপনি কোথায় যাবেন ?

নরেন্দ্র । আমি কিছু দিন এখানে থাকুবো—একটা বাসস্থান খুঁজে বিতে হবে।

বিশ্ব । কোথায় থাকবেন ?

নরেন্দ্র । একটা ভাল হোটেলে।

বিশ্ব । আপনি এখানে এসে হোটেলে থাকবেন ? এতে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারি না।

নরেন্দ্র । তবে একটা বাড়ী আপনি ঠিক ক'রে দেন।

বিশ্ব । বাড়ী বাড়ীর কি আবশ্যক আছে ? আমার বাড়ী আপনার নিজের বাড়ী মনে ক'রে—এখানেই বসে থাকতে পারেন। রাজা পরেশনাথকে আমি আমার পিতৃস্থানীয় মনে করি। আপনি যখন তাঁর ভ্রাতৃপুত্র, তখন আমার উত্তরে সহোদর বললেও অত্যাধিক হয় না।

নরেন্দ্র । আপনার এরূপ অসুগ্রহে আমি বিশেষ আপ্যাদিত হলেম। কিন্তু বিদেশে এসে, এরূপ স্বর্গভুল্য স্থানে বাস করার

আমি পক্ষপাতী নই। বিদেশে থাকার যে আয়োজ এখানে থেকে—আমি তা পারো না। বেশ ভ্রমণে এসে কষ্ট সহ করাই আমার ইচ্ছা।

বিশ্ব। আমার গৃহে কষ্ট সহ করার কোন অভাবই আপনার হবে না। আর কষ্ট সহ করাই বখন আপনার বিদেশ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য, তখন ত আমি আপনাকে আর কোন ক্রমেই ছেড়ে দিতে পারি না। (রমার প্রতি।) রমা—রমা!—এই অতিথি আমার পরম আত্মীয়—এঁর সেবার ভার আমি তোমার উপর অর্পণ কর্ণাম। তোমার আর বেশী কি বলবো? তুমি সর্বভাবে গুণাবিতা—পরম পতিব্রতা—রমণীয়ত্ব। তোমার জীবন-দানেও যদি অতিথি সন্তুষ্ট হন, তাহেও তুমি সন্তুষ্ট হ'ও না। অতিথি-সংকার-ব্রতে—হোমোজেন বহুকর্টার্কিত অক্ষর বশ—যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এখন তোমার সহচরীদের ডেকে—আর একটি গান গেয়ে—তোমার অতিথিসংকারের সূত্রপাত কর।

(রমার, বেল বাজাইরা সহচরীগণকে আহ্বান; ডাহাদের প্রবেশ।)

নরেন্দ্র। (স্বগত) বিশ্বনাথ রাও মাহুয নর—নিশ্চয় কোন উপভূষ্ট দেবতা।

(সহচরীগণের নৃত্য ও গীত।)

পাতিয়া রেখেছি, প্রাণের আসন, লক্ষ্যবর্তন এস হে।

চির পরিচিত সুখস্মৃতি নিয়ে—খীতি-গীতি গেয়ে ব'স হে।

সোণার স্বপনে থাক'ছে তোমার,

টুটে—ছুটে যাক—জীবন যোদ্ধা,

স্বপ্ন বঁধু নও,—এ 'চিত' চোর,—মাথা ষাও মুছ হাস হে।

মরমে মরমে লুকায়ে থাক'—

সরমের মানা মানিব নাক'—

ঠেলে ফেল'—আর পায়ে ধ'রে রাখ'—সেই ভালবাসা বাস হে ।

চতুর্থ-দৃষ্ট ।

(মোহনের গৃহ—মোহনের প্রবেশ ।)

মোহন । (স্বগত) কলকাতার বাবুটী অতি মোলায়েম
ভজলোক । নিজে খেলেন এক কপ্‌টা, আর আমার অস্ত্রে পাঁচ
পাঁচ টাকা খরচ ক'রে ফেললেন । বেদার মমুলেট আর মটন্
রোট খেয়ে, পেট যেন অন্ন ঢাক হয়ে উঠেছে । গা ভেঙ্গে ভেঙ্গে
আস্‌চে । একটু নিজা না দিলে, এ সব তোয়াজী জিনিস হজম
করা দায় হবে । বাই বল বাবা, বাড়ীর আমার কাছে কিছুই নয় ।
হোটেলে গিয়ে পান্নার কারীই খাও, আর হীরার কোর্সাই লোস,
যরের ডাল-কটীর কাছে সব মিঞাকে ছাড় নীচু ক'রতে হবে ।
একটু শুয়ে পড়ি—ঘণ্টা খানেক আড়া গোড়া দিয়ে নি । নইলে
শরীরটা জুত কর্তে পারবো না । ঘুমে যেন চোক হুলে আস্‌চে ।
এখনই ও' উঠতে হবে, বিছানার গিড়ে শুয়ে আর কি করবো,—
এইখানেই শয়নে পদলাভ করা যাউক ।

(শয়ন ও নিজা)

(পা টিপিয়া পা টিপিয়া মোহিনীর প্রবেশ ।)

মোহিনী । (স্বগত) এই বে নাগর আমার ঘুলোর পড়ে

গড়ানুড়ি খাচ্ছেন। আহা! কস্বী পাড়া ঘুরে এসে, পা গডরে
একটু আলিস্তি জন্মেছে, তাই একটু আরাম নিচ্ছেন। ওরে
হতচ্ছাড়া—ওরে মুখপোড়া—ওরে হাড়হাৰাতে—ওরে লম্পাটের
শিরোমণি—আজ তোর কি হাল করি দেখ্। তুই গরীবের
ছেলে, কি ব'লে পাঁচ দরজায় ছুটোছুটি করিস্? বড় লোকের
বাড়ীতে থেকে—পাঁচখানা কাঁচা পাকা মুখ দেখে—তখনো
আঁগে রসের স্কাব হয়েছে—নর? আজ তোরই এক দিন—কি
আমারই এক দিন।

(অতি সজপর্বে দড়ি দিয়া মোহনের হস্ত পদ বন্ধন, পরে
বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে চাবুক বাহির করিয়া।)

ওরে—উলুক—ওরে ভালুক—ওরে পাজী—ওরে শূয়ার—
লাটসাহেবের মতন তরে রয়েছিল যে? ওঠে ওঠ—খাড়া হো
বাও—অলুদি খাড়া হো বাও—(চাবুক প্রহার।)

মোহ। ওরে বাবারে—পেছিরে—খুন করেছে!

মোহি। চুপ রহে যাও তেডুয়া।

মোহ। ওরে—বাবা—প্রাণ বে কড়ুয়া কড়ুয়া ক'রছে রে!

একি আমার হাত-পা বাঁধা বে! এ কাজ কে ক'রলে রে?

মোহি। তোমার থম করেছে রে মুখ-পোড়া।

মোহ। ওরে মোহিনি, তোর এই কাজ? আমার উপর এ

কাজ কেন মণি?

মোহি। আমার মুখ নেড়ে কথা কচ্ছিল? তোর লজ্জা
করে না? পাখা—বাঁদর—অজবুক,—কিন্ লাগায়গা চাবুক।

(চাবুক প্রহার।)

মোহ। ওরে বাবারে—মা-রে—পেলু-রে। ওরে মোহিনি,

তোমার পায়ে পড়ি, আর চাবুক হাঁকুড়াস-নি। আমার কটি মাংস
কত সহ্য করবে বল। ওরে তোমার হাত যে হালুয়ার মতন নরম
যে,—আজ এমন জোলাপের সমান নরম তার ধারণ করলে
কেন মণি ?

মোহি। কস্মী পাড়ায় তোমার কোন্ বাবার প্রাঙ্গণ করতে
গেলি ?

মোহ। আমার বাপ-মা-চৌদ্দপুরুষ—সবই ত তুমি মণি।
তোমার প্রাঙ্গণ এত সকাল সকাল কি আমি প্রাণ ধরে করতে পারি ?

মোহি। আবার জালাকি ? তোমার যেমন রোগ—তার এই
ঠিক অযুধ। (চাবুক প্রহার।)

মোহি। ওরে—ধাম্ ধাম্, আমার মাথা ধাম্। প্রাণ ব্যর্থ
ব্যর্থ হয়েছে। ওরে আমি হোটেল গেলুম—হোটেল গেলুম—
লুম। কলকাতার বাবুজীর সঙ্গে খালা খেতে গেলুম।

মোহি। তবে ত বা ভুলেছি, ঠিক। তুমি হোটেল গেলি
আর কস্মী পাড়ায় ইরারকি মারতে গেলি। ব্যর্থ হোটেল
ব্যর্থ, তারাই ত কস্মী পাড়া ব্যর্থ। আজ তোমার মক্কা নাই, আমি
মরিয়া হয়েছি। (চাবুক প্রহার।)

মোহি। গেছি—গেছি। আজকের অতাই ছিলুম।
মোহিনি। বিয়ে না হতে হতেই তোমার বিধবা স্বামীর সাথ এতটা
উঠলো কেন, আমার বুঝতে পারিন্ ? তোকে যে আমি প্রেমিকা
বলে জানতুম যে। তুমি এমন রক্তখারিকা কত দিন থেকে হলি ?
এই কেন মোহিনি, আমি কেঁষে কেঁষেছি ?

মোহি। নাকুৎ যে—আর কখনও হোটেল খালা খেতে
পারি না।

মোহ। আমি যে গরু পক্ষীর তার ধারণ করে রয়েছে,—
চোত রকম নাকেরে বিই কেমন ক'রে? আমার বাঁধন
খুলে দে।

মোহি। বাঁধন খোলা-টোলা হবে না, ঐতেই যেমন করে
পারিস্ নাকেরে দে।

মোহ। (ভক্তি করিয়া নাকেরে দিতে দিতে) আজ থেকে
ছোটল আমার গর্ভধারিণী।

মোহি। কাণ মল—আজ থেকে কস্বী পাড়ার দিক
মাড়াবিনি?

মোহ। এই বায়েই ত গোলে কোমি মোহিনি। তুই যে বনোদা
রূপ ধারণ ক'রে, মনি চুরি অগরাধে, গোপালের হাত বেঁধে রেখে-
ছিল। সে কাণমলে কি ক'রে?

মোহি। আচ্ছা ওই বাধা হাত কাণে ঠেকা, তাহ'লে
হবে।

মোহ। ওরে এবে পৌছায় না—ঠেকাই কেমন করে?

মোহি। আচ্ছা—আমি তোর কাণ ধরছি, তুই বল।
(মোহনের কর্ণধারণ)

মোহ। আহা বড় মধুর শোভা হলো মোহিনি। এসময়
একজন কটোয়াকার থাকলে একখানা ছবি তুলিয়ে নিতুম।

মোহি। আবার নেকামি—কের চাবুক খাবি।

মোহ। না—না—বলছি—বলছি। কস্বী পাড়া আজ
থেকে আমার ভাঙ্গবট। কেমন হলো তো। এই বার নাগ-পাণ
থেকে মুক্ত কর।

মোহি। পাড়া—এখনও কাজ বাকী রয়েছে। এই নাক-

খানে এসে ব'ল। আমরা কখন জুটিতে মিলে টালা ক'রে তোর মাথায় চড়ু মারবো, তবে তুই ছাড়ানু পাবি।

মোহ। ওরে বাবা! এর উপর আবার টালা ক'রে চড়ু! আমার মাথাটা কি শিবাজী মহারাজের গড়ু পেলি নাকি?

মোহি। কেন আবার চাবুক খাবি? চুপটা ক'রে গাঙা হ'য়ে এইখানে এসে ব'ল।

মোহ। এইসে বাবা—নিপ্পরোয়ার পা চেলে দিলুম। তবে মনি, একটু আলতো রকম চড়ুটুকুলো হাঁকরো। কোন' গতিকে মাথায় খুলিখানা বেন বজায় থাকে।

মোহি। ওলো—আয়লো আর—কে কোথায় আহিন্ চুটে আর—বেওয়ারিস্ মাথা—মিনি পরলায় বিকায়ে বার!!—সময় গেলে আর পাবিনি—ভেঙে যাঁবে নাগর মনি! চড়ুর বহর যেমন বার,—দিন এসেছে দেখাবার।

(অভ্যন্তর সহচরীগণের রুত প্রবেশ ও মোহিনীর সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য ও গীত।)

বর্ষা কালে শিল পড়ে—আর ভাদ্র মাসে তাল
চোরের হাতে হাতকড়ি—আর বীরের হাতে ঢাল ॥

দেখ্বে বত মন্ত ভুঁড়ি,—

ল্যাঙো গাড়ী—ওয়েলার জুড়ি,

ভিতরে সব প্যাঁচের জুড়ি, আগাগোড়াই জাল ॥

চোখের উপর সার্বসি দিয়ে,

লজ্জা সরম ঢেকে নিয়ে,

চেন খুলিয়ে—বুক চিড়িয়ে—বেজায় বাজে ঢাল ॥

বেগ্‌ছে ব'লে হুনিয়ার আলিহু
হাস্‌ছে কেবল কিক্—কিক্—কিক্,—
চাবুক নিয়ে ক'মবে সে ঠিক্,—শেষটা হাড়ির হাল ॥

পঞ্চম দৃষ্ট ।



চিত্রশালা ।

রমাঝাই ও বিলাসবতী আলীন ।

(বিবদাধ হাও ও নয়েলের প্রবেশ ।)

বিব । নয়েল বাবু, আপনি এরূপ সচ্ছতিকভাবে থাকলে আমি বড়ই মন্থাহত হবো । আপনি রমার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করেন না বলে, সে বড় দুঃখ করে । রমার সঙ্গে কখনো বার্তা কইলে, আপনি খুব সুখী হবেন । বিদেশের ফ্রেন আপনায় কিছুই অসুতব হবে না । এস তো রমা, নয়েল বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ পরিচয় করতো ।

রমা । আমি আলাপ পরিচয় করবো কি করে ? নয়েল বাবু আমার বেগ্‌লেই পানিয়ে দান । যদি সৌভাগ্যক্রমে দৈবাৎ সামনে পড়েন, তবে তরেই বেন একবারে জড়-সড় । আমি বাঘও নই, সিংহীও নই, ভালুকও নই ! তবে কেন বে উনি অমন করেন, তা উনিই জানেন ।

বিব । না না, উনি তা মনে করবেন কেন ?

রমা। তবে বুঝি আমার কুৎসিত চেহারা দেখে নরেন্দ্র বাবু আমায় ঘৃণা করেন !

বিধ। না না, তুমি ছুঁল বুকেছ, আমি তোমায়—

রমা। না, আমি তোমায় কথা শুনুবো না। কেন? নরেন্দ্র বাবু কি বোবা, ঠিক কি উত্তর উনিই বলুন না।

বিলাস। ওগো বোবা নয়—বড় লাজুক। বিশেষ রমণী-সমাজে ওমন লাজুক দেখতে পাবে না।

রমা। তুই চুপ কখনা বিলাস! যাকে জিজ্ঞাসা করছি, তাঁকেই উত্তর দিতে দে।

নরেন্দ্র। (স্বগত) একি কঠোর না বীণার স্বর? (প্রকাশ্যে) আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করি, সেরূপ উপযুক্ত আমি নই।

রমা। বুঝলেম, আপনি খুব বিনয়ী; কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে এটাও ধারণা হয়ে যাচ্ছে যে, আপনি রমণীর উপযুক্ত সম্মান জানেন না। বরং রমণীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। সেটা কিন্তু আপনার জ্ঞান শিক্ষিত লোকের পক্ষে গৌরবের বিষয় হবে না।

নরেন্দ্র। আমি অতি সামান্ত লোক, আমার গৌরব করবার কিছুই নেই।

রমা। আবার সেই বিনয়! এক বিনয় ছাড়া আপনাকে নিশ্চয়ই আরও অনেক গুণ আছে। আপনি অল্প কথা পাড়ুন না।

নরেন্দ্র। কি কথা বলুন।

বিধ। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রভৃতি যে বিষয় ইচ্ছা, আপনি রমায় সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

নরেন্দ্র। সে পরিচয় আমি কতক বুঝতে পেরেছি বলেই,

এখনেই বলছি, আমি সে আলাপের উপযুক্ত নই। (স্বগত)
এরূপ কলুবিত মন নিয়ে আর অধিক দিন এখানে থাকা আমার
উচিত নয়।

রমা। আপনি আমাদের অতিথি। অতিথিকে আমরা
নারায়ণস্বরূপ মনে করি। আর বিশেষতঃ আমার স্বামী আমার
প্রতি কি আস্থা করেছেন, সে কথা আপনি স্বকর্ণে শুনেছেন।
কোনরূপ পীড়ন ক'রে, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা
করি না। আপনাকে সুখে রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য। আপনার
মুখ বিষয় দেখলে, আমার কর্তব্য কর্ত্তব্য ত্রুটি হচ্ছে মনে করবো।
এখানে আপনার কোনরূপ কষ্ট না হলেই আমার পরম সন্তোষ।

নরেন্দ্র। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমার এখানে
কোন কষ্ট নাই। আমি পরম সুখেই আছি। আপনাদের আদর
ও যত্ন আমি এ জীবনে ভুলতে পারবো না।

রমা। ভয়ভয় খাতিরে ভয়লোক মাঝেই সামনে এরূপ
শিষ্টাচার দেখিয়ে থাকেন। দেশে ফিরে গিয়ে, আপনি হয় তো
আমার কণ্ঠ নিন্দা করবেন।

নরেন্দ্র। আমি বরাবর বটে, কিন্তু তত কৃতঘ্ন নই।

বিলাস। লাজুক গো লাজুক। বিশেষ বিদেশী জীবনোন্মত্তের
সঙ্গে আলাপ করতে একটু কিছু বোধ হচ্ছেন।

রমা। অচ্ছা বিলাস। তুমি তো নরেন্দ্র বাবুর স্বদেশী
স্বভাব, বনিষ্ট পরিচয় হ'লে একটা সম্বন্ধও বেরতে পারে।
আমরা এখন বরং এখান থেকে যাই, তুমি আমার প্রতিনিবিশ্বরূপ
নরেন্দ্র বাবুর মনস্তাটি কর।

বিধ। কি আশ্চর্য্য। আমি সে কথাটা একবারেই ভুলে

গেছি। নরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে বিলাসবতীর পরিচয়টা ক'রে দেওয়া আমার প্রথমেরই উচিত ছিল। (বিলাসের প্রতি) দেখ বিলাস, উনি তোমার বেলীর। রাজা পরেশনাথের নাম বোধ হয় তুমি শুনেছ? উনি তাঁহারই ভাতৃপুত্র, নাম নরেন্দ্রনাথ। (নরেন্দ্রের প্রতি) আর দেখুন নরেন্দ্র বাবু! বিলাসবতী আমাদের কলিকাতার ব্রহ্মবর্ষপ্রচারক দীননাথ বসু মহাশয়ের একমাত্র কন্যা। ইনি এখানে ত্রী-শিক্ষাবিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা শিখতে এসেছেন। আপনি এখানে একজন শিক্ষিতা স্বদেশী মহিলার সঙ্গলাভ-সুখ অনুভব করতে পারবেন।

বিলাস। (স্বগতঃ) সে সব পরিচয় তোমার দিতে হবে না; তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পূর্বেই আমি নিজেই সে পরিচয় দিয়েছি। এখন তোমরা এ ঘর থেকে চলে গেলেই, আমি বিশেষ আপ্যায়িত হই।

রমা। তবে নরেন্দ্র বাবু! আমরা এখন আসি! ভরসা করি, কিছুকাল আপনি একজন স্বদেশীয় শিক্ষিতা মহিলার সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ সুখানুভব করবেন।

[রমা ও বিপিনাথের প্রস্থান।]

বিলাস। রমার শেষ কথাটির অর্থ বুঝলেন কি ?

নরেন্দ্র। কেন এত? সাদা কথা!—এর তিত্তর অন্ত অর্থ কি থাকতে পারে ?

বিলাস। তোমার সাদা মন, তাই সাদা কথা মনে করছ। এর তিত্তর স্নেহ আছে—হিংসা আছে, রিপু আছে, আরও কত কি আছে।

নরেন্দ্র। আমার শু ভা মনে হয় না।

বিলাস। আমি ত' বলেছি, তোমায় বড় সাদা মন। অত সাদা মন কিন্তু ভাল নয়।

নরেন্দ্র। আপনি আমার মনকে বেরূপ সরল মনে করেন বাস্তবিক আমার মন তত সরল নয়। আমার চিন্ত বড়ই কলুষিত, সেজন্য আমি নিজেই লজ্জিত।

বিলাস। আঃ!—আপুনি টাপুনি গুলো ছেড়ে দাওনা। ওতে কেমন পরপর মনে হয়। সে যখন রমাবাইয়ের সঙ্গে কথা কইবে, তখন ও সকল সন্মানের কথা ব্যবহার করবে।

নরেন্দ্র। কেন—আপনাকেও সম্মান করা কি আমার উচিত নয়।

বিলাস। কি ক'রে উচিত হলো, আমি যে তোমার স্বদেশী স্বাভাবিকতার লোক আপনার লোক।

নরেন্দ্র। সেই জন্য আপনাকে আমার অধিক সম্মান করা উচিত।

বিলাস। আমি কিন্তু ও সম্মান ভালবাসি না। ওতে কেমন অনেকটা দূর দূর মনে হয়। বা'ক্ সে কথা,—এখন যে কথা বলছিলাম, সেই কথা বলি। রমা দেখতে সুন্দরী বটে,—কিন্তু ওর মন মোটেই সুন্দরী নয়। ঐ যে বলে—“স্বদেশী” ওর ভিতর রিস্ একবারে ভরা রয়েছে। আর ওর পর যে বলে, “শিক্ষিতা” ওটা প্লেব ক'রে বলা। ওঁরা আমাদের শিক্ষিতা বলে স্বীকার করেন না। তার পর কি কথা? হাঁ—মনে পড়েছে। “বিশেষ সুখানুভব করুন!” এর ভেতর কত টিটুকিরি ক'রে গেল,—বুঝলে? তোমায় বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রমায় যথুমাথা কথায় একবারে তুলে যেও না। রূপের অহঙ্কারেই

গেলেন! আমাদের দেশে কি এমন রূপবতী নেই? আমরা কি এতই কুরুপা? খুব সাবধান—মনে রাখা—খুব সাবধান!

নরেন্দ্র। (স্বগত) বিলাসবতী সম্বন্ধে সম্বন্ধে আমার ক্রমেই বন্ধমূল হচ্ছে। এ এক অকৃতচরিত্রের স্ত্রীলোক দেখছি।

বিলাস। কি ভাবছ? বাড়ীর ভেত্রে কি তোমার মন-কেমন করছে? বাড়ীতে বুকি তুমি বিরহিণী স্ত্রীকে রেখে এসেছ?

নরেন্দ্র। আমি আজও বিবাহ করি নাই।

বিলাস। আজও তোমার বিবাহ হয় নাই? এখন পর্য্যন্ত তুমি অবিবাহিত? তবে তুমি পুতুল পুজো করা হিন্দু নও, নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত।

নরেন্দ্র। না—আমি ব্রাহ্ম নই।

বিলাস। ব্রাহ্ম নও? তা-তা-তোমার ব্রাহ্ম ধর্মের উপর বিষেব ভাব নাই ত?

নরেন্দ্র। না, কোন ধর্মের উপরই আমার বিষেব ভাব নাই।

বিলাস। তোমার কিছু দিন আমার কাছে গেলে, আমি তোমার ধর্মমতের পরিবর্তন ক'রে দিতে পারি।—তোমাকে আমা-দের ব্রাহ্মসমাজে ভুক্ত করে নিতে পারি।

নরেন্দ্র। (স্বগত) গতকাল ভাল বোধ হচ্ছে না। এখন থেকে স'রে পড়াই ভাল। চারিদিকে গোলযোগ। (প্রকাশে) দেখুন, আমাদের এখানে এভাবে বৈশীকণ কথাবার্তা কওয়া ভাল দেখায় না। আমি বাই।

বিলাস। না—না, খুব ভাল দেখায়। এ তোমার বাজালা দেশ নয়। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের মতন, এখানে হিন্দুসমাজেও স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে।

নরেন্দ্র । তা থাকুক ত্রী-স্বাধীনতা, আপনি ভুলে যাবেন না—
আমি ত্রাস্ক নই, আমি হিন্দু । আমার কুসংস্কার আছে ।

বিলাস । বিশ্বনাথ রাও কি হিন্দু নন ? তিনি যে ত্রাস্ক
আমার বর্ণের গুরু ।

নরেন্দ্র । তিনি আমার পূজনীয় বটে, কিন্তু যে দেশের যেমন
ব্যবহার । আমাদের দেশের ব্যবহার আমার মাত্র করা উচিত ।
গামি যাই ।

বিলাস । না-না, যাবেন না, আমি কবিতা লিখতে জানি ।
আপনার জন্তে একটা কবিতা রচনা করেছি শুনুন :—(কাগজ
ইয়া কবিতা পাঠ) ।

কে তারে সাধিয়াছিল দেখা দিয়ে মজাতে ।

কে তারে বলিয়াছিল অবলায়ে কাঁদাতে ।

নরেন্দ্র । না—না—আমি আপনার কবিতা শুনতে চাই
। ! আমি কবিতার বড় পক্ষপাতী নই ।

বিলাস । আচ্ছা, তুমি গান শুনতে ভালবাস, আমি জানি ।
আমি একটা গান গাই, তুমি শোন' । না শুনলে আমি তোমায়
ঘতে দোব না । এ তোমার বাঙালা দেশের গান নয়, এ দেশের
জরাজীর্ণ থিয়েটারের গান ।

(বিলাসের গীত ।)

“ও মনোহর চতুর হৃষড় মোহন চিত্তল চোর ছো ।

শীঘ্রনে মুকুট মোর ছো ।

কৌস্তভ মণি হুঁ বাধু কণ্ঠ তেজপুঞ্জ উর ছো ॥

প্রিয় হৃষ মুখ মোর ছো ।

নানানা বল কি শোর ছো ।”

নরেন্দ্র । আমার গান শোনা হয়েছে, আমি দেবী করতে পারবো না ! আমি যাই ।

বিলাস । না—না—আর একটা কাজ বাকী আছে । তুমি আমার দিকে চেয়ে একটু স্থির হ'য়ে ব'স । আমি তোমার ছবি আঁকবো ।

নরেন্দ্র । এ অল্পকালের মধ্যে আপনাকে শত সংস্র ধস্তাবাদ । আর বিলম্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি চলুম । চকে এক-জনের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে । [প্রস্থান ।]

বিলাস । বড় লাজুক—বড় লাজুক । তা হ'ক লাজুক,—লাজুক না হ'লে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয় না । হীরা ধনির ভিতর থাকে, তার সংস্কার ক'রে, মেজে বসে, আংলীতে বসালে—তবে তার শোভা খোলে । নরেন্দ্র ! আমি তোমার লজ্জা ভাঙবো । আমি তোমায় আপনার ক'রে নেবো । নরেন্দ্র ! তুমি যেখানেই যাও, তুমি আমার, কেউ তোমায় নিতে পার্কে না ।

[প্রস্থান ।]

—
ষষ্ঠ দৃশ্য ।
—

বিবিনাথ রাওয়ের উদ্যান-বাগী ।

(বিবিনাথ রাও ও নরেন্দ্রের প্রবেশ ।)

বিব । নরেন্দ্র বাবু, আপনি বেড়াতে বেরলছেন শুনেও আপনাকে বিরক্ত করতে এলুম, সে জন্ত ক্ষমা করবেন । আপনাকে

আমার একটা বিশেষ উপকার করতে হবে। ভগবান বড় উপযুক্ত সময়েই আপনাকে আমার গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নরেন্দ্র। আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হতে পারে ?

বিব। বলুন, আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন ?

নরেন্দ্র। সাধ্য হয়, অবশ্য করিব ; কি অনুরোধ, বলুন—

বিব। অগ্রে প্রতিজ্ঞা করুন, সাধ্যের অতীত না হলে, আমার উপরোধে অবজ্ঞা করবেন না।

নরেন্দ্র। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমার জীবন-দানেও যদি আপনার কিছুমাত্র উপকার হয়, আমি এই দণ্ডে প্রস্তুত।

বিব। আর অধিক বলতে হবে না। আমার অনুরোধ অতি সামান্য। এইমাত্র কান্দীরের মহারাজের মিকট হ'তে এই টেলিগ্রাম এসেছে, তাঁর পাঁচ লক্ষ টাকার জহরতের প্রয়োজন। আমার আজই কান্দীর অভিযুগে যাত্রা করতে হবে। সম্ভবতঃ গৃহে প্রত্যাপন করতে আমার মাসাধি বিলম্ব হবে। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি এখানে অবস্থিতি করুন, এইটুকু আমার অনুরোধ। এই দীর্ঘকাল আমার হৃদয়ী যুবতী স্ত্রীকে একাকিনী কলে রেখে যেতে আমার সাহস হয় না। তাই আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

নরেন্দ্র। (আশ্চর্য) আপনি না থাকলে আমি আপনার গৃহে কি তাবে থাকবো ?

বিব। কেন, আমি যে তাবে আছি। আমার প্রতিনিধির যুগ্ম এ বাড়ীতে সর্বদয় কর্তা হ'য়ে থাকবেন।

নরেন্দ্র। আমার কমা করুন। আমি আজই দেশে চলে যাব, অনেক দিন বাড়ী ছাড়া হয়েছি।

বিশ্ব। তাহলে আমি বড় বিপদগ্রস্ত হবো। আর আপ-
নারও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

নরেন্দ্র। (স্বগত) তা ঝটে, কি করি? এ যে বিষম
সমস্যায় পড়্গেম। (প্রকাশ্যে) রাও সাহেব! প্রতিজ্ঞা ফাঁকার
জন্ত আমি না হয় ঝাড়তে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার সঙ্গে
আপনার কোন আত্মীয় লোকের থাকা চাই। আপনার সেরূপ
আত্মীয় কি কেউ নাই?

বিশ্ব। আত্মীয় অনেক আছেন, বিশেষতঃ মা কমলা বধন
কৃপা করেন, তখন আর আত্মীয়-স্বজনের অভাব হয় না। কিন্তু
আমায় দ্বার কাছে আমার অবস্থামানে আর কারেও রাখতে আমার
বিশ্বাস হয় না।

নরেন্দ্র। তাঁদের অপেক্ষা আমি আপনার কাছে অধিক
বিশ্বাসী কিসে হলাম? আপনি তো সকলি জানেন।

বিশ্ব। তানি ব'লেই আপনি আমার অধিক বিশ্বাসী।

নরেন্দ্র। কিসে?

বিশ্ব। কিসে? আপনি আমার দ্বীকে ভালবাসেন ব'লে।
আমার রমাকে যিনি প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তিনিই
তার উপযুক্ত রক্ষক। এ পৃথিবীতে দুইজন মাত্র রমার রূপে ও
স্তপে যুক। একজন আমি, আর অপর জন আপনি। আমার
অনুপস্থিতিতে আপনি ভিন্ন তার উপযুক্ত রক্ষক আর কে হ'তে
পারে।

নরেন্দ্র। (স্বগত) না বুঝে হঠাৎ একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে
এ কি বিপদেই পড়লাম। উপায় নাট, পণ রক্ষা করতেই হবে,
নচেৎ রাও সাহেবের চক্ষে দূবার পাজি হবো। ভগবান্ জ্বলবে

বল দাও। তোমার মনে যা আছে, তাই হবে। (প্রকাশ্যে)
আমি সম্মত হলাম, কিন্তু আপনি অধিক দিন বিলম্ব করবেন না।
যত শীঘ্র পারেন, ফিরে আসবেন।

বিশ্ব। সে কথা আপনাকে বলতে হবে না। রমা আমার
জীবনসঙ্গী। যে কয় দিন তাকে চকের আড় ক'রে রাখা,
আমি জীবন্ত হয়ে থাকবো। আপনার উপকার আমি এতদূরে
ভুলতে পারবো না। আর একটা বিশেষ কথা,—সম্পত্তি ধন
ধন হুঁড়িক হওয়ার এ অঞ্চলে বড় ডাকাতির ভয় হয়েছে। আমার
একটা ধনাগার আছে, আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। কি
জানি, কি হ'তে কি হয়। আমার অজ্ঞাত ধন-রত্ন রক্ষার জন্য যথেষ্ট
লোক আছে; সে বন্দোবস্ত আমি মহারাজের টেলিগ্রাম পেয়েই
করেছি। কিন্তু আমার সকল সম্পত্তির সার, সকল রত্নের শ্রেষ্ঠ,
জীবনের একমাত্র অবলম্বন, রমার রক্ষার ভার আপনার উপর দিয়ে
গেলাম। আপনি ভিন্ন আর কারো আমার সে বিশ্বাস নাই।

নরেন্দ্র। আমি বখাসাধ্য এ গুরু ভার বহনে চেষ্টা করবো।
আপনার উচ্চ জন্মের এ মহান বিশ্বাস অঙ্গুর রাখতে আমি
প্রাণান্তেও কোনরূপ ক্রটি করবো না। আপনি কি আজই যাবেন?

বিশ্ব। আজই—এখনই।

নরেন্দ্র। আপনার যাওয়ার কথা আপনার স্ত্রী জানেন কি?

বিশ্ব। কাশ্মীর থেকে ধর্ম আসবা মাত্রই, রমার সঙ্গে
আমার এ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়ে গেছে। তিনি উপযুক্ত রকমের
অভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন। আপনার নাম করবা মাত্রই তিনি
আনন্দের সহিত সম্মতি দান করেছেন।

নরেন্দ্র। (স্বগত) আমার নাম করবা মাত্রই তিনি আনন্দের

সহিত সম্মতি দান করেছেন? কি জটিল রহস্য! লীলাময়!
প্রোতের অতি তুচ্ছ তু। আমি, আমার নিয়ে কি খেলা খেলতে
সাধ করেছে।

(রমা, বিলাসবতী, মোহন ও মোহিনীর প্রবেশ।)

বিধ। রমা, তোমার আর উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নাই,
তোমার ইচ্ছানুরূপ নরেন্দ্র বাবুই তোমার রক্তক-স্বরূপ থাকবেন।
আমার কাতর অনুরোধ কোন ক্ষণেই ঠেলতে পারেন না। আমি
এখনই যাত্রা করবো।

রমা। ভাল ভাল। নরেন্দ্র বাবুর এরূপ অনুগ্রহে আমি বার
পর নাই আনন্ডিত হলাম। একলাটী প'ড়ে থাকবো, গুঁর মতন
একজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা করে, তবু প্রাণটাকে
অনেকটা সান্ত্বনা দিতে পারবো। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র
বাবু, আপনি যেমন আমার রক্তক নিযুক্ত হলেন, আমিও দাসীর
স্বয়ং আপনায় পরিচর্যা করবো, আপনার কোন কষ্ট হবে না।

নরেন্দ্র। (স্বগত) আশ্চর্য্য! স্বামী দীর্ঘকালের জন্য গৃহ
ত্যাগ করে বিদেশে যাচ্ছেন, স্ত্রীর মুখে একটুও বিবাদের চিহ্ন
নাই! কে জানে এ কি প্রকৃতির রমণী।

বিধ। মোহন মোহিনি, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে
আমার এই বন্ধুকে প্রভুর অধিক সম্মান করবে। অতি অজ্ঞার
আদেশ করলেও সেই দণ্ডে তা পালন করতে কুণ্ঠিত হ'ও না।
অজ্ঞাত দাস-দাসীদেরও ব'লে দাও—আমার অবর্তমানে, ইনিই
গৃহস্বামী।

মোহন। আপনার অনুমতি নিরোধার্থ্য। কান্দারে যাচ্ছেন,

ভনেছি সেখানকার শাল বড় জবর, এক জোড়া আমার জন্ত
আনুবেন।

বিশ্ব। ভাল! আর মোহিনীর জন্ত কিছু আনতে হবে না?

মোহন। যদি অস্তর দেন তো বলি।

বিশ্ব। স্বচ্ছন্দে বল।

মোহন। এক জোড়া শূল।

রমা। তুমি তো বড় বেইমান লোক দেখছি মোহন, তোমার
বেলায় শাল আর মোহিনীর বেলায় শূল।

মোহন। মাইজী যে যে রকম প্রাণ নিয়ে ছুনিয়ায় এসেছে,
সে সেই রকম পাবে তো?

মোহিনী। নিশ্চয়! শালও আশুক আর শূলও আশুক,
কর ভাগ্যে কোনটা পড়ে উৎস দেখা যাবে।

মোহন। এ বন্দ্য নয়।

বিশ্ব। বিলাস! তুমি একটাও কথা কচ্ছ না যে? তোমার
মুখ এত বিষণ্ণ কেন?

বিলাস। আপনি আজই চ'লে যাবেন?

বিশ্ব। যার যা ব্যবসা। না গেলেই নয়।

রমা। বিলাস, তুই ভাবছিলি কেন? নরেন্দ্র বাবু রইলেন,
আমাদের ভাবনা কি? কোন বিষয়েরই অভাব আমরা টের
পাব না। ঠুঁকে নিয়ে রোজ সমুজের ধারে বেড়াতে যাবো; হলো
বা একদিন 'এলিফেণ্টা কেভ' দেখতে গেলুম, হলো বা একদিন
'লাইট হাউস' দেখে এলুম।

বিলাস। (স্বগত) সরতানী! তোমার মনের ভাব কি
বুঝিনি? এই তোমার পরম সুযোগ উপস্থিত। নরেন্দ্রকে ভোগ-

বিলাসের সামগ্রী করতে চাও ? কলুষিত আত্মজ্ঞার পাপ আভূতি
 দিতে চাও ? তুমি না সত্যী ? আর যাই হও, তুমি বড় ভাগ্যবতী,
 তা নইলে এমন মূর্খ অপদার্থ স্বামী-স্বামীর তোমার অদৃষ্টে বহুতো
 না। তা হবে না। রমা। আমি থাকতে তোমার সে আশা
 পূর্ণ হবে না। নরেন্দ্র তোমার নয়, নরেন্দ্র আমার।

বিশ্ব। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। রমা, আমার বিদায়
 দাও।

রমা। তা দিচ্ছি। পার' যদি খুব দেরী ক'রে এসো। এক
 মাস ব'লে বাচ্ছ, ছ'মাসের কম বাড়ী এস না। (জনান্তিকে) কি
 বলেন নরেন্দ্র বাবু ?—আপনি কখন কন না যে ? এই রকম
 বোঝা, হয়ে থাকলেই আমি আপনার কাছে একমাস থেকেছি,
 আর কি ?

নরেন্দ্র। না-না, উনি আরো দীর্ঘ আসবেন।

রমা। দেখা যাবে। (জনান্তিকে) ওলো মোহিনি।
 তোদের মনিষ এক মাসের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছেন
 —একটু রকমারি ক'রে বিদেয় দে—নইলে তোর যে বদনাম
 হবে।

মোহিনী। ঠিক বলেছ মাইজী, তোমরা দুজনে হাত ধরাধরি-
 করে দাঁড়াও,—আমাদের কাজ আমরা করি।

(সহচরীগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ।)

গীত।

যাবে যাও—নাও তুলে নাও—নয়নজলে গাঁথা হার।

আর কিছু নেই—বা আছে এই—আমার আশা নিরাশার ॥

স্বপ্ন ক'র—স্বপ্ন ফেলে,
 হিঁড়'নাক' শুকিয়ে গেলে,
 মনের কোণে রেখ' তুলে—প্রাণের সোহাগ অবলার ॥
 সাধের সাগর বুকে ধরে,
 প্রেমের আলো, জ্বালিয়ে ধরে,
 পথ চেয়ে সে থাকবে প'ড়ে, আর ত' কিছু নাইক' তার ॥
 (প্রথমাক্ত সমাপ্ত ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃষ্ট ।

(বিখনাথ রাওর প্রবেশ, বিলাসবতীর প্রবেশ ।)

বিলাস । (স্বগত) সংসার মরুভূমি ? পৃথিবী জ্বালাময় ।
 সুখ কোথায় ? কেবল মরুচিকা—কেবল নৈরাশ্র—কেবল মর্শ্ব-
 ভেদী যন্ত্রণা ! যে বায়ে ভালবাসে—যে বায়ে চায়—তার ভাল-
 বাসা তো সে পায় না—সে তো তার হয় না । নির্দ্বন্দ্ব বিধাতার
 একি কঠোর বিধান । কেন আমি এদেশে এসেছিলুম ! কেন
 আমি নরেন্দ্রের দেবমূর্তি এ পাপচক্ষে দেখেছিলুম ! কেন আমি
 তার মধুর স্বর শুনে মোহিত হয়েছিলুম ? এখন আমার সব যায় ।
 পবিত্র নারীধর্ম জলাঞ্জলি দিতে বসেছি । রমণীলবঙ্গের গর্ভ, মান,

অভিমান, সমস্তই বিসর্জন দিয়েছি। সমাজের পবিত্র নাম পর্যন্ত কলঙ্কিত করতে খেঁসার হয়েছি। কিন্তু যার জন্তে এত করছি—হাসি মুখে সর্বস্ব লুটিয়ে দেবার জন্তে বুক পেতে ব'সে আছি—সে তো আমার নয় ? সে তো আমার চার না ! তার যে রমা-অন্ত প্রাণ ! সে যে রমার পায়ে বিক্রীত। সে যে রমার কৃপা কটাক্ষের ভিখারী। রমা ! রমা ! তুই না একজনের বিবাহিতা ত্রী ? রাও সাহেব না জেকে প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস করেন ? রমণী-রত্নের আদর্শ ব'লে তুই না স্বামীর বড় সোহাগের পাত্রী ? ব্যভিচারিণী ! তোর একি ব্যবহার ? আমার বুকের ধন আমার প্রাণ ছিঁড়ে তুই নিতে চাস ? আমার বড় বড়ে গাঁধা কোহিনুরের মালা—আমার গলা থেকে তুই খুলে নিতে চাস ? আমার কত সাধের সোণার ফুলবাগান, তুই শাশান ক'রে দিতে চাস ? বড় সুযোগ এসেছে, সুন্দর অবসর উপস্থিত। রাও সাহেব এখন গৃহে নাই। কিন্তু বিলাসবতী জীবিতা থাকতে তোমার পাপ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। নরেন্দ্রের ভালবাসার অধিকারিণী একমাত্র আমি। তুমি কেউ নও। নরেন্দ্র আমার, আমারই অল্প সৃজিত, সে আমারই হৃদয়ের দেবতা, সে আমারই চিরকাল থাকবে। যে আমার পথের কণ্টক হবে—যে আমার সরস প্রাণে আগুন জেলে দেবে, আমি তার সর্বনাশ করবো। ধর্ম্মাধর্ম্ম মানবো না, পাপপুণ্য বিচার করবো না। সংসার-সমাজ-বদেশ-আত্মীয়-স্বজন সব ভাসিয়ে দেবো। অঞ্জলি পুরে বুকের রক্ত উৎসর্গ করবো। বিধাতার সহস্র অভিশাপ মাধার পেতে নেবো। ঐকৃত্তির বিভীষিকাময়ী-লীলার মধ্যে চঞ্চলা চপলার মত খেলা ক'রে বেড়াবো—তবু নরেন্দ্রকে কখনও ছাড়বো

না। নরেন্দ্রের আশা এ জীবনে ত্যাগ করবো না। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ একদিকে, আমার নরেন্দ্র একদিকে।

(মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। কি গো দিদি ঠাকরণ? আজ যে বেড়াতে বেরুলে না? মাইজী গেলেন, নরেন্দ্র বাবু গেলেন, আর তুমি এখানে একলাটী দাঁড়িয়ে রয়েছ যে?

বিলাস। আমার ওসব ভাললাগে না বাবু। একজন কোথা-কার কে—জানি না—ভনি না, অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে গা হুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে—বেড়াতে বেরুতে, আমার কেমন কেমন লাগে।

মোহিনী। তা বড় মিছে বলনি দিদিমণি! আর আমাদের কলুকেতার বাবুটী কেমন এক ধাজের লোক। কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই কননা—মাইজীর সঙ্গেও নয়। দেমাকে ধরাখানা সরা দেখছেন। কাণ্ডের মতো দিনরাত পোশাকের কান্ডীকুড়ী হচ্ছে—রকম রকম এসেস মাখছেন, আর কি ক্যাসন বাবু, পাকিয়ে পাকিয়ে গোপ সিক্ত করা, রাতদিনই তাই হচ্ছেন।

বিলাস। আচ্ছা, মোহিনী, তোর মাইজী ঐ বাবুটির সঙ্গে যখন তখন বেড়াতে যান, দুজনে এক ঘরে বসে গল্প করেন, হাসিমাসাও বেশ চলে দেখতে পাই, এসব শুনে কি ভাল? মেয়েমানুষের মন পদ্মপাতার জল, কখন কি হয় তাকি বলা যায়? বিশেষ নরেন্দ্র বাবুর এই উত্তীর্ণ বয়স—অমন দুন্দর চেহারা। আগুনের কাছে খাঁ থাকলে কতকণ না পুঁলে থাকতে পারে বল?

মোহিনী। তোমাদের কল্কেতার বাবুটির মনে কি আছে বলতে পারিনি। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েমানুষ,—বিশেষতঃ আমাদের মাইজী, স্বামী ছাড়া স্বয়ং কামদেব এলেও তাঁর মুখে লাগি মারেন, এই বা পায়ে লাগি—বুকে দিদিমণি ?

বিলাস। চুপ কর, আর ও সব কথায় কাজ নেই। রমা ও নরেন্দ্র বাবু এদিকে আসছেন। বোধ হয় বেড়িয়ে এই ফিরছেন। (স্বপ্নত) লজ্জা করে না। আগে একটু সরম আসে না! নায়ক নায়িকার মতন হুজনে হেলতে দুলতে আসছেন। আমার প্রাণ জলে যার কেন? আমার মনে আগুন জলে উঠে কেন? এ আমার কি হলো ?

(রমা ও নরেন্দ্র প্রবেশ।)

রমা। বিলাস, তুমি তো বড় মজার লোক দেখছি। সমুদ্রের ধারে আমাদের সঙ্গে বেড়তে বাবার সঙ্গে এত ক'রে ডাকলুম—বিবিজীর কিছুতেই বার হলো না। বলো অশুক করেছে, আমি একটু ঘুসবো! এই বুঝি তোমার বুঝ ?

বিলাস। আমি ভাই, এইমাত্র উঠলুম। তোমাদের বেড়ান হয়েছে তো ? তা হলেই আমার হলো।

রমা। কি রকম? আমি খেলে বুঝি তোমার পেট ভরে। (নরেন্দ্রের প্রতি) হাঁ নরেন্দ্র বাবু! এ কি রকম কথা বুঝতে পারছেন কিছু ?

নরেন্দ্র। বিলাসবতীর হেয়ালীর মধ্যে ঢোকা আমার মতন অজবুজির লোকের কাজ নয়।

বিলাস। আপনার অল্প বুদ্ধি! তা হ'লে তো আমরা নেই।

আপনার পেটের মধ্যে অন্ততঃ চার খানি ম্যানঅফ্‌ওয়ার আছে ।
কত বসুক, কত কামান, কত গোলা-গুলি, কত বারুদ নিয়ে আপনি
বল করেন, আমরা একটু আধটু বুঝি বই কি ?

রমা । নরেন্দ্র বাবু ! বিলাস একহাত আপনাকে খুব নিয়েছে ।
(বিলাসের প্রতি) বেঁচে থাক বিলাস, তুমি না হ'লে এমন জবাব
দেব কে ?

নরেন্দ্র । আপনিও বুঝি ওঁর দিকে হলেন—তা হ'লে আমি
দাঁড়াই কোথা ?

বিলাস । আপনি কি উড়ে এসে জুড়ে বসতে চান না কি ?
আমরা কত দিনের পরিচিত গঙ্গা-যমুনার মতন দুজনে একত্রে মিলে
রয়েছি, আপনি কি জোড়া ভাঙতে চান না কি ?

নরেন্দ্র । ঈশ্বর আপনাদের চিরদিন একত্রে রাখুন । এমন
নির্দয় কে আছে, একটা বোটের দুটা কুলের একটিকে ছিঁড়ে
তুলবে ?

রমা । বিলাস ! কাল আমি নরেন্দ্র বাবুকে নিয়ে এলিফেণ্টা
কেভ্‌ দেখতে যাবো—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ?

বিলাস । না ভাই, আমার শরীরটা আজ সকাল থেকে এমন
খারাপ হয়েছে—তোমার আর কি বলবো ? সমস্ত দিন মাথা টিপু-
টিপু করছে—রক্তে বোধ হয়, আমার জর হবে । (মোহিনীর
প্রতি) মোহিনী, আমার একটু কুইনাইন কিনে এনে দে না । যেরে
যে টুকু ছিল, দুপুর বেলায় আমি খেয়ে কেলিছি ।

মোহিনী । ও নাম আমার মনে থাকবে না বাবু । একটু
কাগজে লিখে দাও—ডাক্তারখানা থেকে এনে দিচ্ছি ।

বিলাস । আচ্ছা, আমার ঘরে আস লিখে দিচ্ছি । (রমার

প্রতি) আমি চল্লম ভাই একটু শুয়ে পড়িগে—মাথার যন্ত্রণাটা বড় বেশী টাইলো বোধ হয় জন এলো।

[বিমানবতী ও মোহিনীর প্রস্থান]

রমা। বিমানবতী কদিন থেকে ঘেন কেমন হয়েছ। সদাই অস্বাভাবিক ভাবে ব্যঙ্গ করে চেয়ে থাকে। বেশী কথা কইতে দেয়নি বোধ হয়। কে জানে কেন ও এ রকম হলো ?

নরেন্দ্র। শুধু তাই নয়। আর একটা লক্ষ্য করছেন—ও ঘেন আমাদের সমস্ত ইচ্ছা ক'রে ত্যাগ করে। অসুখ—শরীরের কি মনের সেটা বুঝলেন কি ?

রমা। মনের অসুখ হবার তো কোন কারণ দেখিনি। তাই যদি হয়, বাঙ্গালীরা মেয়ে হলেও, ও তো আপনাদের স্ত্রীনা। স্ত্রীলোক নয়—ওদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—মনে করলে ও যা ইচ্ছা—তাই করতে পারে।

নরেন্দ্র। স্ত্রীলোকের মনে যদি কোন পাপ ইচ্ছার উদয় হয়, তার স্বাধীনতা থাকলেও কি সেই পাপে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ?

রমা। আপনারা বাঙ্গালী কিনা, তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষাও স্বাধীন। কারণ, পুরুষেরা অল্প কাহার অধীন না হলেও, স্ত্রীলোকের অধীন।

নরেন্দ্র। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সহজে আগনি ও কথা বলতে পারেন না। সকল দেশের বিবাহিতা স্ত্রী মাত্রেই স্বামীর অধীন।

রমা। আপনার ওই মহা ভ্রম। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার প্রতি

হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা কোন দেশের কোন স্বামীরই নাই। তা থাকলে আমি কি আপনার ছায় একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে যখন তখন যেখানে সেখানে এমন ক'রে ঘেঁষতে পারি ? যা খুশী তাই করতে পারি ? অবশ্য আপনার সম্মতিও যে আমার একটু ভাল লাগে, তার আর সন্দেহ নাই।

নরেন্দ্র । (স্বগত) বিবাহিতা রমণীর মুখে এ সব কি কথা ! একে আমি রমার রূপে ও গুণে মুগ্ধ, তার ওপর অনুকূল বাতাস পেলে চেঁটে উঠতে কতক্ষণ লাগে ? আমি এখন কোন্ পথে যাই ? মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কতক্ষণ স্থির থাকতে পারবো ?

রমা । কি ভাবছেন নরেন্দ্র বাবু ? চলুন, লাইব্রেরী ঘরে, একটু থপরের কাগজ পড়া যাক। আজ একটু সকাল সকাল ঘুমবেন। ভোর বেলায় এলিফ্যান্টা কেভে যেতে হবে, নইলে সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারবো না। জানেন তো, বজ্রার চাল বড় চিমে-তেতাল।

নরেন্দ্র । বজ্রা ক'রে সমুজ্রে যাবেন ?

রমা । কোন ভয় নাই, আমরা বরাবরই যাই। আর যদিও কোন বিপদ হয়, আপনি আমার রক্ষা করতে পারবেন না ? আপনাকে একজন বীর পুরুষ বুঝেই তো আমার স্বামী আপনাকে আমার রক্ষক ক'রে গেছেন। তবে যদি আমার কপাল দিয়ে আপনি রক্ষক হয়ে উঠক হন—তা হ'লে আমি আর কি করতে পারি বলুন। এখন চলুন।

(অপর দিক দিয়া মোহন ও মোহিনীর প্রবেশ ।)

মোহিনী । ওরে চুপি চুপি শোন—চুপি চুপি শোন । বড় মজার কথা । থপরদার কারুর কাছে ভাগিস্নি ! তোর যে পেট আলগা, তাকে বলতেও ভয় করে ।

মোহন । আজ বাদে কাল তুই আমার ইস্তিরৌ হবি, এখনও আমাকে চিন্তে পারুলিনি ? আমি স্কা সজে সরল প্রাণ দেখা-বার জন্তে পেট-আলগা ব'লে পরিচয় দিই, তোর সঙ্গে আমার আশনাই চলেছে—তা কখনও কারু কাছে ব'লেছি ? তোর সঙ্গে নিরিবিলা দেখা সাক্ষ্য করি, তা কাউকে জানতে দিয়েছি ? তুই ভীর্ণ-ধর্ম্য করতে গেছলি, তার খরচ আমি যুগিয়েছিলুম—সে কথা কেউ জানে ? কাজের বেলায় ঠিক আছিরে মোহিনী, কাজের বেলায় ঠিক আছি । তুই নির্ভয়ে বল ।

মোহিনী । দিদিমণি বলছিল—আমাদের মাইজী কলকাতার বাবুদার সঙ্গে অমন ক'রে যখন তখন বেড়িয়ে বেড়ান—হাসি ঠাট্টা করেন—সেটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে । রাওসাহেব এখানে নাই । শেষটা আমাদের উপর কোন বুঁকি-ঝাঁকি আসবে না তো ?

মোহন । বুঝি বুঝি—তাকে আর বলতে হবে না । মার চেয়ে যে দরদী, তাকে বলে ডান । মাইজী কার সঙ্গে বেড়াতে যান, কখন হাসি-তামাসা করেন, কতী খান কিংপোলাও খান, তার জন্তে দিদিমণির এত মাথা-ব্যথা কেন ? আসল কথাটা বি জানিস্,—বিলাসবতী ঠাকরুণ নিজেই পিরিতের কোঁকে আচা-ভুয়ার বোম্বা চাক । নরেন্দ্র বাবুর আশমায়ে লাটু হয়ে যুয়েছেন । এই সময় তিনি একটু লেতি ছেড়ে দিলেই তোর দিদিমণিটা কেৎরে ঘর পার হয়ে যাবেন ।

মোহিনী। তুই কি ক'রে বুঝলি ?

মোহন। আবারও চোখ এদিক্ ওদিক্ একটু ঘোর পাক
খায় রে। নেহাত ভেঁদোড়ের চক্ষু মনে করিস্নি। আমাদের
দিদিমণিটা চান—কল্কেতার বাবুকে সৰ্বগ্রাস কর্তে, কিন্তু
বড় সুবিধা ক'রে উঠতে পাচ্ছেন না। চারে স্বাই দিচ্ছে বটে,
কাঙলাটাও নড়ছে বটে, মৃদু মন্দ বাতাসও বইছে বটে, কিন্তু
স্বীকার স'রে স'রে যাচ্ছে। তাই প্রাণের আলায় রাঁধ ছাড়িয়ে
বেড়াচ্ছেন। আমি আড়াল থেকে নজর করেছি, বাধিনী গুলো
মানুষ ধরতে গিয়ে, তার হাতের ভলি খেয়ে যেমন মাটিতে প'ড়ে
আঁচড়া-কামড়া করে, বিলাসবতী ঠাকরুণের অবস্থা ঠিক তেমনি।
যে কাজের যা,—এখন মরছেন ছটফট করে। অলুনির চোটে প্রাণ
দিশেহারা।

মোহিনী। আমি মুখের ওপর খুব বলেছি। আমাদের
মাইজীর নামে ঠেস্ দিয়ে ব'লে, আমি চুপ ক'রে থাকতে পারি ?

মোহন। যার যেমন মন। গোলাপ ফুলও ফুল, আর শিমূল
ফুলও ফুল। বোদাই আমও আম, আর বুনো আমও আম। গিনি
সোণাও সোণা, আর কেমিকেল সোণাও সোণা। তবে পাকা
সোণার খাদ মেলালে ধরা প'ড়ে যায়—এ কথা আগে গোধে রেখে-
দিস্।

মোহি। ঠিক বলেছিস্—পাকা সোণার খাদ মেলালে জহরীর
চোখ কি এড়ান যায় ?

(উভয়ের গীত ।)

ধরা পড়ে এক আঁচড়ে পাকা সোণার খাদ মেলালে।

জহরী ইসিয়ানী আহীর হবে একটি চালে।

লুকিয়ে পিরাও ক'রতে হলে,
 রিষের আলায় পরাণ অলে,
 মনের কোণে আঙুন অলে শেষটা পড়ে হাড়ির হালে ॥
 যেমন ওঠায় তেমনি ওঠে,
 যেমন ছোঁটায় তেমনি ছোটো,
 আপনি এসে পায়ে লোটো, নাচতে থাকে তালে তালে ॥

দ্বিতীয় দৃষ্ট ।

নরেন্দ্রনাথের শয়ন-কক্ষ ।

নরেন্দ্র । (স্বগত) আমার পাপ মন—তাই রমার চরিত্রে
 সন্দেহ করি । আমি তার রূপমোহে আবদ্ধ—তার প্রেমে আসক্ত,
 তার অলৌকিক গুণে মুগ্ধ—তাই মনে করি, সেও আমার প্রতি
 অনুরক্ত । এদেশের এই প্রথা । মহারাষ্ট্র সমাজ এই ভাবে
 গঠিত । স্বাধীনতা এ জাতির অস্থি-মজ্জা, তাই অত্যাগত অতি-
 ধীর প্রতি রমার ঐকান্তিক যত্ন, আমি প্রণয়ের লক্ষণ মনে ক'রেছি ।
 তার সহোদরার স্নেহ ও অনুরাগ আমি কামাতুরার ইঙ্গিত ব'লে
 ধারণা করেছি হিঃ ! হিঃ ! এ ভ্রম আমার মহাপাপ ! কিন্তু
 আজকের সন্ধ্যা বেগার কষ-বারীতে আমার প্রাণে এক প্রবল
 উরঙ্গ উঠেছে । এ কি কামনা না ছিলনা ? এ কি আসক্তি না
 পরীক্ষা ? রমা দেবী না ছদ্মবেশী দানবী ? যেজ্ঞায় এ মর্মান্তিক
 বস্তুনা অর্জন করবার অস্ত্রে বোম্বাই বেড়াতে এসেছিলুম ? কক্ষণে

সে দেবমন্দিরে মধুর রমণীকণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে প্রবেশ ক'রে-
 ত্রিসুম। কুঞ্জে রাও সাহেবের গৃহে আতিথ্য স্বীকার ক'রে-
 হ্রিসুম। আমার চারিদিকে পরীক্ষার আগুন জ্বলে উঠেছে, আমি
 পুড়ে পুড়ে মরছি—অথচ মুখে কুটে বলবার উপায় নাই। এখানে
 যে পরিভ্রাণ ক'রে চ'লে যাবো—সে পথও বন্ধ। রাও সাহেবের
 নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। আগার এদিকে বিলাসবতীও এক
 অকৃতচরিত্রের গৌলাময়ী রমণী। তবে মনের ভাব এখনও স্পষ্ট
 বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু তার সেই জুঁবা-পূর্ব-কটাক সকল
 অথচ জালাময়ী তীব্র দৃষ্টি—পারিস্ফুট অথচ অব্যক্ত প্রেমের ভাষা
 আমার প্রাণে এক প্রলয়ের সমুদ্র সৃষ্টি করেছে। চক্ষে নিজা
 নাই—জন্মে শাস্তি ন'ট—জীবনের সুসার শুক প্রায়। এ অব-
 স্থায় করি কি? পরিণাম ভেবে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে।
 আর ভাবতে পারিনি—বিছানার গিঁড়ে একটু ঘুমবার চেষ্টা
 করি। (শয়ন ও নিজা)

(ধীরে ধীরে বিলাসবতীর প্রবেশ।)

বিলাস। (স্বপ্নত) গেল—চুরমার হয়ে ভেঙে গেল, নারী-
 হৃদয়ের এত গর্ভ, এত অঙ্কুর—বুনোর মতন গুঁড়ো হয়ে গেল।
 দন্তের তুঙ্গ শৃঙ্গ ব'লে উপেক্ষার চক্রে চেয়ে সমস্ত পৃথিবীকে তুচ্ছ
 জ্ঞান করতুম। পুরুষের রূপ, প্রণয়াকাজক্ষীর কটাক, শিশুর অর্ধ-
 হীন হাসি ব'লে মনে করতুম। কত সুন্দর সুপুরুষ—শিক্ষিত
 যুবক অযাচিত প্রেম পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছি। তাদের প্রেম-
 পত্রের কাতরোক্তি পাগলের প্রলাপ ব'লে মনে মনে ধৈর্যেছি। এ
 আমার কি পরিবর্তন! এ আমার কি অবপতন! এই নতীর স্বারে

প্রকৃতির এই সুসুপ্ত অবস্থার—পাপীর নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবার
এই শুভ মুহূর্ত্তে এ আমি কোথায় এসেছি? কেন এসেছি? যে
শ্রমে পায়ে ধরে কেউ পারনি—যে প্রাণ ভিক্ষার্থী বেশে কর
মোড়ে কাঁড়িয়েও কেউ ছুঁতে পারেনি—যে জনসহস্র তরঙ্গেও
একটু নিচলিত হয়নি—আজ সেই অমূল্য রক্ত উপযাচিকা হয়ে
ধিলিয়ে দিতে এসেছি! সেই যুগযুগান্তরের সাধনার সামগ্রী
ভিখারিণীর অধম হয়ে লুটিয়ে দিতে এসেছি। রমণীর সর্বস্ব
রতন রাগরাগিণীর আকাঙ্ক্ষিত ধন—পবিত্র সতীত্ব ভূষণ একজন
অপরিচিত পুরুষের পায়ে পরিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছি। জগদীশ্বর!
তুমিই স্বর্গে রেখেছিলে—আবার তুমিই নাকে ফেলছো। তবে
এই আমার কাতর-ভিক্ষা—নরকেও আমি যেন রাজরাণী হ’তে পাই।
(নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া) এই যে! নরেন্দ্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন!
সুস্বপ্নে চক্ষু হুটীর কি স্তম্ভের শোভা হয়েছে। যেন সন্ধ্যার ছটা স্বল-
পদ্য মুদিত হয়ে রয়েছে। একি! প্রাণ আজ এত অধীর কেন?
বুকের ধন বুকে তুলে নেবার অস্ত্রে প্রাণের এত উল্লাস কেন?
মুখে মুখে মিশিয়ে দিয়ে চ’খে চ’খে চেয়ে—অস্বোরে ঘুমিয়ে পড়-
বার এত সাধ আজ হব কেন? নরেন্দ্র! আমার সর্বস্ব তুমি—
আমার জীবনের একমাত্র আরাধ্য তুমি—আমার ইষ্ট দেবতা তুমি
—কর সাধ্য আমার বুকের ধন আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেও?
রমা তো দূরের কথা—স্বর্গের অপ্সরারাই হ’ক আর নরকের রাজসৌই
হ’ক, আমার বিবে জর্জরিত হয়ে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে।

নরেন্দ্র। (নিদ্রিত অবস্থায়) না—না—আমি অবিবাসী নই
—আমি অবিবাসী—নই। (ত্যাগে উঠিয়া) কেও রাত্রি বিদ্রোহের
আমার ঘরে ক্রীলোক কেন?

বিলাস। চৌচিওনা, চূপ কর—আমি।

নরেন্দ্র। একি! বিলাসবতী। তুমি! তুমি এত রাতে আমার ঘরে কেন?

বিলাস। ব্যস্ত ছবেন না, কোন বিশেষ কাজে এসেছি।

নরেন্দ্র। রাতে কি এমন কাজ? কতী ঠাকুরাণীর কি কোন অসুখ ক'রেছে?

বিলাস। কতী ঠাকুরাণীর অসুখের জন্তে আপনার এত ভাবনা কেন? তিনি বেশ সুস্থ যাচ্ছেন। কাল সকালেই আপনাকে এলিফ্যান্টাকেড দেখাতে নিয়ে যাবেন—তার কোন ক্ষতি হবে না। কই? আমার অসুখের কথা তো আপনি একবার জিজ্ঞাসা করলেন না। আপনি আমার স্বদেশী—ধর্ম এক না হ'লেও, জাতি এক। এ গৃহের কতী অপেক্ষা আমি কি আপনার বেনী আস্তীর নই? আমার যৌজ নেওয়া আপনার প্রথম দরকার।

নরেন্দ্র। সে বিষয়ে আমার ক্ষেতি হয়েছে, আমি স্বীকার করি। এই গভীর রাতে তোমার আমার ঘরে দেখে, আমি আর পঃনাই আশ্চর্য্য হয়েছি, তাই তোমার অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলুম। এখন আমার অসুস্থরোধ, তুমি একদণ্ড বিলম্ব না ক'রে, আপনার ঘরে কিরে যাও। তোমার প্রয়োজন বডই গুরুতর হউক, এই দ্বিপ্রহর রজনীতে আমায় শয়নগৃহে আসা তোমার কিছুতেই উচিত হয়নি। তুমি শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর।

বিলাস। আমরা ভিন্দু নই—ব্রাহ্মিক। বধন তখন নির্ভয়ে পুরুষের নিকট যাওয়া-আসা আমাদের দেশের রীতিবিরুদ্ধ হ'লেও আমাদের সমাজবিরুদ্ধ নয়।

নরেন্দ্র। আমি স্বদেশবাসী হলেও, বধন ধর্ম সম্বন্ধে আমা-

দেব মন্ডের মিল নাই, তখন রাত্রিকালে আমার শরনগৃহে আসা
তোমার ভাল কাজ হয়নি।

বিলাস। মনের মিলন হলেই ধর্মের মিল আপনা হুঁতেই
হবে।

নরেন্দ্র। বিলাসবতী কি বলছেন? আমি তোমার কথাতে
কিছুই বুঝতে পারছি না। কি দরকারে এসেছ আমার বল।

বিলাস। কি দরকার? নরেন্দ্র! এখনও তুমি বুঝতে
পারোনি? তুমি কি পুরুষ নও—তোমার কি প্রাণ নাই? তোমার
দেহ কি রক্তমাংসে নির্মিত নয়? তোমার জন্ম কি কামনা-
বর্জিত? নারায়ণ বিদ্যাৎ কটাক তোমার জন্মে কি বেঁধেনা?
নরেন্দ্র! আর আমি তোমার কাছে কোন কথা গোপন করবো না—
গোপন করবার শক্তিও আমার নাই আমি উপহাসিক; হয়ে আজ
তোমার কাছে মনের দুর্বলতা জানাতে এসেছি। আমি আর
আমার নই—তোমার দাসী তোমায়, প্রেমের ভিখারিনী—তোমার
মুখ-মুখের সমভাগিনী। তোমার অমুমতি না নিয়েই আমার মন,
প্রাণ, জীবন, যৌবন সমস্তই তোমার পায়ে ফুসের মতন অঞ্জলি
দিয়েছি। তুমি অনাধর ক'রে ফিরিয়ে দিলে, আর আমার উপায়
নাই। নরেন্দ্র, আমার রক্ষা কর—আমায় চরণে স্থান দাও।
আমি বড় অভিমানিনী—বড় গর্বিনী—কিন্তু বিধির বিধানে আজ
তোমার একবিন্দু কৃপার প্রার্থিনী। আমার সব থেকেও, আমি
যেন অনাধিনী। একবার বুকে তুলে নাও—একবার আদর কর—
আমার বুকভরা চক্ষের জল—একবার তোমার মুখের ওপর ফেলতে
দাও। আমি রাজদারীর ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রাবীর সম্পদ তুচ্ছ ক'রে—এট
দণ্ডে তোমার পায়ে পড়ে ম'ম্বতে প্রস্তুত। নরেন্দ্র, একবার মুখ তুলে

চাঁও—আমার আর কেউ নেই। সব ছিল—সব ভাসিয়ে দিয়েছি
—এখন তুমিই আমার সব।

নরেন্দ্র। বিলাসবতী!

বিলাস। নরেন্দ্র, এখন হতে আমার শুধু বিলাস ব'লে ডেকে
—তোমার মুখে বিলাস নাম বড় মধুর লাগে। আমার ক'রে
বিলাস ব'লে ডেকে, আমাকে তোমার বিলাসের সামগ্রী
ক'রে নাও। নারী—উপযাচকা নারী—প্রেমভিখারিণী নারী—
এই দ্বৈধ তোমার পদতলে। দেখনা—একবার মুখ তুলে দেখ
না, আমি কুৎসিত নই; তোমার ষোণ্য না হই, তোমার
অষোণ্যও নই।

নরেন্দ্র। হি! হি! বিলাসবতী, তোমার জন্ম এত কল-
ষিত। এই পাপ ইচ্ছা তুমি প্রাণে পুষে রেগেছ? যাও,—শীঘ্র
আমার গৃহ হ'তে চলে যাও। তুমি ইচ্ছা ক'রে না গেলে, আমি
তোমায় এস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করবো। যাও—আর ভিলার্কি
বিলম্ব করোনা—কর্ত্তী ঠাকুরাণী জানতে পারলে কি মনে করবেন?

বিলাস। কি! কর্ত্তীঠাকুরাণী! কর্ত্তীঠাকুরাণী! সে আমার
কে? সে জানতে পারলে আমার কি করবে? তুমি তার প্রত্যাশা
রাখ, তুমি তার গুণপ্রেমের ভিখারী, তুমি তার প্রেমকটাক্ষের প্রার্থী,
তুমি তাকে ভয় করতে পার—কিন্তু আমি তাকে এক কড়ারও ভয়
করিনি। সেই মায়াবিনাই তো আমার সর্বনাশ করেছে! সেই
কুৎসিতাই তো আমার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিতে ব'সেছে,—তাকে
আমি ভয় করবো? তার সর্বনাশ করবো, তার সোণার সংসার
স্বপ্নান করবো, তার সাধের অটালিকা শূন্য-কুকুরের বাসভূমি
করবো। তার সত্যত্বের মহিমা ডকা বাজিয়ে পৃথিবী জুড়ে প্রকাশ

ক'রে দেবো। নরেন্দ্র, আমি রমণী বটে, কিন্তু এখন দলিতা
কপিনী!

নরেন্দ্র। (স্বগত) একি ভয়ঙ্করী প্রতিহিংসার অনন্ত মূর্তি।
(প্রকাশে) তোমার নিজের মন কলঙ্কিত ব'লে সকলেরই মন কল-
ঙ্কিত মনে কর। কর্তা ঠাকুরাণী সত্যে সাধনী রমণী, তাঁর পবিত্র
নামে কলঙ্কের দাগ পাড়তে তোমার লজ্জা হয় না? যাও,—দূর
হও—তুমি পাপিষ্ঠা।

বিলাস। কি! আমি পাপিষ্ঠা! আর তোমার সত্যী-লক্ষ্মী
রমাবাই বুঝি বড় পুণ্যবতী নরেন্দ্র, সব ভুলতে পারবো, কিন্তু
তোমার এই মর্মান্তিক তিরস্কার কখন ভুলবো না। আমি পাপিষ্ঠা?
বেশ! আজ হ'তে পাপিষ্ঠাই হলুম! নরকের অন্তর্যুত্তর আলিয়ে
ভুলবো—পিশাচীর রূপ ধারণ ক'রে তোমার বড় সাধের রমার
বুকের রক্ত অমৃতজ্ঞানে পান করবো—মৃত্যুর পরও প্রতিহিংসার
জীবন্ত মূর্তি হয়ে, ছায়ায় মগন তোমার সঙ্গে সঙ্গে কিরবো।
রাত্রে তোমার হৃৎ-নিজ্জা কেড়ে নেবো; দিনে তোমায় অচেতন
ক'রে রাখবো, এক মুহূর্তের জগ্গেও তুমি হৃৎের মুখ দেখতে পাবে
না। নরেন্দ্র, আমি পাপিষ্ঠা—কিন্তু মনে রেখো, কেবল পাপিষ্ঠা
নই—আমি রাকসী—আমি দানবী—আমি পিশাচী!

[বেগে প্রস্থান।]

নরেন্দ্র। রাকসী—যবার্থই রাকসী—চ'খে আগুন, মুখে
আগুন, প্রাণে আগুন। সব জালাবে—সব পোড়াবে। জগদীশ্বর
রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃষ্ট ।



বার্ঘাণের চক ।

(মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, পার্শ্বী বালকগণের নৃত্য গীত ।)

গীত ।

মিছে পড়বে কি আর এ বি গি !
বিলাতি চাল ধ'বে হায় দেশের দশা হ'ল কি !
শেখে কেবল ফু'ক্‌তে চুরুট,
পমেটম চুলের চুনট,
চামুচে কাঁটা হাতে আঁটা বলতে সরম ছি ছি ছি ।
দেশের লোক পায়না খেতে,
বড় সাধ খিলত যেতে,
বেড়ালচোখী করবে তাক। পড়বে সাড়া চি চি চি ॥
আমরা তবু পদে আছি,
বা হোক দেশের মান রেখেছি,
কাপড় সূতর কল করেছি বাঙ্গালী ভাই করুছ কি ।

[প্রস্থান]

(সোরাপজীর লবেশ ।)

সোরাপ। ক্যা তাজ্জাতি বাৎ । এমন নাকাল তো কখন
হইনি । মেয়ে-বাহুবের দালালি সহজে আমি একজন দিঘিজগী
বীর । কবিন ধ'রে খুঁজে খুঁজে সবুল রঙের কাপড় আর

কাণে হীরার ইয়ারিং কিছুতেই বার করতে পারছিনি ! আমার বাপ দাদার নাম ডোবাতে বসেছি । লজ্জার যে কল্কেতার বাবুটির কাছে মুখ দেখাতে পারছিনি । নগদ একশোখানি মুদ্রা এখনি পাওয়া যায়, চোস্ত নসিবে এ বাগড়া কে লাগাচ্ছে বাবা ? হে ভগবান্‌জী, হয় লাখ পাঁচ ছয় টাকা পাইয়ে দাও, নিশ্চিত হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসি, নয়তো সেই সবুজ রঙের কাপড় কাণে হীরার ইয়ারিং এনে সামনে খাড়া ক'রে দাও । (অস্ত্র দিকে চাহিয়া) ভগবান্‌জীর তো বড় মেগেরবানী দেখছি ; এই যে সামনেই সবুজ রঙের কাপড় পরা মেয়ে মানুষ । ভোফা বড়িয়া খাপ সুরং ' একে দেখেই বাবুজীর মন টলেছে, তার আর সন্দেহ নাই । আমাদের হোটেলের চাকরি করা এমন কড়াপ্রাণ ওকে দেখেই যেন ছাগলছানার মতন ভিড়িং মিড়িং ক'রে লাফাচ্ছে, আর যাদের পকেট রূপোর চাকতিতে ভরা আছে, তাদের প্রাণ তো ফড়িঙাচ্ছার মতন ডিগবাজি খাবেই । এখনি ছুঁড়িটাকে ঠিক ঠাক ক'রে কোম্পানির বাগানের একটা গ্রোভের ভিতর বসিয়ে রেখে আসি । তার পর রাও সাহেবের বাড়ী গিয়ে বাবুজীকে খপর দিয়ে শুভসম্মিলনটা করিয়ে দিই । কিন্তু কাণে হীরার ইয়ারিং তো নেই, তা চাক্ষণ খটাই বুঝি কাণে হীরার ইয়ারিং প'রে থাকতে হবে • খুলে রেখে থাকবে ! হাঁ ঠিক—ঠিক খুলে রেখেছে ।

(মোহিনীর প্রবেশ)

মোহিনী । (স্বগত) এক শিশি কুইনাইন নিয়েছি, যা তো বাবা কত খাষি । তোর রোগ যা তাতো বুঝেছি ! কুইনাইনে বড়

কিছু হবে না । খানি -টা বিব খেলে বগ্ন উপকার হওয়া সম্ভব ।
পিরোতটা বড় ছেঁচড়া জিনিষ ; যেন সোঁ-পোকা, ধরলে আর
ছাড়তে চায়না—আবার ছাড়লেও জলুনি যায় না ।

সোরাপ । আদাব বিবি সাহেব আদাব ! মেজাজ সঠিক ?

মোহিনী । (স্বত) এ মিসে করে ! কখন দেখা শুনা
নেই, চেনা পরিচয় নেই, এত নেঙটা পানা করছে কেন ? একটা
কিছু মূল্যব আছে বোধ হয় ।

সোরাপ । বিবি সাহেব ভাল আছতো ? আশনাই টাশনাই
ভাল রকম চলছে তো ?

মোহিনী । ও বুকেছি, লোকটা মেয়ে মানুষের দালাল ।
একটু ভ্রাকা সেজে রং করা থাক । (প্রকাশ্যে) আশনাই
আর চলবে কোথা থেকে সাহেব ? যে বাজার ভাগ পড়েছে
আজকালকার পিরোত করণে ওয়ালার দল মিনি পরসায় আশনাই
করতে চায় । তা সাহেব, শুধু হাত কি মুখে উঠে ? নিদেন দ্রুট
টিফেভাজাও ভো চাই ।

সোরাপ । ঠিক বলেছ বিবি, ঠিক বলেছ । তুমি বড় দিল-
খোলাসা মেয়ে মানুষ । তোমার এমন সুরং, চাঁদকা মাকিক সুরং
—তোমার সঙ্গে যিনি পরসায় আশনাই করতে আসে ? তোমার ভো
ঘণ্টা কুড়ি টাকা হওয়া উচিত ।

মোহিনী । আচ্ছা সাহেব ! তোমার দেবতা স্বয়ং অগ্নিদেব—
তোমার শ্রীমুখে এসে এখনই লাগুক । তোমার জয় জয় কার
হ'ক । একটা দেখে শুনে দাওনা । ঘণ্টা কুড়ি টাকা না হক—
দশ টাকা হ'লে বে বেঁচে যাই ।

সোরাপ । তার অস্তে ভাবনা কি বিবি ? আমি তোমার মাথা

থেকে গা পৰ্য্যন্ত টাকার গাটন ভোয়ের ক'রে পরিষে দেবো। তুমি এখন একটা লোকে সঙ্গে দেখা করবে ?

মোহিনী। কোথায় ?

সোরাপ। এই কোম্পানীর বাগ'নে তুমি একটু অপেক্ষা করবে আমি ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসবো।

মোহিনী। কি পাৰো ?

সোরাপ। দশ টাকা এই আগাম নাও। (টাকা প্রদান)

মোহিনী। (অঞ্চলে বাঁধিতে বাঁধিতে) আদাব সাহেব, বহুত বহুত আদাব। তুমি বড় ভাল লোক। আরজম্মে বোধ হয়, তুমি আমার জন্মদাতা বাপ ছিলে, নইলে এতটা দরদ আমার প্রতি হ'তো কি ?

সোরাপ। তা বিবি সাহেব! তুমি যদি আমার কথা শুনে চলো, রোজ তোমার তিন চার ছোড়া দরদ দেখাতে পারি।

মোহিনী। খুব রাজী! এখন কাকে ডেকে নিয়ে আসবে এসো। বেশীকণ আমি থাকতে পারবো না। আমি গেরোস্তোর মেয়ে, আমার স্বামী আছে।

সোরাপ। না, না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তোমার ছুটি ক'রে দেবো। তুমি নাচ গান জান ?

মোহিনী। কেন বল দেখি ?

সোরাপ। যার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেবো—সে লোক জোড়পতি। হাতের এক একটা আংটির দাম লাখ টাকা। সে নাচ গান জানাওরালী মেয়ে-মাল্লুষ বড় পেরার করে।

মোহিনী। বটে, তা আমি তার মনের মতন হ'তে পারবো। আমি নাচতেও মজবুত আর গাইতেও মজবুত।

সোরাপ । তবে তো তুমি সবলুট ! বাহবা বিবি সাহেব—
বাহবা ! কই, একটা নমুনা দেখিয়ে দাও দেখি ।

মোহিনী । দেখাতে পারি—খাঁদ তুমিও আমার সঙ্গে নাচতে
রাজি হও ।

সোরাপ । বিবি সাহেব, আমার বড় একটা কেওকাটা ঠাউরো
নি । আমি একজন ওস্তাদ নাচিয়ে ; মাডায়াকার খিয়েটায় ন
বৎসর ড্যানসিং মাষ্টার ছলুম ।

মোহিনী । তা হ'লে তো খুব জুতাই হয়েছে । তবে একখানা
লাগাই—কি বল ?

সোরাপ । জরুর ! তুমি গান না ধরতে ধরতেই এই দেব
আমার নাচ পাচ্ছে—পায়ে বেন ছুঁচো বাজী ছেড়ে দিচ্ছে । শুরু
কর বিবি সাহেব, শীগ্গীর শুরু কর ।

(মোহিনীর গীত ও অঙ্গ ভঙ্গির সহিত সোরাপের নৃত্য ।)

গীত ।

ঠুমকি ঠুমকি নাচে পেয়ারা মেরি ।
লাসি আঁধা লিলে খুসি ভারি ॥
হাসি হাসি মুমে ফাঁসি লিয়ে,
রোয়ে রোয়ে জান্ বেগড় হোয়ে,
সামারো ঠারো জী কসম্ তেরি ॥
বদনকি বিচমে বিজলি ছোট্টে,
চমুকি চমুকি রোশনি কামকি ওটে—
আউরুং পায়ের লোট্টে—
সেহতো তেরি ভরি লাগাদারি ॥

মোহিনী । বস্ বস্ সাহেব । ধামো ধামো ! গান হয়ে গেছে—তোমার নাচ থোকর ।

সোরাপ । আর খনিককণ চলবে না ? আমার যে এখনও তেহাই দেওয়া হয়নি ।

মোহিনী । তেহাই দেওয়াটা না হয় আজ থাক—কাল হবে । আমার এখন কোথায় যেতে হবে বল ?

সোরাপ ! কোম্পানীর বাগানে ।

মোহিনী । ও বাবা ! অতদূর আমি হেঁটে যেতে পারবো না । একখানা গাড়ী নিয়ে এসো ।

সোরাপ । তবে আর একটু চল—মার্কেটের কাছ থেকে একখানা মেখে শুনে নেবো এখন । বিবি সাহেব, তুমি দেখতে যেমন খাবমুরং—তোমার নাচ গানও তেমনি খাবমুরং ।

মোহিনী । আর তুমি সাহেব, কমুরটা বা কি ? গাল দুখানি টুক্ টুক্ করছে—যেন খোলাপ ফুলের পাঁপড়ী দিয়ে তৈয়েরী । হাঁ সাহেব, রং টং করনি তো ?

সোরাপ । রং করুতে যাবো কেন ? আমি গরিব হলেও, বিবি সাহেব আমার পেছনে এখনও গুণ্ডা গুণ্ডা মেয়ে মানুষ ষোরে ।

মোহিনী । তাতে ঘুরবেই । সে কেবল তোমার ঐ টুকটুক পালের জোরে । আমায় একবার হাত বুলুতে দেবে সাহেব ?

সোরাপ । তা—তা—তা—তুমি যখন আবদার করছো, কাঁ করে একবার বুলিয়ে নাও ।

মোহিনী । তবে সাতেন, মোহেরবানী করে একটু বেঁটে হও । নইলে আমি তো নাগাল পাবো না ? (সোরাপজীর তথা করণ)
আহা ! সাহেব ! তোমার গাল দুখানি যেমন টুকটুক, তেমনি নরম,

যেন স্ত্রীভের গদী । হাত ঠেকছে, আর যেন বুবারের বলের মতন
লাফিয়ে উঠছে ।

সোরা । বিবি সাহেব, তোমার হাতও বেশ মোলায়েম ।
যেন পাঁউরুটির ভেতর কার শাঁস ।

মোহিনী । তবে সাহেব, এইবার তুমি লাস হয়ে আস খাও,
আমি আড়ে আড়ে পাশ কাটাই ।

[সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বেগে প্রস্থান ।]

সোরাপ । ওরে বাপরে ! এ আটরং না কোন হরীর বাচ্ছা ।
একচড়ে ছনিয়া অন্ধকার দেখিয়ে দিলে ! মাথাটা বোঁ বোঁ ক'রে
ঘুরছে—আমি উঠে দাঁড়াতে পারিছিন । জল—জল—জল—একটু—
জল—দোড়ে ঐ কলে গিয়ে মাথা পেতে দি ।

[বেগে প্রস্থান ।]

চতুর্থ-দৃশ্য ।

সমুদ্রবক্ষে বজরা ।

(নরেন্দ্র ও রমাবাই বজ্রার কাছে আসীন ও নাবিকগণ
ষথাস্থানে উপবিষ্ট ।)

রমাবাইয়ের গীত ।

না জানি সাগর রাণী এত গরব কেন তোমার ।
নিশি দিন তুফান তুলে, ফুলে ফুলে কোথায় চলে,
নিশানা কই পাই নাকো তার ।

জীবনে তু কূল দেখিনি, কূল হারিয়ে আকূল ধনী,
লজ্জাহীন উলঙ্গিনী, কেমন লীলা বোকা ভার ।

রমা । কেমন নরেন্দ্র বাবু, সমুদ্রের ওপর বজ্রর। ক'রে বেড়াতে মনে বেশ কুর্তি হয়—নয় ? ছোট ছোট ঢেউগুলির সঙ্গে প্রাণ যেন ঢেলে দিতে ইচ্ছে হয় । সৌম্যহীন—অজ্ঞহীন অনন্ত সাগর—কতদূর চলে গেছে । আমারও বড় সাধ হয়, সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে, সকল মায়া মমতার হাত এড়িয়ে, এমন করে ভাসতে ভাসতে কতদূর—কতদূর চলে যাই । একি নরেন্দ্র বাবু ! আপনি কথাই কনুন। যে ? আপনার মতন এমন মীরস পুরুষও কখন দেখিনি । আজও আপনার বেলু ফোটাতে পারলুম না—এ হুংখ আমার চিরদিন থাকবে ।

নরেন্দ্র । এলিফেণ্ট। কেভে আমরা কতকণে পৌছাব ?

রমা । আমি এমন কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বাস্তব দিয়ে অতগুলো কথা কইলুম, কোথায় আপনি তার সুন্দর সবস উত্তর দেবেন—ভাবের লহরী সমুদ্রের তরঙ্গের মতন উথলে উঠতে থাকবে—তাতে একটু রোমান্সের ভাব ফুলের কুড়ির মতন হোঁয়ান হবে—তা নয় একটী ছোট কথায় সিজ্জেস করলেন—“কতকণে এলিফেণ্ট। কেভে পৌছাব ?” নরেন্দ্র বাবু । আপনি ষতই গোপন করুন, আপনার মনের কুর্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছে, আপনি যেন কেমন হয়ে গেছেন । আর একটা গান শুনবেন ? তাতে বোধ হয় বিয়ল প্রাণে একটু আনন্দ আসতে পারে কি বলেন ?

নরেন্দ্র । সেটা আপনার অনুগ্রহ ।

রমা । আমার অনুগ্রহ ? আপনার অনুরোধ নয়—এমন গান নাই গাইলুম । মানুষের ক্রটি কি পরিবর্তনশীল ! যে যুবক একদিন

আমার গান শুনে মোহিত হয়েছিল, আমার কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য লালসিত হয়ে বেড়াত—আজ তার আমার সঙ্গীতে এমন ঘৃণা জন্মাল কি করে? নরেন্দ্র বাবু, এখন আর আমার গান আপনার ভাল লাগে না—নয়?

নরেন্দ্র। অমৃতে কার অকুচি হ'তে পারে? তবে কি না—

রমা। বলতে বলতে চুপ করলেন কেন? আপনার কোন কথা আমার বলবার থাকে—বলুন। আমি শোনবার জন্য খুব প্রস্তুত।

নরেন্দ্র। দেখুন,—আপনি আমায় বতদূর বিশ্বাসী মনে করেন—সত্য বলতে কি—আমি আপনার নিকট ততদূর বিশ্বাসী নই। আপনার মন পবিত্র গঙ্গাঘলের জ্যাক নির্মল হ'তে পারে, কিন্তু আমার চিত্ত গরলে পরিপূর্ণ! আপনার মত আমি আমার মনের সকল কথা—আপনাকে প্রকাশ করে বলতে পারি না—কখন বলতে পারবোও না। সে বিষয়ে আমার কমা ক'রবেন।

রমা। (হাসিতে হাসিতে) যিনি আমার অবিবাস করেন—যিনি আমার কাছে তাঁর মনের কপাট খুলতে সক্ষম হন,—যিনি প্রাণের উচ্ছ্বাস চোরের মতন চেপে রাখতে পারেন—আমি একত্রে তাঁর সঙ্গে কেমন করে থাকতে পারি! যখন মনের তফাৎ, তখন সব দিকেই তফাৎ হওয়া ভাল। আমি নীচেয় গিয়ে বজ্রার কামরায় বসি—আপনি এই খানেই থাকুন—(সিঁড়ি দিয়ে নামিতে নামিতে পদাশ্লিষ্ট হইয়া পড়ন) নরেন্দ্র বাবু, নরেন্দ্র বাবু,—আমায় রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমি পা পিছলে গিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি—আমায় বাঁচান—

নরেন্দ্র। কি সর্বনাশ! একি দুর্দৈব! মাঝি! মাঝি! সাব-

ধানে বজরা বেয়ে চল । আমি যেমন ক'রে পারি তোমাদের কর্তী
ঠাকুরুণকে উদ্ধার করব । আমরা যেখানে ভেসে উঠব, সেইখানেই
যেন বজরা পাই । ঝল্ল প্রদান)

১ম মাঝি । ও সর্দার ! এত বড় নাকালে পড়লাম দেখি ।
কর্তার কাছে জবাব দিহি করমু কেমনে ?

স-মাঝি । খোদা তালার মর্জী !—মোরা কি কর্তি পারি ?
মোরা তো আর জোর ক'রে দরিয়ার বিচে ঠেলে ফেলি নাই !

২য় মাঝি । সর্দার !—সর্দার !—ঐ বে,—হুটার ভাসি উঠছে ।
মরদটা ঢোলা নয়—ঠালে তুলছে ! পানির বিচে হুটার নাকান-
চোবানি খাইছে !

স-মাঝি । চল—চল—ঐ বাগে বজরা বেয়ে চল—নগিচ
আছে—

(রমা ও নরেন্দ্রের সম্ভরণ করিতে করিতে

বজরার নিকট আগমন ।)

রমা ! নরেন্দ্র বাবু ! আর ভয় নেই—আপনি ব্যস্ত হবেন
না । আমি নিরাপদে বজরায় গিয়ে উঠবো ! আপনি আগে উঠুন ।

নরেন্দ্র । না—না—আপনি আগে উঠুন ।

১ম মাঝি । মায়াজী ! হাত বাড়িয়ে দেন—মুঠে তুলে নিছি—

রমা । কারুর সাহায্য দরকার নেই—আমি আপনি উঠছি ।
(বজরার আগমন) নরেন্দ্র বাবু ! আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, তাই
আপনাকে আগে উঠতে ব'লেছিলাম । দেখুন, আমি কেমন অনা-
য়াসে বজরায় উঠলুম,—আপনিত কই পায়েন না !

নরেন্দ্র । মাঝিদের বলুন—আমার হাত ধরে তুলে নিগ্ ।

রমা। মাঝিদের বলতে হবে না, আমি আপনাকে তুলে নিচ্ছি
আজুন। (রমা বাইয়ের সাহায্যে নরেন্দ্রের বজরায় আগমন।)

নরেন্দ্র। কি কুকণ্ঠে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম! এক
মুহূর্তের অসাবধানতার কি সর্বনাশই হতে বসেছিল! আমি রাও
সাহেবের কাছে দুখ দেখাতেম্ কেমন করে!

রমা। আজ আপনি আমার মৃত্যুমুখ হতে রক্ষা করলেন, এখন
আমার এ জীবনে আর কারুর অধিকার নাই। এ জীবন আপ-
নারই জীবন। আমার অসংখ্য ধন্বাদ আর অসংখ্য—অসংখ্য
—অসংখ্য—জীবন।

নরেন্দ্র। আমি আমার কর্তব্য কাজ করেছি। হুতরাং
এতদূর ধন্বাদের পাত্র নই। আজ যদি একজন নাবিক, এইরূপ
জলে মগ্ন হোত, কর্তব্যকর্মের অমুরোধে তার জন্তও—আমি
আমার নিজের জীবনকে—বিপদগ্রস্ত করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

রমা। পূর্বে আমি বাঙ্গালীদের ভীকতার প্রেব করে—বীর-
পুরুষ বলে তাদের উপহাস করতুম। আজ জানুন্ম—বাঙ্গালীর
মধ্যেও যথার্থ বীর আছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—
আপনি একজন যথার্থ বীরপুরুষ।

নরেন্দ্র। বাঙ্গালীর সম্বন্ধে—আপনার এমন একটা ভুল যে
আমি দূর করতে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

রমা। কাপড় চোপার সব ভিজে গেছে—সর্ব্বদে জল ঝরছে;
এ অবস্থায় আজ আর এলিফেণ্টা কেউ দেখতে গিয়ে কাজ দেই।
বাড়ী ফিরে বাই চলুন।

নরেন্দ্র। আমিও তাই বলছিলাম। (মাঝির প্রতি) মাঝি—
বজরা কেঁরাও—বাড়ীর দিকে ফিরে চল।

পঞ্চম দৃষ্ট

(বিলাসবতীর প্রবেশ ।)

বিলাস । (স্বগত) না—না—আমার ভ্রম নয়—কুহকিনী
আশার অসার ছলনা নয় । চঞ্চল চিত্তের কল্পনা-চিত্রিত চিত্র নয় ।
নরেন্দ্র আমার ভালবাসে ! আমার প্রেমপূজা সম্বন্ধে গ্রহণ করতে
তার কোন বাধা নাই । তা যদি না হোত, তার উপেক্ষা—তার
হতভর—তার প্রত্যাখ্যান যদি তার অন্তরের হোত ; তবে গত-
রাত্রের আমার নৈশ অভিসার, কাতর প্রেমভিক্ষা—রমার প্রতি
প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি সে কি এখন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত রাখতো !
রমার প্রেমপিপাসায় আততি দেবার জন্ত—রমার প্রাণের আকাজক্ষা
বর্জিত করবার জন্ত—পুরুষের স্বভাবোচিত গর্ক দেখিয়ে,—সে
সকলকে ডেকে ডেকে, আমার কলঙ্কের কথা, নারীহৃদয়ের
দুর্বলতা, ভাল করে শুনিয়ে দিত । তখন আমার আত্মহত্যা ভিন্ন
আর কি উপায় ছিল ? নরেন্দ্রের ভয় রমাকে—নরেন্দ্রের সঙ্কোচ
রমার জন্ত—নরেন্দ্রের বাধা পাছে রমা কসন্তুষ্ট হয়—নইলে সে
আমায় ভালবাসে—নিশ্চয় ভালবাসে । রমা—রমা—এখনও বলছি,
আমার পথের কণ্টক হোলনি—আমার বড় সাধের প্রণয় স্রোতে
বাধা দিসনি—দলিতা কণিনীর সদ্যোনিঃসৃত হলহল স্বচ্ছাঙ্গ গলার
ঢালিসনি । আমার সামগ্রী আমায় ফিরিয়ে দে—আমার নরেন্দ্রকে
আমার বুকে তুলে দে । আমি ভগবান্কে ডেকে তাঁর মঙ্গলকামনা
করে, আমার সর্বস্বদ্রব্যকে হৃদয়ে ধরে দেশান্তরে চলে যাই । জন-

মানবদামগশূল, নির্জিন শান্তিপূর্ব পরিত্যক্ত হয়ে দৃষ্টিতে রাজারণী
হয়ে, প্রেমের রাজ্য পেতে—মনের আনন্দ দিনযাপন করি : না—
না—রমা, তা তুমি পারবে না—যে নরেন্দ্রকে দেখেছে, নরেন্দ্রের
প্রেমে যে মজেছে—সেকি তাকে ভুলতে পারে? তার আশা
বিসর্জন দিতে পারে? আমি দিই জি, রমা স্বামী ত্যাগ করবে,
সংসার ভাসিয়ে দেবে, কলঙ্ক পসরা মাথায় তুলে নেবে, তবু
নরেন্দ্রকে ছাড়তে পারবে না, নরেন্দ্রের মোহ ভুলতে পারবে না।
কিন্তু আমি তাকে ভোলাব,—আমি তাঁ নরেন্দ্রের আশা ছাড়াবো
—আমার নরেন্দ্রকে আমি বুকে চেপে ধরে রাখব। রমার সর্ব-
নাশ করব, তার সকল আশায় ছাই দেব। প্রয়োজন হয়—তার
ওর শোণিতে ওর্পণ করে আলাপ অবসান করব।

(মোহনের প্রবেশ।)

মোহন। (স্বগত) এঁ যে দিদিমণি আমার কাছে থেকে
দুড়িস মতন একবর্ণা হয়ে লটপট খাচ্ছেন। ওই লাটিও ক
দাঁও—খামা আর যাচ্ছে না বাবা। একটু রগড় করা যাক। পিরাতি-
বাজ মেয়ে মানুষকে নিয়ে একটু পুতুল নাচান যাক। কাজকর্ম
নেই, সমস্যা তো কাটাতে হবে। (প্রকাণ্ডে) দিদিমণি, একটা
কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম। মাতাজীতো নরেন্দ্র বাবুকে নিয়ে
অনেককণ বসবার করে ভেগেছেন—এখনও বসমুখো হোন না—
এর ব্যাপার কি?

বিলাস। একবার ভাসলে—কেউ কি আর বসমুখো হোতে
চায় মোহন।

মোহন। যা বলেছি দিদিমণি! আঁতের কথা টেনে বার

করেছ। একবার ভাসলে স্বরমুখো হতে কি আর প্রাণ চায় ?
তুমি এই বয়সে কবার ভেসেছ দিদিমণি ?

বিলাস। না বাবু ! আমি কখন ভাসিটামি নি !

মোহন। তবে বুঝি তুমি কেবল দাঁড় সাঁতারই দিয়ে এসেছ ?
তা যাক, কিন্তু মায়ীজীর কি আকৈল ! একটা জোয়ান পুরুষ-
মানুষের সঙ্গে যেখানে সেখানে বেড়াতে যাওয়া কোন্দেশী সভ্যতা
দিদিমণি ?

বিলাস। কি বোল্বে মোহন ! লজ্জায় আমি মরমে মরে
আছি ! ভেবে ভেবে আমার ক্যারারাম ভস্মে গেল।

মোহন। তাই বুঝি কেবল শিশি শিশি কুইনাইন খাও ?—
কিন্তু তাতেও বড় উপকার হবে না। তুমি কবিরাজী মকরন্দ
খাও—তাতে কাজ হ'তে পারে। রোগটা মজ্জাগত হয়েছে বলে
বোধ হয়।

বিলাস। আমার সঙ্গে যাবার জন্ত—নরেন্দ্রবাবু কত অনুরোধ
করেন—আমি সাক্ষ বলেছি “না”। অমন মেয়ে-শ্যাকড়া পুরুষ
মানুষের ছাওয়া মাড়াতে দুণা বোধ হয়।

মোহন। ছাওয়া মাড়ালে বামের ঘেরা বোধ হয়, তারা
কায় পোলে বড় আদর করে—। না দিদিমণি ! আমি কিন্তু এক-
খানা কেতাবে পড়েছি, একজন ছাওয়া চাইতো—কায়ো চাইতো !

বিলাস। তুমি কি বোলছ মোহন, আমি ঠিক বুঝতে
পারছি না।

মোহন। কেন দিদিমণি ! এর আর বোঝাবুঝি কি ? এতো
খুব সোজা-সুজি। তুমি যদি আমার দিকে হও,—আমি একদিন—
কল্কেতার বাবুটীকে আচ্ছা করে শিকা দিয়ে দি !

বিলাস । কেমন করে ?

মোহন । একদিন রাতে চুপিসাড়ে তোমার ঘরে ডেকে নিয়ে এসে, চোর বলে ধরিয়ে দিই ?

বিলাস । না—না—তা কোরবা মোহন ! একজন ভদ্র লোকের নামে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া উচিত নয় ।

মোহন । এইবারই তো সোলমেলে কথা কইছ দিদিমণি । যার ছাওয়া মাড়ালে ঘেঁষা বোধ হয়,—লোকে তাকে চোরই বলুক, আর কাঁসী কাঠেই লট্কে দিক্, তোমার মাথা ব্যাথায় দরকার কি ?

বিলাস । আমাদের সমাজে মিথ্যা কথা কওয়া মহাপাপ ।

মোহন । ছুনিয়ায় এমন মহাপুরুষ দেখতে পাই না, যিনি দরকার হলে মিছে কথা না কয়েছেন ! তুমি আমি তো কোন ছায় ! ভগবানের দিকে চেয়ে বসতে পার দিদিমণি, কখনও মিছে কথা কওনি ? এই যে এতগুলো কথা আমার সঙ্গে কইলে, এর ভেতর ক' আনা সত্য, আর ক' আনা মিথ্যা,—একবার বুকে হাত দিয়ে বল দেখি ! আচ্ছা ও রকম করে এক না করতে চাও, আর এক উপায় আছে !

বিলাস । —কি—কি ?

মোহন । আমার কাছে এক রকম জলপড়া আছে, দুমত পুরুষ মানুষ কি মেয়ে মানুষের চোখে ছিটিয়ে দিলে, তাকে আজন্ম ভেড়ুরা হয়ে থাকতেই হবে । নরেন্দ্র বাবু যখন ঘুমিয়ে থাকবেন, সেই সময় কোঁটাকতক তাঁর চোখের উপর টেলে দিতে পার ? তোমার সোলাম হয়ে পাবে পায়ে ফিরবে ।

বিলাস । তাতে আমার লাভ ?

মোহন। মিনি পরসায় চাকর রাখতে পারবে—মাইনে পত্ত দিতে হবে না। খালি হুটী হুটী পাতেয় এঁটো ভাত দিও—তাকে আর পরচ কি ?

বিলাস। আমার দরকার নেই—তুমি বরং একদিন চেষ্টা করে দেখ।

মোহন। আমি পুরুষ মানুষ,—পুরুষ গোলাম রেখে—আমার ও ডায়ে আসবে না শেখটা কি হুজনে চিড়িয়াখানায় ভেতর গিয়ে বোস্বে ?

(মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহিনী। এই যে দিদিমণি। এই যে মোহন! আর একটু হলেই আমাদের সর্বনাশ হয়েছিল আর কি? স্নেহের সংসারে কান্নার ঝোল উঠেছিল আর কি? মনিব মহাশয় ফিরে এলে আমরা কি আর কালামুখ খোঁতে পারতাম!

মোহন। কেন? কেন? কি হয়েছে?

মোহিনী। আর বোলব কি? আমার ডাক ছেড়ে কাঁপতে বৈচ্ছে হচ্ছে, আমার বুকের ভেতর গুরু গুরু কচ্ছে। শুনে অবধি আমাতে কি আর আমি আছি?

বিলাস। কি হয়েছে মোহিনী।

মোহিনী। মাস্ত্রীজী—নরেন্দ্র বাবুকে নিয়ে বজরা করে—সমুদ্রে বেড়াতে গিয়েছিলেন নয়? মাঝ দরিদ্রাঘ গিয়ে, বজরার ছাদ থেকে নাথতে নাথতে—পা পিছনে একেবারে অগাধ জলে—

বিলাস। কে—কে—পড়ে গেছেন?

মোহিনী। মাফিনী—আর কে ?

মোহন। কি নরনাশ। তারপর—তারপর—

মোহিনী। তারপর—অনেক কষ্টে নরেন্দ্র বাবু তাঁকে উদ্ধার করেছেন।

বিনাস। (স্বপ্নত) মগো না ? ডুবলো যদি, তবে আবার বাঁচলো কেন ? নরেন্দ্র ! পৃথিবীতে তেঁমার কি অল্প কোন কাজ ছিল না ? একজন বিবাহিতা রমণীর অন্তঃস্পর্শ-লালসা সংযম করতে পারলে না ? ছি ছি ধিকৃ তেমায়ে !

মোহন। তাঁরা এখন কোথায় ? বাণী ফিরেছেন কি ?

মোহিনী। ই! এই মাত্র এসেছেন। ভিজে কাপড় ছাড়তে গেছেন—এখনই এখানে অসুবেদ। মাথোজীর মুখেই ত এই সব সর্বশেষে কথা আমি শুনেছি।

মোহন। দেখলে দিদিমাণ—কেবল ভাসুলে হত না—তোমার মতন দাঁড়-সাঁতার জ্ঞান চাই ! নইলে এই রকম প্যাঁচে পড়তে হবে।

মোহিনী। চুপ কর—মাগিজী, আর নরেন্দ্র বাবু গ্রন্থিকে আনুচ্ছেন।

(রমা বাই ও নরেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমা —বিনাস ! আমার বিপদের কথা শুনেছ ? আজ, আর একটু হলেই রমার নাম এ পৃথিবী হতে মুছে যেত। এ জন্মে আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত না। রও সাহেব এসে, শূলু বরাপে কতই দুঃখ প্রকাশ করতেন। ভূমিও না জানি কতই কাঁদতে। নরেন্দ্র বাবু নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমায়

উদ্ধার করেছে। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন বীর পুরুষ আমি কখন দেখিনি। আমরা সকলেই ঐ বিহীন চিত্রাটিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণে আবদ্ধ থাকব।

বিলাস। নিশ্চয়—নিশ্চয়—তার আর বন্দন কি ?

মোহন। সন্দেহ এমত আছে দ্বিবিমলি সেটা তোমার আর এক সময় বুঝিয়ে দেব। আজ আমাদের দিন, এখন আর কথা বাড়ানোতে দরকার নেই।

নরেন্দ্র। মানুষের যা কর্তব্য—তাই আমি করেছি, এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এত ছড়াছড়ি কেন! এ কেবল আমার লজ্জা দেওয়া মাত্র !

মোহিনী। মায়ীদেবী—আজ বড় সুখের দিন—আমরা একটু আমোদ আহ্বান করব। নরেন্দ্র বাবুকে নতুন রকম মারহাটি নাচ দেখাব।

রমা। বেশ ত ! নরেন্দ্র বাবু, এতে বোধ হয়, আপনার কোন আপত্তি নাই ?

নরেন্দ্র। কিছু মাত্র নয়।

বিলাস। (স্বগত) নাচ গান আরম্ভ হলেই, আমি চুপি চুপি সরে যাব। এ উৎসব—এ উল্লাস—বাজের চেয়েও আমার বুকে বাজছে।

মোহন। তবে অনুমতি হরতো আমরা আরম্ভ করি !

নরেন্দ্র। এখনই—শান্ত্রে আছে “শুভম্ভ নীত্রং”—

(সহচরীগণের প্রবেশ।)

গীত।

ছুটে প্রাণ ঐ চলেছে কচি পাতার মিলি, বডে।

বিমনা মন বুঝি সই ফুলের কলি বুকে পেরে

কিলো সই পাখীর তানে, ভাব বুঝে ভাব আনি প্রাণে
বড় সাধ তারার মালায় আকাশ হতে ছিঁড়ে দিতে ।
ট দের পানে চেয়ে চেয়ে, উধাও হয়ে বাইলো খেয়ে
বুকের বঁধুর পায়ে প্রেমের দায়ে লুটিয়ে দিতে ।

ষষ্ঠ দৃষ্ট ।

ভক্ত:পূরুষ উদ্যানের এক প্রান্ত ।

(বিলাসবতীর প্রবেশ ।)

গীত ।

রমণী জনম লয়ে বিফলে গোঁয়াইলু ।
সাধে সাধিল বিধি বান
হাহা । পোড়া আঁধি কি রূপ নিরখি,
যোর ষটালি পরমানন্দ ।
সাধ সংগরে উলি, তুলিয়া পরাণ তুলি
আঁকিলু মুরতি বুকে যার—
ধীরে ধীরে তেঁরে চরণে বলিত করে
অভিলাষী দাসী তবু তর—
নিলাজ জীবনে ছিছি, কিছু না রহিল থাকী
আশা পিয়াসা অবসাদ ॥

বিলাস । (স্বগত) কি করি ? কোথায় যাই ? বাচুতেও
ইচ্ছা হয় না, মরুতেও ইচ্ছা হয় না । চকে নিজা নাই,—আহারে

কৃষ্টি নাই,—প্রাণে শাস্তি নাই। অন্তরে অগ্নি—হৃদয়ে অগ্নি—
 নয়নে অগ্নি—দেহের প্রতি রক্তে রক্তে অগ্নি। দীপ্ত শিখায় পুড়ে
 পুড়ে মরছে! বানবিক্র রিপার ছায়া ছুঁ-কুঁ কাচ্ছ। তবুও
 মরতে পারছি না। এ আমার কি দোষ? কি পাপে আমার এ
 শাস্তি? কে আমার মুক্তক—কে আমার বন্ধু—কে আমার হিতৈষী
 —আমায় আত্মবিশ্বাস দাও, নচেৎ আমি উন্মাদ হব। মরতে
 এখনই পারি, জীবনের সমস্ত আমার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু এ অতৃপ্ত
 প্রতিহিংসার পৈশাচিক প্ররুনি স্বপ্নে পোষণ করে মরেও ত আমি
 নিশ্চিন্ত হতে পারব না। মরক—মরকের ভয় আমি করি না।
 নরেন্দ্রকে পেলে মরক আমার স্বর্গ। সেখানে গিয়েও যদি জুড়তে
 না পাই,—তবে কি সুখে মরব? কি আশায় এ মাথার মুকুট
 আর এক সম্রাটনীর মাথায় পরিবে দেব? তা হবে না—মরা
 হবে না—রমাকে না মেয়ে মরা হবে না। রমা—রমা—নরেন্দ্রকে
 তুমি পাবে না—নরেন্দ্র তোমার হবে না! হয় তুমি মরবে—না
 হয় আমি মরব। তার পর যার সাধ্য হয়,—সে তার বিলাসের
 সামগ্রী উপভোগ করবে! (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কে ওরা
 এই নীরব নিশীথে নির্বড় অন্ধকারে—প্রেতমূর্তির ছায়া—কে
 ওরা? চুপি চুপি কথা কইছে, নিশ্চয়ই কোন কু অভিনয়
 আছে। বোধ হয় ডাকাতের দল—এই দিকে আসছে। আমার
 দেখতে পারিনি। একটু অন্তরালে থাকি।

(অন্তরালে অবস্থান ও দৃশ্যপর্বে প্রবেশ।)

১ম দৃশ্য। আমি বাড়ীর চারি দিক ঘুরে এলুম—উঠবার
 সুবিধা ত কোথাও দেখলুম না। এখন কি করা যায়?

২য় দম্ভ্য। একখানা দশ পনের হাত মই পেলে আমি সুবিধা করতে পারি।

৩য় দম্ভ্য। দূর শালা—এত রাজে কি এ কাজ হয়? এখন মই পাঠ কোথা?

৪র্থ দম্ভ্য। ঠিক বলেছিস—ভোরের সময় হোলে, গ্যাস নিবুতে বেরিয়েছি বলে, মই ঝাড়ে করে আসা যেত।

১ম দম্ভ্য। তবে এখন কি করবি? পায়ে পায়ে ফিরবি না কি?

২য় দম্ভ্য। কিন্তু এমন সুবিধা আর হবে না—রাও সাহেব এখন বাড়ী নেই। এট কুরসতে কাজটা সাফ হাঁসিল করে নেওয়া যেত।

৩য় দম্ভ্য। আচ্ছা,—কাঁধাকাঁধি করে উঠলে হয় না?

৪র্থ দম্ভ্য। চাব তলাব ওপর হয়—এই ক'জনে কাঁধাকাঁধি করে কি নাগাল পানো?

১ম দম্ভ্য। তবে আজ ফেরা থাক্ চল। কাল সব রকম তোড় জোড় সঙ্গে করে আনি যাবে।

(বিলাসবতীর প্রবেশ)

বিলাস। কোন ভর নেই—আমি তোমাদের দরজা খুলে দেব, কিন্তু আমার একটা উপকার করতে হবে। (দম্ভ্যগণের পলায়নোদ্ভোগ) যেও না—যেও না—আমার কথা শোন। আমি তোমাদের বন্ধু—শত্রু নই—আমার ব্যবসাস কর। তোমাদেরও কার্যসিদ্ধ হবে—আর সঙ্গে সঙ্গে আমারও উদ্দেশ্য সফল হবে। আবার বলছি—সন্দেহ কোর না—আমি তোমাদের সহায়। পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাব—বহুমূল্য রত্ন অলঙ্কার যেখানে যা আছে, সব দেখিয়ে
দেব—কে'ন ভয় কোর'না ।

১ম দম্ভ্য । তোমার কাজ কি কন্তে হবে অ'পে'ওনি ।

বিলাস । গৃহকর্ত্তীকে ধুন করে বেতে হবে । আরও যাকে
ইচ্ছা ধুন করে—বথাসর্ব্বত্র নিয়ে যাও—তাতে আমার কোন বাধা
নাই—কিন্তু এই বাড়ীতে একটি বাঙ্গালী সুখ আছে, তাকে নিরা-
পদে ছেড়ে দিতে হবে । আমি কেবল তাকে সঙ্গে নিয়ে, এ বাড়ী
ত্যাগ করে চলে যাব । এ ছাড়া আমি আর কিছুই প্রত্যাশা
রাখি না ।

১ম দম্ভ্য । সে তোমার কে হয় ?

বিলাস । সে আমার সর্ব্বত্র !—আমার স্বামী !—আমার দেবতা
—আমার গুরু—আমার জীবন—আমার মরণ ।

২য় দম্ভ্য । সর্দার, বোকা গেছে । এর ভিতরে আসনায়ের
গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে । একে আমরা বিশ্বাস করতে পারি । এর
কাছে আমাদের ঠকতে হবে না ।

১ম দম্ভ্য । তুই চুপ কর । (বিলাসবতীর প্রতি) আচ্ছা তাই
হবে, কিন্তু আমরা সদর দরজা দিয়ে যাব না—তুমি পিছনের দরজা
আমাদের ধুলে যাও ।

বিলাস । তাই আছে । তোমরা আমার পিছনে পিছনে
এস,—ধুব সাবধানে—অতি ধীরে—অতি সতর্পণে—অতি সতর্ক-
তার পা ফেলো । কেউ না জানতে পারে, কেউ না বুঝতে পারে ।
অন্ধকার—অকাশে অন্ধকার—আমার হৃদয়ে অন্ধকার—চারি দিকে
অন্ধকার—পাপকাণ্ড সাধনের এই উপযুক্ত অবসর । এস—
চলে এস—

[সকলের প্রস্থান ।]

তৃতীয় অঙ্ক ।



প্রথম দৃশ্য ।



নরেন্দ্রের শয়নকক্ষ ।

(নরেন্দ্র নিমিত্ত, বিলাসবতীর প্রবেশ ।)

বিলাস । (নরেন্দ্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া) ওঠ ওঠ, ঘুমোবার সময় ঢের পাবে । শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করে চলে এস । আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করলে, এ স্থানের ঘুম কালনিজ্যায় পরিণত হবে । বড় বিপদ !

নরেন্দ্র । কি ! কি ! কি হয়েছে ?

বিলাস । আর কথার সময় নেই । চকের পলক ফেলতে বড়টুকু অবসর, সে সময় নষ্ট হলেও আমাদের জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব । ছুটে চলে এস—আমার সঙ্গে সঙ্গে এস—কোন কথা অজ্ঞানতা কোর না । মন্ত্রমুগ্ধের দ্বারা আমার ছায়ার অনুসরণ কর । এই মুঠেপুঠী-ভরা সূক্ষ্ম অট্টালিকা মন্ত্রমুগ্ধের করুণ চৌকারে এখনই পূর্ণ হবে । কাতর প্রতিধ্বনি প্রতি কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত হয়ে জীবনের সুসার শুক করে দেবে ।

নরেন্দ্র । এ আবার কি রহস্য ! ছলনাঘটিত ! আবার কি খেলা খেলতে এমেছ ? কিসের বিপদ ? আমাদের জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব—এ কথা কেন বলছ !

বিলাস। শুনবে ? বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। একজন নয়—হুজুন নয়—অস্তুতঃ কুড়িজন—সকলেই মশগু। সমুখবর্তী হওয়া দূরে থাকুক, আকৃতি দেখলেই মৃচ্ছিত হতে হয়।

নরেন্দ্র। তারা বাড়ীর ভিতর ঢুকেছে ? দরোয়ানেরা বাধা দিতে পারলে না ?

বিলাস। খেঁটার ত্রুটি হয়নি। সকলেই প্রাণপণ করেছিল, কিন্তু বিফল প্রয়াস। আমি স্বচক্ষে দেখলুম—দেউড়িতে রক্তের টেউ দেখেছি।

নরেন্দ্র। কি সঙ্কীর্ণাশ! দহাদল এখন কোথায়, তাদের চীৎকার শুনিছি না কেন ?

বিলাস। তারা প্রথম আমার ঘরে ঢুকে ছিল। আমরা বাড়ার কতী মনে করে আমার কাছে চানি চায়—আমি দলপাতর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বললুম—আমি কতী নই, আমার সঙ্গে এস, গৃহকত্রীর শয়নগৃহ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তার পর তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে, চখে চখে তাদের কি ইসারা হয়ে গেল। শেষে আমার প্রস্তাবে সন্মত হয়ে আমার জীবন দান করলে। আমি বরাবর তাদের রমার ঘরে নিয়ে গেলুম, তারা ঢুকলো, ভিতর দিক্‌থেকে দরজা বন্ধ করলে, তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে নক্ষত্রের মত ছুটে তোমার কাছে এসেছি।

নরেন্দ্র। ছি ছি ছি! তুমি এমন! এতদিন যার আশ্রয়ে পরম আদরে রয়েছ—যিনি তোমায় ভগিনীর অধিক স্নেহ করেন, যার সহনশীলতার ঋণ তুমি এ জীবনে পরিশোধ করতে পারবে না, তাঁর শয়নগৃহ তুমি দহাদলকে দেখিয়ে দিয়ে এলে ? নিজের তুচ্ছ প্রাণ নয় যেতোই। এতই কি তার মমতা ?

বিলাস । আমি নিজের প্রাণের মমতা কিছুমাত্র রাখি না ।
তোমায় বঁচাবার জন্যে আমার এই কৌশল । তুমি প্রাণহীন
পক্ষম নির্মূৰ্ণ নির্দয় তুমি কি ত বুঝবে ।

নরেন্দ্র । খুব বুঝেছি । এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার
উত্তর দাও । রাও সাহেবের বন্দুক তরোয়াল হলো কেন খরে
থাকে জন ?

বিলাস । কেন ? বন্দুক তরোয়ালে কি হবে ?

নরেন্দ্র । যেমন করে পারি—আমাকে বক্ষা করব । রাও
সাহেবের নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । তিনি আমার উপর আমার
রক্ষার ভার দিয়ে কাশ্মীর যাত্রা করেছেন । পারি না পারি অন্ততঃ
চেষ্টা করে দেখব ।

বিলাস । কুড়ি জন ডাকাতের সঙ্গে তুমি একলা লড়াই করব ?

নরেন্দ্র । নিশ্চয় ।

বিলাস । পরিণাম কি : একবার ভাবছো কি ?

নরেন্দ্র । পরিণাম—মৃত্যু । তার চেয়ে আর তো কিছু নয় ।

বিলাস । ও কথা বোল না নরেন্দ্র । আমার কাছে ও গুরু
করো না । আমিও বাঙ্গালী ! বাঙ্গালীর পক্ষে জীবন তুচ্ছ—
কোনো মুখে বলতে সাজা হ'লেও অন্তরে তার বিষম ভাব ।
রমায় জনশ্রুতির দাবাব জঙ্গ ও মরণ যেকবের কাছে তার কাছে
দেখিও ।

নরেন্দ্র । তোমার এখনই দেবো : (প্রত্যানোদ্যত)

বিলাস । কোথায় যাও ! নতাই কি তুমি প্রাণের মায়া কর না !

নরেন্দ্র । একটুও না ।

বিলাস । তবে আমিই তুমি বুঝেছিলাম । নইলে একমুদ্র

উপযাটিকা হৃদয়োর প্রাণ-ভরা প্রেম তুমি কি এমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতে ? আমার কথা শোন, সাধ করে মরণকে ডেকে আনবার সময় এখনও তোমার হয়নি। সে যে কি আঘাত, তা তুমি জান না। ঐশ্বর করুন, ভেদেও কাজ নেই। মরণে কি আমিও পারি না ? দলিতা কবিনী আমি, মৃত্যু তো আমার খেলার সঙ্গিনী। আর নতুন করেই বা মরবো কি ? আমি তো অনেক দিনই মরেছি—তুমিই তার মূল, কিন্তু তবু তোমার ভাল বাসি—তবু তোমার দাসী। তোমার পাণের কাঁটা জোলবার জন্য বৃকের শির ছিঁড়ে দিতে পারি। আমি নৈচেছি—তোমায় বাঁচাবার জন্য ; আমি এসেছি—তোমার উদ্ধারের জন্য। আমার একদিন স্থখী কর। আমার বেশী আকিঞ্চন নাই—একদিন একটা মুহূর্ত মাত্র—আদর করে বিলাস বলে ডেকে আমার বৃকে তুলে নাও। তার পর যে কোন ভীষণ বিষ, তুমি হাতে করে তুলে দাও, আমি হাস্তে হাস্তে তখনই তা গলায় ঢেলে দেবো। তোমার পায়ে মাথা রেখে চির-নিজার ঘুমিয়ে পড়ে দেখাবো—মরণ আমার পক্ষেও কেমন তৃচ্ছ !

নেপথ্যে রমা। রক্ষা কর—রক্ষা কর—কে আছ দস্যুর আক্রমণ হতে আমার রক্ষা কর।

বিলাস। সর্বনাশ হোল। সর্বনাশ হোল। ঐ রমার কর্তৃদ্বন্দ্ব ! ঐ তার কল্প চৌকর শব্দ এই নিকে এগিয়ে আসছে। এস—এস—ছুটে চলে এস—আর মুখ চাইবার সময় নেই—(বেগে রমার ও তৎপতাৎ দস্যুদলপতির ছুরিকা-হস্তে প্রবেশ ও বিলাসের ক্ষত প্রস্থান)

রমা। নরেন্দ্র বাবু আমার বাঁচান—দস্যুর হাত হতে আমার উদ্ধার করুন। (নরেন্দ্রের শব্দ্যার পর পড়ন।)

নরেন্দ্র । সাবধান পিশাচ ! আর এক পা অগ্রসর হলে হয়
তুই মরবি, না হয় আমি মরব।

দম্যপতি । বটে ! ভেতো বাজালীর এত সাংস ! তবে
জোড়া খুনই হোক, রক্ত খানিকটা বেশ করে গড়াক। (উভয়ে
বৃন্দ, ইত্যবসরে রমার গৃহ হইতে ক্ষণে প্রস্থান) তুমি
বাজাণা বটে, কিন্তু তোমার সাহসকে বলহারি। কাঁ করে
ছুরি শুক হাতটাকে ধরে ফেলেছ, এতেই বুঝি প্যাচ ট্যাচ
বেশ ভাল।

নরেন্দ্র । যদি ভাল চাও ছুরিখানা মাটিতে ফেলে দাও ;
মইলে তোমার নিজস্ব নাই।

দম্যপতি । বটে ! এত দূর—এত দূর বুকের পাটা ! তবে
দেখা বাহু—কে মরে কে থাকে !

(পক্ষাৎ দিক হইতে বন্দুক হতে রমার প্রবেশ ও দম্যপতিকে লক্ষ্য
করিয়া গুলি চালায়।)

নরেন্দ্র । তুমি তুমি রমা ! তোমার এত সাহস ! একি সত্য
বটনা ? না আমি স্বপ্ন দেখছি। কোথা থেকে কি হয়ে গেল,
আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

রমা । তোমার কবার উত্তর পরে দোব। দস্যুর হাত থেকে
ছুরিখানা আগে কেড়ে নাও। যদি একটুও বাধা দেবার চেষ্টা
করে, এই নাও বন্দুক, মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ো আর মমতার
প্রয়োজন নাই।

দম্যপতি । নানা—মেরো না, আমার মেরো না। এই নাও—
ছুরি নাও। (ছুরিকা নিক্ষেপ)

(যেহে মোহন মোহিনীর প্রবেশ।)

উভয়ে। মাইজী কোথায় ? মাইজী কোথায় ?

রমা। ভয় নেই—ভয় নেই—এই যে আমি।

মোহন। আঃ বাঁচলেম বাঁচলেম। ভগবান্। আজ বড় মুখ
রক্ষা কবেছ।

মোহিনী। মাটিপো! আশ্ব মে কি সর্বনাশ হতে বসেছিল,
তা আ কি বলব! ইংরেজের মুখকে যে এমন ডাকাতি হতে পারে
তার কে জানতো? এত পুলিশ পাগারার ছড়াছড়ি—এত আইন
কানূনের কড়াকড়ি—সব ফাঁক! কেবল নিরীহ লোক জনের উপরই
হাঁক ডাক। কেবল নূতন নূতন শেখ পাও, আর ঘরে বসে বসে
মার খাও।

নবেল। আর আর দস্যুরা কোথায়? তারা এখন কি কচ্ছে?

মোহন। তাদের সকলের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নেওয়া গেছে,
তারা এখন বন্দী অবস্থায় রয়েব ভিতর আছে

নবেল। সেকি! কি কবে তাদের বন্দী করলে? মোহন!
তুমি কি বিদ্রোহ করছ?

মোহন। বাবুজী। বিদ্রোহের কি এই সময়? চুন্সুকে বট-
নাটা শুধুন—তা হ'লেই বুঝতে পারবেন। যখন টের পেলুম,
বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, তখন মোহিনী আর আমি সহচরীদের
সঙ্গে নিয়ে, এক একটা বালুক হাতে করে, চুপি চুপ মাইজীর
ঘরের দিকে গেলুম। দেখলুম, ভিতর থেকে দরজা খোঁটা! তাড়া-
তাড়ি বাইরে থেকে শিকল আটকে দিলুম। আর জানালা দিয়ে
টুকি পেড়ে দেখলুম ঘরে মাইজী নেই। ডাকাতগুলো লোহার
সিন্দুরে মা দিচ্ছে। তখনই গোটাকতক ফাঁকা আওয়াজ কর-

লুম। তারপর আল্লার গরাদেব ভিতর দিগে একেবারে সাত আটটা বন্দকের মুখ ডাকাতের দিকে চালিয়ে বলুম—হয় অস্ত্র শত্রু গুলি বাবর হুপুত্র হয় আমাদের হাতে তুলে দাও, নহণ এই গুলি ছাড়লুম। সব ব্যাটা আঁতকে উঠলো। একটু এদিক্ ওদিক্ করে, যার যা অস্ত্র শত্রু ছিল, জননা গুলিয়ে আমাদের হাতে দিলে। তারপর আর আমাদের পায় কে। শিকল খুপে ধরে ধরে বরষ ভিতর ঢুকে পড়লুম। মোটা মোটা দড়ি দিয়ে সব ব্যাটার হাত কডাকড় করে বেঁধে ফেলা গেল। সে ব্যাটারা তখন ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলে কাহুতি মিনতি করতে লাগল। আমি আর মোহিনী মাইজীকে খোজনার জন্ত আপনাবু ঘণে দিকে চলে এলুম। সহচরীদের জিম্মে তাদের দিগে এলুম।

নরেন্দ্র। মোহন, তুমি যথার্থই ধীর পটে।

মোহিনী। আর আমরা বুঝি কিছু নয়? তুমি বাবু বাঙ্গালী, মহারাজী মেয়েদের গায়ের জোর কি জানবে? আমরা এক এক আছাড়ে গোটা পাঁচ ছয় বাঙ্গালীকে ঝাল করে দিতে পারি।

রমা। বাঙ্গালীর নিন্দে করিস্নে মোহিনি! নরেন্দ্র বাবুর বীরবেষ্ট আজ আমি জীবন পেয়েছি, নইলে ভোরা এনে কি আমার জীবিত দেখতে পেতিস্ন?

মোহন। দিগি-ঠাকুরপ কোথায়? তিনি কি ডাকাতদের আওয়াজ শুনেই রাড়ী ছাড়া হয়েছেন নাকি?

রমা। চল মোহন, খুঁজে দেখি। তার যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

দম্যুপতি । শোন—শোন—সে বাজানীর মেয়েটির কথা বলেছ ? তাকে বিশ্বাস কোরনা, সে তোমাদের পরম শত্রু—সেই সকল অনর্থের মূল । সেই আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়ে আকাশের চাঁদ হাতে নিয়ে বিড়ম্বিত করছে। খুলে বাড়ির ভিতর এনে ঢুকিয়ে ছিল সে বলেছিল, গৃহকর্তাকে খুন করতে হবে আর—আর— ।

নরেন্দ্র । বুকেছি ! রমা শুনে তো ? তোমার প্রিয় সহচরী কি ক'মনা ছিল, শুনুলে তো ? এইবার হতে সাবধান হও, আর কখন কারকে বিশ্বাস কোর না ।

মোহিনী । সে গেল কোথায় ? একবার পেলে হয় । এই বন্ধু তব্ব নাকের ওপর ছাড়বো ।

মোহন । সে কি আর আছে ? সে এতক্ষণ কেনেরিকেভের ভিতর ঢুকে—বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে আলাপ—চারি করছে ।

রমা । সে ষাই হ'ক—আমি তাকে ভগিনীর মত ভালবাসি, তার কথা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি কো না মোহন ! তুমি এখন এক কাজ কর—এই দম্যুপতিকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও, চিকিৎসা হলে, এর বীচবার সম্ভাবনা খুবই আছে ।

দম্যুপতি । না—না, আমার হাঁসপাতালে পাঠিও না । আমার ধরবে—জেলে বেবে—বীপান্তরে পাঠাবে । আমি এই ধানেই মরব । তুমি আমার মা—আমার এই অনুসোধ রাখো ।

রমা । তোমার কোন ভয় নাই । তুমি সত্য কথা বলেছ, নরল প্রাণে সকল দোষ স্বীকার করেছে, আমি ও তোমার মার্জনা করবুম । তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার পুলিশের হাতে দোষ না । আমরা মহারাষ্ট্র বন্দী—স্বাধীন । সংসার ও ক'মা শুণ আমাদের আত্মীয় ধর্ম :
(চেপে কোলাহল ।)

নরেন্দ্র। কি—কি! আবার কি হোল?

মোহন। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ভয় নেই—ডাকাতের দলকে পাকড়াও করে সহচরীরা এদিকে আসছে।

(বন্দুক হস্তে সহচরীগণের প্রত্যেক এক একজন দস্যুপতিকে ধরিয়া প্রবেশ।)

গীত।

কইবি যদি একটী কথা, শুন্নি কেবল আওয়াজ শুদ্ধুম।

বাজের মতন বাজবে গারে, পড়বি ভুঁয়ে অমনি শুদ্ধুম।

সববে না ক মুখে রা,

হবে যা কি বুঝচো তা,

ধাঁ ধাঁ ধা চলবে শুধু ডাকাত মারার বেজার ধুম।

করুনি যেমন তেমনি ফল,

আশার বাসা রসাতল,

খোঁচায় ছুরি বিধলো বুকে টেরটা পেলি বেমানুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মালবার হিল-উপরিস্থ বাটী।

(বিবনাতের প্রবেশ।)

বিব। অসম্ভব! অসম্ভব! রমা অবিবাহিতা। আমার লক্ষী-
স্বরূপিনী, সাধিজী রূপিনী নরনান্দকারিনী সহধর্মিণী ব্যাতিচারিণী

আমার জীবনের জীবন্ত প্রাতিমা, কল্পনার কমনীয় কল্পনতা-কামনার পবিত্র স্বর্গ, বাসনার সর্বোচ্চ সোপান, রমা কলঙ্কিনী! না—না, এ বিশ্বাস মনে স্থান দেব না। যদি এ সংবাদ সত্য হয়—অতি কঠোর সত্য—প্রাণস্বাতী সত্য :—এ সত্য অপেক্ষা সহস্র মিথ্যা আমার মঙ্গলপ্রদ। যদি এ সত্য একবার জ্ঞানয়ে বদ্ধমূল হয়—তা হলে এ বিরাট বিশ্বের অতি সন্ধ্যার স্থানেও বিশ্বনাথের আশ্রয় নাই। এমন স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমি, বহুদিনের বহুযত্নের সজ্জিত সংসার—কত আশার, কত আকাঙ্ক্ষার মহাকাণ্ডে জীবনের আদর্শ আতিথ্য ব্রহ্মসকল ইঞ্জলি যাবে, এমন চন্দ্র-নক্ষত্র-খচিত সুন্দর আকাশ, এমন শস্য জামলা মেদিনীব—সঙ্গমোন্মত-কারিণী শোভা, এত সুপের এত সাধের মনবন্ধন, পবিত্রাত্ম অভিনেতার শেষ মর্শ্মভেদী কাতরোক্তির জ্বালা, যবনিকার শব্দরালে চিরজন্মের মডন মিলিয়ে যাবে। কেন আমি মুখের জ্বালা ও পরীক্ষার খেলা খেলতে পেছলুম, কেন আমি বঙ্গদেশের বাঙ্গালী বন্ধুকে স্ত্রী-স্বাধীনতার উচ্চ কর্তব্য কোথাবার প্রয়াস পেয়েছিলাম। হেচ্ছায় সুখের সংসার ছারখার করবার জন্ত কেন এ অনর্থের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলাম। রমা অসতী! রমা কলঙ্কিনী। রমা ব্যভিচারিণী! না—না, অসম্ভব, অসম্ভব। কে এ পত্র লিখলে! আমার প্রাণের সুখশান্তি কেড়ে নেবার জন্ত কে এ চাতুরী করলে! সন্ধ্যাকাল-সর্গের ভীষণ কালকূটে জর্জরিত করবাব জন্ত বন্ধু-ভ্রাতার পত্রের আবরণে কে এ সর্বনাশী সামগ্রী পাঠিয়ে দিলে। নিশ্চয় এ ছদ্মবেশী শত্রুর ছল।

(বিলাসবতীর প্রবেশ)

বিলাস। এ ছদ্মবেশী শত্রুর ছল নয়, রাও সাহেব। আপ-

নার শুভাশুখ্যায়ী সত্যবাদী সরল হৃদয় সুস্থপ্রেরিত কঠোর
সত্য সংবাদ।

বিধ। কে ও বিলাসবত্তি! রজনীর এই গভীর নিস্তব্ধতা
ভঙ্গ করে, প্রকৃতির এই সুযুগ্ত অবস্থায় কন্ঠাঘাত করে, এমন
সুন্দর শোভাময় সুসমাপ্ত নিদ্রিত সংসারকে জাগরিত করে,
ভীষণ দর্শন নিশাচরীর স্তায় কোথা হতে তুমি উদয় হন?

বিলাস। রাও সাহেব ক্ষমা করবেন। মনোভিত্তিক বস্তুধায়
আপনার গৃহ পরিত্যাগ করে এসেছি, আন্তরিক চূনায় আপনার
আশ্রয় ত্যাগ করেছি, ব্যভিচারের প্রবণ স্রোতে ক্ষুদ্র ভূণের স্তায়
ভাসতে ভাসতে আপনার চরণে এসে উপস্থিত হয়েছি।

বিধ। তবে তুমিই কি আমার পত্র লিখেছিলে? রমা অসতী,
বঙ্গদেশের বাঙ্গালী বন্ধু নরেন্দ্রনাথ ব্যভিচারী,—আমার পবিত্র
সংসার কলঙ্কিত—এ সংবাদ কি তুমিই পাঠিয়েছিলেন?

বিলাস। আপনি আমার কষ্টের স্তায় ভাবিবেন; আপনার
অবাচিত—অপরিমিত স্বর্গীয় স্নেহসুধায় এ ক্ষুদ্র জীবন বর্জিত,
আপনার পবিত্র পুণ্যময় স্নানার্থে আমার মলিন প্রাণ প্রক্ষুটিত।
আপনার সর্বনাশ হচ্ছে, আপনার সোণার সংসারে অগ্নয়ন হচ্ছে,
আপনার উদার বক্ষে বিলাসস্বাতকতার ছুঁড়ি আমূল বিদ্ধ হচ্ছে,
পিশাচ পিশাচীর তাত্ত্ব নৃত্যে আপনার শয়ন ঘন্থির কল্পিত হচ্ছে,
এ সকল চোখে দেখে আমি কতদিন ঠাণ্ডা থাকতে পারি, বলুন।
আমি ভক্ত মহিল', বালিকা বয়স হতে পবিত্র সংসর্গে লালিত,
অকৃতজ্ঞতার বিধাতা বায়ু, কখনও দেহে স্পর্শ করেনি। এখন
হয়েছে, ষোড়শ সামান্য বহুদূর চলে গেছে, আসক্তির প্রবল তরঙ্গ
উভয় কূল ছাপিয়ে উঠেছে, কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপন

নাকে নিদারুণ সংবাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। অনেক পূর্বে দিতেম, কিন্তু আপনি বোম্বাই পরিত্যাগ করে অল্প বেশ জাননি, এইখানেই ছিলেন, তা আমি জান্তেম না। যে মুহূর্ত্তে সংবাদ পেয়েছি সেই দণ্ডেই ছুটে এসেছি।

বিশ্ব। সব শুনলেম, সব বুঝলেম। বিলাসবতি! তোমার এ কুতজ্ঞতা-পূর্ণ পত্র অপেক্ষা—বহু অধিকতর কোমল, সাগরব্যাপী অগ্নির শীতলতা আরও অধিক, কলসর্পের সদ্যোনিঃসৃত হলাহল—আরও মিষ্ট। তোমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি করে জানলে, আমি বোম্বাই পরিত্যাগ করে কাশ্মীরে যাইনি, এইখানেই লুক্কায়িত আছি?

বিলাস। সে কথা আপনাকে এখন বলব না। আমার কাজের অনুরোধ—সে কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার বিনীত নিবেদন, সে তত্ত্ব অবগত হবার প্রস্তুত আপনি উৎসুক হবেন না। কেবলমাত্র এইটুকু জেনে রাখুন, আপনার কোন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত গত কল্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমুদ্র-তীরে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অনেক কৌশলে, অনেক বাক্য-বিতণ্ডার বহুবিধ চাতুরী অভিনয়ের পর আপনি যে বোম্বাই পরিত্যাগ করেননি, এ এদেশেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছেন, তা আমি জানতে পেরেছিলাম।

বিশ্ব। উত্তম! তুমি সুকৌশলী, সুচতুরা, বুদ্ধিমতী, তার আর সম্বোধন নাই। রমা অসতী, রমা কলকিনী, রমা ব্যাভিচারিণী, এত প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি আমার দিতে পার?

বিলাস। কেন পারবো না? আমার সঙ্গে আনুন, গোপনে আমার সহিত আপনার গৃহ প্রবেশ করুন, ঘৈর্যের কঠোর

বর্ষে হৃদয় আবরিত করুন, এক মুহূর্তের জন্য আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন, নীরব—নিথর—নিপুত্র রজনীতে—সেই পিশাচ-পিশাচীর নৈশ অভিসার দর্শন ক’রে—নিজের বক্তৃতা ভ্রম দূর করুন ; তার পর আমার প্রতি যেরূপ কর্তব্য বিবেচনা হয়, সেইরূপ করবেন । তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সঙ্গে রাখুন, মিথ্যাবাদী হই, তদ্বৎ আমায় বধ করবেন । আর যদি আমার কথা সত্য হয়, আপনার বিবেচনা অনুযায়ী কার্য করবেন ।

বিশ্ব । এ উত্তম প্রস্তাব ।

বিলাস । রাও সাহেব ! আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ, বহুদর্শী,—কিন্তু রমণীজগৎ কি উপাদানে গঠিত, সে শাস্ত্র তা আপনি পাঠ করেন’নি । নারীজগৎয়ের দুঃখলতা কত দূর অতল-স্পর্শী, তা হুটি করবার অবসর আজ পর্য্যন্ত আপনার হয়নি । স্ত্রীচারিত্র্য কিরূপ বিচিত্র, তা বোঝবার চেষ্টা আপনি কখন করেন নি । আমি রমণী হ’য়ে রমণীর আশ্রয়ের নীচতা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করছি । নিজের প্রণয়িনী যতই আদারিনী হ’ক, যতই সোহাগিনী হ’ক, যতই বিশ্বাসী হ’ক, অপরিচিত পুরুষের সাহিত একত্র গবস্থান, উৎসবে উল্লাসে বিলাসে যোগদান—উভয়ের সাম্মলনে হৃদয়ের আবরণ উন্মোচনে সুযোগ প্রদান, যেন কোন পুরুষ কোন দিন কোন মতে—না করে । রমণী যতই পবিত্রা হ’ক—যতই সচ্চরিত্রা হ’ক—যতই বিশ্বাসী হ’ক, সময়-সুযোগ-স্থান এই তিনের অভাব না হলে, পৃথিবীতে এমন কোন পাপকার্য্য নাই, আশ্চর্য্যের জন্য স্ত্রীলোকের দ্বারা অতি সহজে যা না সম্পন্ন হ’তে পারে ।

বিশ্ব । রমণী-চরিত্র ? তোমার অধুত বৈচিত্র্য । হি হি, কি

ভুলই বুঝেছিলাম ! আত্মঘাতী হ'বার জ্ঞান কি হীন কার্যেই
 হস্তক্ষেপ করেছিলাম ? স্ত্রীস্বাধীনতার উচ্চ প্রলোভনে প্রমোদিত
 হ'য়ে ক্লিষ্ট নিৰ্দয় ভাবে নিজের অনিষ্ট সাধন করেছিলাম !
 বিলাসবতি ! তোমায় আর কি বলব, তুমি আমার লভ্যমুখ্যায়ী বন্ধু
 বটে, কিন্তু তোমায় ছায় ছোঁয়তর শত্রুর সংসর্গে বোধ হয় এ
 জীবনে আর কখন আসিনি । কেন তোমার পিতার সহিত আমার
 বন্ধুত্ব হয়েছিল, কেন আমি বঙ্গদেশে গিয়ে তাঁর গৃহে অতিথি হয়ে-
 ছিলাম, কেন তোমার চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত
 বোম্বাইয়ে এনেছিলাম, রমায় সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে কেন তোমায়
 সাহায্য করেছিলাম, আমার সুখের সংসারে হাহাকার তোলবার
 জন্তে কেন এ বিষ-বুদ্ধির ঝোঁপ গৃহপ্রান্তরে রোপণ করে-
 ছিলাম, আমার চিরজীবনের চিরজন্মান্বিত পবিত্র বিশ্বা-
 সের উচ্চ সৌধচূড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করবার জন্ত কেন তোমায়
 আমার গৃহে স্থান দিখেছিলাম । মহারাষ্ট্র-জীবনের
 সর্বোচ্চ সাধন—সর্বোচ্চ সংস্কার, স্ত্রী স্বাধীনতার স্বর্ণীয় সুখ-
 স্বপ্ন পল্ললিত করবার জন্ত কেন আমার নিদ্রিত কক্ষে
 তোমার প্রবেশাধিকার দিয়েছিলাম ? না না, বিলাসবতি !
 তুমি রাক্ষসী, সর্বনাশী, পিশাচী ! হয় আজ তোমার শেষ দিন,—
 নয়, বিশ্বনাথের চরণে মহা প্রণাম ক'রে বিরাট বিশ্ব হ'তে বিশ্ব-
 নাথের মহাপ্রস্থান । চল, চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আর
 কালক্ষেপের অবসর নাই । সেই পিশাচ-পিশাচীর লৈশাচিক লীলা
 আমার দেখাবোঁ চল, সেই ব্যভিচার-ব্যভিচারিণীর গুপ্ত প্রেমভি-
 লাস আমার প্রত্যক্ষ করাবে চল । রঙ্গালয়ের রঙ্গপ্রিয় নট-নটীর
 আদর্শে পরিচালিত সেই নব নাটক-নাটিকার নব প্রণয়ের কথোপ-

কখন আমার শ্রবণ করাবে চল । স'রে যাচ্ছ কেন ? স'রে যাচ্ছ কেন ? আমার মুখ দেখে তোমার ভয় হচ্ছে ? আমার বিকট মূর্তি দেখে তোমার আশঙ্কার উদয় হচ্ছে ? কিসের ভয়—কিসের আশঙ্কা । তুমি যত্ন করে বিষ এনেছ, আমি আদর করে গলায় ঢেলেছি, এখন পূজাপদ চলে চলবে কেন ? আমি তোমায় ছাড়বো না, আমি তোমায় যেতে দেব না, এই বজ্রমুষ্টিতে তোমার হাত ধরলেম, এদ বিলাস, আমার নেই বড় সাধের, বিলাসের অস্থিমজ্জার গঠিত বিলাসপূর্ণ রক্তভূমিতে উপস্থিত হয়ে বিলাস-আদেশে বিভোরা বিলাসিনী রমার বিলাসপূর্ণ অভিনয় দর্শন করে নয়ন মন চরিতার্থ করি ।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য ।



উদ্যান বাগি ।

(মোহন, মোহিনী ও সহচরীগণের গীতকরিতে করিতে প্রবেশ)

গীত

মিঠিনেশ: চল চন্ চন্ চল

পায়েল বাজে ভাল ঠন্ ঠন্ ঠন্ ॥

গালি জ্বাৰি দিল্মে চমকু তারি ।

আঁচোরা স.মারো জসিয়ারি,
 বাবহা মজা ঘুমে শির, ক্যাসসা তাজা, রন রন রন ।
 খুসিসে কোয়েলা মিঠি বোলে,
 শুলকি খোসবু হাস্কি চলে,
 দরদী হাওয়া আংমে'তুলে ছয়া ঠাণ্ডা বদন ।

মোহন । এমন নইলে মনিব, এমন নইলে চাকরী । মাইজী
 বেনু'যথার্থ মাইজী । এমন আদর, এমন যত্ন কে কোথায়
 করে বল ! তোকা ডবল গদীর উপর শোয়া, কালিয়া পোনাও
 মেওয়া দেদার খাওয়া, পালে পার্কশে ধোক্ ধোক্ বকশিস পাওয়া,
 একি ছোট খাটো মনের কাজ নাহি । অনেক মি'রা টাকার
 পাছাড়ের উপর বসে আছেন, হীরে জহরতের ঠেলায় মেজাজ
 বেজায় গরম, চোপদার বরকন্দাজের শুতোয় বাড়ীতে ভিঁষিটী
 পর্যন্ত ঢুকতে পায় না । কার কন্ডাদায় কি মাতৃশ্রদ্ধে একটি
 পয়সা বার কতে হলে বুকে দমা ধরে যায়, কিন্তু মেয়ে মানুষের
 বেলায় মুক্তহস্ত ।

মোহিনী । মোহন ! আজ ভারি ক্ষুর্তি হয়েছে, ইচ্ছে হচ্ছে
 তোকে নিয়ে খুব খানিকটা উড়ি । মোহন ! তোরা পারে পড়ি
 তুই বেলুন হ', আমি তোরা উপর চড়ে উড়ব ।

মোহন । বেলুন তো আমি হয়েই আছি, মনি ! তুই খানিকটা
 প্রাস পুরে আমায় ফুলিয়ে নে, তারপর স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিভুবন
 উড়ে আসি চল ।

মোহিনী । মাইজীর গুণের কথা কি আর বলবো । হাজার
 হ'ক্ আমরা চাকর দাসী বই আর ত কিছু নয় । আমরা ক্ষুর্তি
 করব বলে টাকা দেওয়া, বাগান বাড়ী ছেড়ে দেওয়া, নিজের

হাতে তোরের করে খাবার দাবার পাঠিয়ে দেওয়া, এ কোন্‌ মনিবে করে রে হতচ্ছাড়া !

মোহন । তা আমি কি অস্বীকার কচ্ছি রে হতচ্ছাড়া !

মোহিনী । তুই আমাকে গালাগালি দিচ্ছিস্ !

মোহন । আর তুই কি আমার মাতৃশ্রদ্ধের মন্তর আওড়াচ্ছিস্ নাকি ? যেমন দিবি তেমনি পাৰি ।

মোহিনী । বটে বটে, বল্‌ছিল্‌ বটে, একটা রসিকতা কর্‌ছিল্‌ বটে । খ্যাক ইউ মাই ডিয়ার ।

মোহন । ডাকাতের দল গ্রেপ্তার করা গেল, মনিবের হায়ে জ্বর বাঁচিয়ে দেওয়া গেল, এত বড় বোম্বাই সহরে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল ? আমরা কি একটা কম লোক রে মোহিনি ?

মোহিনী । মোহন ! একটা কথা বলে ফেলি, আর চেপে রাখতে পাচ্ছিনে, আর তোর কাছে বলব নাও বলব কার কাছে । কথাটা বড় সঙ্গিন ।

মোহন । এমন কি কথা রে মোহিনি ?

মোহিনী । মাইজী মাথার দিকি দিয়ে বারণ করেছে । কার কাছে প্রকাশ কলে আমার মুখ দেখবে না বলেছে । তা তুই ত আর আমার 'কার' নয়, তুই আমার শ্রাণের পেরু, তোকে আমি ভালবাসি । তোর অন্তে মাথাটা কেটে কলে দিতে পারি ।

মোহন । সেটা বতকণ সামনে আছ, চাঁদ ! চোখের আড়াল হলেই আবার আর এক জনের অন্তে মাথা কাটাবে । এখন কথাটা কি বল, ধোকার রাধিসনে ।

মোহিনী । তা তুই যা বল আমি তোকে ভালবাসি । যে

যাকে ভালবাসে তার কাছে সে কোন কথা লুকায়? কি বলিস্, অ্যা?

মোহন। তা বটে ত।

মোহিনী। ভালবাসার কাছে মন কঁচকে রাখলে তার হৃদিশার একশেষ হয়—কি বলিস্ অ্যা?

মোহন। তা বটে ত।

মোহিনী। আর-জন্মে সে রাস্তার কুকুর হয়—নয়? কি বলিস্ অ্যা।

মোহন। তা বটে ত।

মোহিনী। এক মরণে যার সঙ্গে মরণে হবে, মনিব কি তার চেয়ে বড় হতে পারে? কি বলিস্ অ্যা?

মোহন। তা বটে ত।

মোহিনী। তবে বলে ফেলি, কি বলিস্ অ্যা?

মোহিনী। তা বটে ত।

মোহিনী। তোর মুখে মুড়ো জ্বলে দি, খালি তা বটে ত—
তা বটে ত।

মোহন। কুচ পরোয়া নেই, পাল্টাপালটি করি আয়। তুই বল তা বটে ত, আমি আরস্ত করি—কি বলিস্ অ্যা।

মোহিনী। চুপ কর, কেউ কোথায় নেই ত?

মোহন। এখানে কে আর তোমার অলসুয়ের মতন মুখ দেখবার জন্তে ওৎ পেতে বসে আছে বল। এ বাগানের মধ্যে এক সহচরীরা আছে, তারা এদিক্ ওদিক্ ঘুরচে, আমি পাড়ছে আয়োজ করে বেড়াচ্ছে। তুই নির্ভয়ে বল।

মোহিনী। তবে বলি শোন, আমাদের মাইজীর গতিক বড়

ভাল বোধ হচ্ছে না। বোধ হয় কলকাতার বাবুজীর ওপর তাঁর মন মশগুল হয়েছে। যতই হক্‌মেয়ে মানুষকে অতটা নোল-কাচি দেওয়া রাও সাহেবের ভাল হয়নি। বেয়াড়া রকম বোকা-রাম না হলে কে আর পরপুরুষের সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে হাসি-গামনা কতে হকুম দিয়ে যায়। আগুনের কাছে ষি, ছি ছি ছি ছি!

মোহন। কি বলিস, ভাব ত কিছু বুঝ্‌ছিন।

মোহিনী। ভাবে অভাব, আর বুঝ্‌বে কি। আজ সকাল বেলা মাইজী চুপি চুপি আমার ডেকে একখানি চিঠি আমার হাতে দিয়ে বোলে দিলে, - নরেন্দ্র বাবুর টেবিলের ওপর সেই খানা নিয়ে গিয়ে তার অজান্তে রেখে আসতে হবে। আর মাথার দিকি দিয়ে বলে দিলে যেন এ কথা কাক-পক্ষীতে না জানতে পারে। সে চিঠিখানার খামের বাহ্যিক কি! আগাগোড়া সোণার জলে কলকাটা, জুঁই কুলের গন্ধ ভক্তভক্ত করে বেকছে, খামের গন্ধ শুকলেই প্রাণ উথলে ওঠে, না জানি চিঠির ভেতর কি সামগ্রীই আছে।

মোহন। তার পর তুই কি করি?

মোহিনী। আমি কি মাগিজীর হকুম অমান্য কতে পারি। নরেন্দ্র বাবু যখন চান করবার স্বরে ছিলেন, আমি সেই দুরন্ততে চুপি চুপি গিয়ে তাঁর টেবিলের ওপর চিঠি খানা রেখে এলাম। তবে চিঠির ভেতর সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে আমি জানিনে। তোর কি বোধ হয়, পিরীভের চিঠি?

মোহন। তুই কি আচ্ছিস পিতার সপিভীকরণের নিমন্ত্রণ-পত্র। যাই হোক মোহিনী এ যদি সত্য হয়, তা হলে আমি আশাদা মানুষ হয়ে যাব। কেবল তাকে নয়, সমস্ত মেয়ে মানুষ

জাতটাকে কালসাপের চেয়ে ভয়ানক মনে করে এ ভয়ের মত
 ত্যাগ কর্ণ! যদি এক গাখুষ জল দেবার লোকের অভাবে
 আমাকে মস্তে হয়, তবু তোমাঙ্কের জাতের আর ছাওয়া মাড়াবনা
 চাঁদ! মাঝিজীর মন যদি টলে থাকে, মাঝিজী যদি পরপুরুষে
 মজে থাকেন, তা হলে এত বড় পৃথিবীর এক ছটাক ভূমির ওপর
 একটাও সতীসাক্ষী রমণী নেই এ কথা গলাছেড়ে চীৎকার করে
 বলব। তুই বলছিস্ বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এর ভেতর
 মাঝিজীর একটা চাঁল আছে। তুম্ব রইলুম বাবা, এ রহস্য আজ-
 কালের মধ্যে বার করব।

(উদ্যানের রেলিং ভাঙ্গিয়া সোরাপজীর প্রবেশ।)

সোরাপ। এইবার ত চাঁদ ধরেছি আমার মুখের রক্ত-ওঠা
 টাকা তুমি হজম করবে। পাহারাওয়ালো, পাহারাওয়ালো!
 ব্যাটা পাকড় গিয়া—চোটো—পাকড় গিয়া, জলদি আও, জলদি
 আও।

মোহন। ত্রিভঙ্গ বদন, কে বাবা তুমি? এখানে চোটো
 পাকড়াতে এসেছ। ডোমার মাথার টুপিটা পেকে পায়ের পাহুকা
 জোরাটী পর্য্যন্ত চৌধাবুস্তির বেয়ালুম হাঁচে ঢাল। ডোমার
 রক্ত-ওঠা টাকা চুরি করবে এমন সময়তান কে বাবা!

সোরাপ। ওসব রসিকতা আমরা ঢের বুঝি। রুপিয়া লে
 আও, রুপিয়া লে আও, আবি রুপিয়া লে আও

মোহিনী। সেদিন একটা চড়ে তনিয়া অন্ধকার দেখেছিলে,
 আজ একটা লাথিতে দুপালী দাঁত উপড়ে ফেলব। আমায় চেননা,
 আমি মোহিনী।

সোরাপ। তোমায় খুব জানি। তুমি গন্তানী, সন্তানী
সম্রতানী !

মোহিনী। তবে আমার ঘোষ নেই মিঞা সাহেব। এই
টুঁটি টিপে বলুন, সার্থ্য থাকে ছাড়িয়ে যাও। (টুঁটি টেপা)

সোরাপ। আরে জান গিয়া, জান গিয়া, খুন কিয়া, খুন
কিয়া, পাহারাওয়ারাটুঁপাহারাওয়ারা। মেরে ফেলো, মেরে ফেলো।

মোহন। ওরে ওরে, ছাড় ছাড়, পুলিশ হাঙ্গামায় পড়বি
নাকি।

মোহিনী। আশুক না পাহারাওয়ারা, ঘুসির চোটে বদন
বিগড়ে দোব না ?

মোহন। কি ব্যাপারটা বল দেখি। এমন বেহাড়াপানা
কচ্ছিস্ কেন ?

মোহিনী। তোর মনে নেই ? তোর কাছে গল্প করিনি সে
দিন ? যে দিন দিদিমণির অন্তে কুইনাইন কিনতে যাট—ইনি
রাস্তায় আমার ধরেছিলেন। আমার নাপর জুটিয়ে দেবেন বলে
১০ দশ টাকা বাসনা দিয়েছিলেন (সোরাপজীর প্রতি)
কেমন সাহেব ! আর পাহারাওয়ারা ডাকবে।

সোরাপ। হামার নিবেস বন্ধ হয়ে আসছে, বিবি সাহেব !
টাকরার কাছে এসে মহাপ্রাণী ধুক ধুক কচ্ছে। দোহাই তোমার,
ছেড়ে যাও, ছেড়ে যাও।

মোহন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। বাহু বাহু
ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। সাহেব তুমি আমার কাছে এস।
বড্ড চোঠটা খেয়েছ, একটু সরাব যাও, বেদনা মরে যাবে।

সোরাপ। যে ভাই দে, আমার বোমাইয়ের কাজ কর।

(মোহনের মদ্য প্রদান ও সোরাপজীর পান)

সোরাপ। বাহবা জী, বাহ বা, এত বড় বড়িয়া চৌজ দেখছি।
যেমনি গঙ্গায় ঢালা—অমনি প্রাণের তেত্তর তেরেনাং তোরেনাং
কচ্ছে।

মোহন। সাহেব! কিছু মনে কর না। এ মালীটা ভারি
ছ্যাচড়া, কারুক সহজে ধরা দেবে না, কিন্তু রাজ্য শুদ্ধ মজিয়ে
বেড়াবে। তোমার ১০ দশ টাকা মারা গেছে, আমি তা পুষিয়ে
দিচ্ছি। আমি মনিষের কাছে থেকে কাল ৫০ পঞ্চাশ টাকা
বকশিস পেয়েছি, ২০ কুড়িটা টাকা খরচ হয়ে গেছে, ৩০ ত্রিশটা
টাকা আছে, তা থেকে তোমায় ২০ কুড়িটা টাকা দিচ্ছি, এট
নাও। কেমন সাহেব, খুসি ত?

সোরাপ। আহা, ভাই, তুই কেরে, সরাপ দিনি, টাকা দিনি,
আদর কলি, আমার কি খুন টুন করবি মত্তলব কচ্ছিস নাকি?

মোহন। কিছু মনে কর না সাহেব! মেয়ে মানুষ চির-
দিনই ঠিকিয়ে থাকে। ওর জন্তে আমার ওপর সন্দেহ কর না।
নাও আর এক গ্লাস খাও।

সোরাপ। দে ভাই, দে। তোকে আমি বোনাই করবই
করব। চল ভাই, আমার ঘরে চল।

মোহিনী। তা সাহেব আমি কি একলা পড়ে থাকব নাকি?

সোরাপ। তুমি আমার খালুড়ী, তুমি আগে যাবে।

মোহিনী। কেমন করে যাব, সোরাপির নিয়ে এস।

সোরাপ। সোরাপির দরকার কি এস খালুড়ি! আমার
কাদে চড়।

মোহিনী। কাদে চড়া আমার অভ্যাস নেই, সাহেব। তুমি যদি ষোড়া হও তা হলে আমি শোয়ার হতে পারি।

সোরাপ। তাই তাই, তাতে আর দুঃখ কি। তুমি ষোড়া কি বলছ, আমি হাড়গলে পর্য্যন্ত হতে রাজী।

মোহন। আহা সাহেব! তুমি বড় মোলাম প্রকৃতির লোক দেখছি। এমন দিল খোসসা লোক না হলে কি আমোদ হয়। আর একটু খাও, আর একটু খাও।

সোরাপ। দাঁও, মোনাই দাদা দাঁও। (মদ্য পান) এই বার আমি ষোড়া হব আমার স্বাস্থ্যকে চড়াব, আর কায়র কথা স্মরণ না। এস স্বাস্থ্য! চড়বে এস। (ষোড়া হওন ও মোহিনীর তরুণীর আরোহণ) স্বাস্থ্য! স্বাস্থ্য! একটু আলগোছে, একটু আলগা ভাবে চাপ দাঁও। নইলে ওয়েলার ষোড়া শোয়ার শুদ্ধ ভূঁয়েতে হাড়ি খেয়ে পড়বে।

মোহিনী। হট্ হট্ চলবে চল্। হট্ হট্ চলবে চল।

মোহন। কেয়া তোফা, কেয়া তোফা। ষোড়া দৌড়ছে যেন ইলেকট্রিক ট্রাম-কার দৌড়ছে।

[সহচরীগণের প্রবেশ ও সকলের নৃত্য গীত
করিতে করিতে প্রস্থান।]

গীত

বাহবা জোড়া যেমন ষোড়া তেমনি শোয়ার তার।

মন মজানো প্রাণ মাতানো বাহার চমৎকার ॥

ডাকচে কেমন চিহ্নি চিহ্নি,

চাটের বহর বেজার মিহি,

খিঁচিয়ে দাঁত কাঁপিয়ে আঁত, চলছে ষোড়া চটকদার ॥

(ছোড়া) খায় না দানা সরাস চায়,
 আর রে যাহু খাষি আর,
 নাচবি যত, দেব তত কামড়োনাক আঁপ আমার ।

চতুর্থ দৃষ্ট ।

কক ।—নরেন্দ্র নাথ ।

নরেন্দ্র । (পত্র পাঠ করিতে করিতে) রমার পত্র ! রমার
 হস্তাক্ষর ! রমার স্বাক্ষর ! কি ভয়ানক পত্র । প্রত্যেক ছত্র
 পাঠে দেহের সমস্ত শোণিত উত্তপ্ত হয়ে নৃত্য কচ্ছে । আমি যার
 রূপে মুগ্ধ, আমি যার সৌন্দর্যের দাস, যার কমনীয় কান্তি আমার
 জীবনের একমাত্র সাধন, সেই আমার নির্লজ্জার জায় রাত্রি
 দ্বি-প্রহরে গোপনে তার শরনগৃহে দেখা কতে অক্সরোধ কচ্ছে ।
 হারে রমণীহৃদয় ! কি জটিল—কি কুটিল—কি রহস্য ময় উপাদানে
 ভূমি গঠিত ! যে দ্রব্য তোমার করগত, যে সামগ্রী তোমার অনাস্বা-
 লভ্য, তা অমূল্য হলেও তোমার ভূপ্তি সাধন হয় না । যা অতি
 সুবিত, অতি দূষিত, অতি কলুষিত, অতি কুৎসিত, তা যদি তোমার
 করগত না থাকে, সহজসাধ্য না হয়, সেই দ্রব্য তোমার পক্ষে
 হ্রস্বত, বহুমূল্য—অতুলনীয় : সুধার সাগর সামনে এনে বিলে
 বিশ্বের সমুদ্রে তোমার আকিঞ্চন । স্রোচরিত্রের বৈচিত্র্য নিত্য
 নতনে আসক্ত !! বিধনাথ ! তোমার জায় হতভাগ্য এ পৃথিবীতে
 আর সাই ! ভূমি অতুল ঐশ্ব্যের অধিপতি, অসংখ্য দাস দাসী

তোমার সেবার নিযুক্ত, সহস্র স্তাবকের স্ততি গীতে তোমার কর্ণ
 কুহর পরিভূত, কিন্তু তবু তুমি কি! যার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী, যার সহ-
 ধান্বিতী কুপথগামিনী, যার প্রণয়িনী অন্তরে প্রণয়াকাজিক্ষণী, তার
 অপেক্ষা হৃভাগ্য এ সংসারে আর কে আছে?—পত্রের ভাষায়
 পত্রের প্রাতি অক্ষরে—কামনার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রত্যক্ষ দৃশ্য-
 মান' আর একবার পাঠ করি: (পত্র পাঠ) প্রাণেশ্বর! আমার
 হৃদয়ের উজ্জ্বল আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না! গুপ্ত
 প্রেমের রুদ্ধ উজ্জ্বল উন্মুক্ত হইয়া আজ সাগরোচ্ছ্বাসে পরিণত
 হইয়াছে। যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহার প্রাতি ফুলিছে পৃথিবী
 ভস্মীভূত হয়, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের কথা ত কোন ছার। আপনার
 নিকট আমি বার বার কৃতজ্ঞ। সমুদ্র গর্ভ হইতে একবার আপনি
 আমার জীবন রক্ষা করেন, সম্প্রতি সমুদ্র হইতে আপনার অমূল্য-
 গ্রহেই প্রাণ দান পাইয়াছি। এখন এ প্রাণ আপনারই—আপনার
 সামগ্রী আপনি আদিয়া গ্রহণ করুন। অদ্য রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার
 শয়নগৃহে গোপনে আদিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যদি
 দাসীর এ অনুরোধ রক্ষা না করেন, তবে কাল—প্রাতেই আপনার
 পদললিতা রম্য মৃতদেহ-শয্যা-গৃহের শোভা বর্ধন করি-
 তেছে দেখবেন। (পত্র পাঠ সমাপদান্তে) নিতান্ত লজ্জাহীন
 রমা!!!। এখন আমি কি করি, কোন পথে বাই? এ অবস্থায়
 মানুষ কি করে? প্রজ্জ্বলিত আগুন ঘেঁষে পত্রকের কি দশা হয়?
 একি প্রণয় না কৃতজ্ঞতা! কে আমার বোলে দেবে এখন আমার
 কি কর্তব্য! কে আমার বোলে দেবে, আমি যার রূপে উন্মাদ
 সে উল্যাচিকা হয়ে এই প্রেমলিপি পাঠিয়েছে; এখন আমি
 তাকে প্রত্যাখ্যান করব, না প্রবৃত্তির পাপপথ আসক্তির কটকে

পরিপূর্ণ করে—নরকের সহচর হব ! কে আমার ঘোলে দিবে
পাপিনীর অমুসরণ কল্পে পাপের মাত্রা সম্পূর্ণ হয় না—অবাশিষ্ট কিছু
থেকে যায় ; স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা বিরাজিত, নরকে অসংখ্য
পিশাচ পিশাচা অধিষ্ঠিত, কে বদ্ধ আছে, কে পুণ্যময় আছে,
কে উচ্চ হৃদয় আছে, আমার বোলে দেও—এ উন্মাদ কামনার প্রবল
স্রোত রুদ্ধ হয় কি করে। আমার বলে দাও, এ প্রণয়, না
কৃতজ্ঞতা। মন, সত্য বল—এ প্রণয়, না কৃতজ্ঞতা ? হৃদয় !
স্পষ্ট উত্তর দাও—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা ? বিবেক ! পক্ষ-
পাতশূন্য হয়ে উপদেশ দাও,—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা ? প্রবৃত্তি !
প্রাণ খুলে বল,—এ প্রণয়, না কৃতজ্ঞতা ? কর্তব্য ! অবিচলিত
চিস্তে শিক দাও,—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা ? বল, বল, কে কোথায়
আছ,—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা ?

(পরিচায়িকার প্রবেশ ।)

পরি ! আপনি আনুন, মায়িজী আপনার ভ্রাত্রে অপেক্ষা
কচ্ছেন । আপনার বিলম্ব দেখে তিনি বড় অধৈর্য্য হয়েছেন ।

নরেন্দ্র । চল । এত তর্কেও বুঝলেম না,—এ প্রণয় না
কৃতজ্ঞতা ? প্রাণের এত দন্ধেও অনুভব হল না,—এ প্রণয় না
কৃতজ্ঞতা ? বিবেকের সহিত কঠোর সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়েও
স্থির মীমাংসা হল না—এ প্রণয় না কৃতজ্ঞতা ?

[উভয়ের প্রস্থান] ।

(ঘরে ঘরে বিবাহ ও বিলাসবস্তীর প্রবেশ ।)

বিলাস । ওই চল, ওই চল, রম্য শয়নগৃহে চল । রাত্রি
ষিপ্রহরের পর জীবনের পরে একজন যৌবনমণ্ডে মস্ত পুরুষের

গোপনে অভিসার কত দূর সঞ্চার, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে কি ?

বিশ্ব। চল, চল, অনুসরণ করি, অনুসরণ করি। হৃদয় স্থির হও। এ পাপ অভিনয়ের ঘরানায় পতনের আবে গল্প মাজ বাকী ; এ সময়ে বিচঞ্চল হইবে অভিনয় ভঙ্গ কর না। বস্ত্র নারী, ধস্ত তোমার প্রবৃত্তি ! ধস্ত তোমার আসক্তি !

বিলাস। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, অগ্রসর হন, মত্ত মাতঙ্গের আঘাতের শব্দনগ্নে উপস্থিত হয়ে যুগল প্রণয়ীর সুধম্প ভঙ্গ করুন।

বিশ্ব। না না শেষ দেখতে হবে, শেষ দেখতে হবে। শয়ন গৃহের অন্তরানে অপেক্ষা করে প্রণয়ের কনোপকথন শ্রবণ করে শব্দ মন চরিতার্থ কাম্য হলে। এই সংসার। এই নারী জাতি ভবানীর অংশ। চল বিলাস, বিলাসের প্রাণ উজ্জ্বলে ভাসমান হয়ে দেখি কোথায় গিয়ে পড়ি, কোথায় কল পাই।

[উভয়ের প্রস্থান]।

পঞ্চম দৃশ্য।

সুদজ্জিত-গৃহ।

সুবেশে সজ্জিত রমা বাই।

গীত।

কিবা স্নানর মনোহর মধুর জাতি।

চমকি ধমকি ওঠে, চাঁদমা ভাতি।

পরিয়ে তারার মালা,
 উজ্জ্বলা প্রকৃতি বালা,
 নিলাজ কোকিলা বোলে, পরাণ উঠিছে মাতি ।
 নিশির শিশির মাখি,
 ফুলকলি খোলে আখি,
 হেসে চলে কুতূহলে ছড়ায় মুকুতা পাতি ॥

(নরেন্দ্রনাথের প্রবেশ ।)

রমা । আহুন নরেন্দ্র বাবু, আপনি যে আমাকে এত অনুগ্রহ
 করবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি । দেখুন, মনের ওপর জোর
 চলে না, প্রাণ নিয়ে কেউ খেলা করতে পারে না ; তাদের বশ
 হয়েই চলতে হয় ; তাদের ইচ্ছিতেই পা ফেলতে হয়, তাদের
 কটাক্ষেই ভালমন্দ বিবেচনাশূন্য হতে হয় । আমার কিসের
 অভাব বলুন । অতুল ঐশ্বর্য, অসম্যা দাস দাসী, দেবতা স্বামী,
 কিছুই অভাব নেই, কিন্তু কি নিঃস্বনা দেখুন । আমার সব এক
 দিক্, আর আপনি এক দিক্ । অমন হাসি হাসি মুখখানি নিয়ে
 রূপের সমুদ্র দেহের বীধ দিয়ে অটকে কেলেন, মিষ্ট কথার পশরা
 মাথায় ধরে—আমায় ভোলাতে—আমায় মজাতে—আমায় ভোবাতে
 সুদূর বাঙ্গালা দেশথেকে কেন এখানে এসেছিলেন নরেন্দ্র বাবু ?

নরেন্দ্র । আপনি আমার ডেকেছেন কেন ?

রমা । ও হরি—এই বুঝি কথার স্ত্রী । নরেন্দ্র বাবু ! রূপের
 গর্বে প্রাণ থেকে মারা মমতা কি একেবারে বিসর্জন দিয়েছেন ?
 আপনার মুখের কথা শুনুলে আমি স্বর্গ হাতে পাই, তাতেও আমার
 বঞ্চিত ক'ছেন । (বুক ভরা প্রেম নিয়ে, প্রাণ ভরা সোহাগ নিয়ে,

হৃদয় ভরা উদ্ভাস নিয়ে নিত্য লজ্জাহীনায় জ্বল উপযাচিকা
হয়ে পত্র লিখে—আপনাকে আমার ঘরে ডেকে আনলুম, যদি
অনুগ্রহ করে এলেনই,—এই বুঝি তার উত্তর! শুভ নীঃস কঠোর
প্রাণহীন ভাষায় জিজ্ঞাসা কচ্ছেন,—আমায় ডেকেছেন কেন?
ডেকেছি কেন, কিছুট কি বোঝেন নি? আপনি কি বাগকের
চেয়েও বোধ হোন? হায়! হায়! উপযাচিকা নারীর চির-
দিনই এট দুর্দশা! সব জেনেও কেন আপনাকে মজলুম! সব
বুঝেও কেন আপনার প্রণয়-আধাজিজ্ঞাসী হয়েম?—ভাল, ললন
তবে কেন আপনাকে ডেকেছি। আগুন জ্বলেছে,—প্রাণের ভেতর
ধু, ধু করে আগুন জ্বলেছে। ক্ষুদ্র রমণী হৃদয় আর কত সহ্য কতে
পারে। পুড়ে পুড়ে ছাই হবার আগে আমার শেষ দীর্ঘ নিবাসটি
আপনার পায়ে পৌঁছে দেবার জন্তে—আত্মজ্ঞানশূন্য হয়ে আপ-
নাকে ডেকে এনেছি। রম্যর সুকুমার দেহের ব্যথিত-মস্তাহিত
ভগ্ন-পঙ্কর ক খানি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবার আগে তার শেষ
স্মৃতিচিহ্নটুকু আপনাকে উপহার দেবার জন্তে ধন্যধর্ম্য বিস-
র্জজন দিয়ে বড় সাধ করে আপনাকে এখানে আনির্দেছি, এখন
আমায় বলুন আমার কি উপায়? আমার সব যায়, সব গেছে, সব
যেতে বসেছে, এখন আমি কি করি? বলুন, নরেন্দ্র ববু এখন
আমার কোথায় আন? আপনি নীরব কেন? কথা কন। আমার
প্রাণ রাখুন।

নরেন্দ্র : নীরব কেন? কি বল্ধ রমা! এ নীরবতার কারণ
তোমায় কি করে বোঝাব। আমি স্নদয়ের দন্ধে নীরব, প্রাণের
সংগ্রামে নীরব, জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত, তাই নীরব আজ
আমার মনে হচ্ছে—কি ছাত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, কি সামান্য লঙ্কার

সংগ্রাম, রাজপুত্র জাতির কি সামান্য মোগলের সহিত সংঘর্ষ। যদি দেখাবার হত দেখাতেম,—আমার তুলনায় সে সকল কত তুচ্ছ—কত সামান্য—কত নগণ্য।

রমা। এখন আর এ সকল চিন্তা কেন? এখন আর বিবেকের ডাঙনায় হৃদয়কে ব্যথিত কচ্ছেন কেন? এখন আর কর্তব্যের সম্বন্ধে প্রশ্নকে ভাবক্রান্ত কচ্ছেন কেন? আমিও কি ভাবিনি? অনেক ভেবেছি, ভাবনার কূল-কিনারা পাইনি। আর আপনি যখন রাত্রি দ্বিপ্রহরে গোপনে একজন পরস্ত্রীর ঘরে এসেছেন, আমার পাপ ইচ্ছা সম্পূর্ণ অবগত হয়েও আমার কাতর অনুরোধ রক্ষা করেছেন,—তখন আর এ সকল কথা কেন? এখন আশুন নরেন্দ্র বাবু! কামনার তরঙ্গায়িত সাগরে পাপের বস্ত্ররা ভাসিয়ে দিয়ে,—আকাশস্পর্শী বাসনার পাল তুলে ভাসতে ভাসতে হাসতে হাসতে অকূলে চলে যাউ।

নরেন্দ্র। সত্য আমি অপরাধী; এরূপ গভীর রাত্রে আপনার শয়নকক্ষে আসা আমার নিতান্ত অনুচিত হয়েছে।

রমা। শুধু তাই নয়; যখন কথা তুলান, তখন আর একটু ফুটিয়ে বলি, আমার স্বামী আপনার উপর সর্বস্ব অর্পণ করে আমার রক্ষকস্বরূপ আমাকে আপনার হাতে হাতে সপিয়ে দিয়ে কতটা বিশ্বাস, কতটা আশ্বাসে—বোম্বাই পরিত্যাগ করে গেছেন, বলুন দেখি। আমরা কিন্তু সে বিশ্বাসের খুব প্রতিদান দিলাম। এতেই বলে নরেন্দ্র বাবু—পৃথিবীতে বন্ধু বড় বিরল। আর কালসাপকে বিশ্বাস ক'র, তবু মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস ক'র না!

নরেন্দ্র। আমি স্বীকার করছি—আমি বিশ্বাস ঘাতক, অকৃতজ্ঞ, সয়তানপ্রকৃতি! যে সকল বিশ্বাসের উদার বন্ধ আমাকে পেতে

দিয়েছে, আমি সেই বুকে চোরের মতন ছুরি মারছি ! তার সর্বস্ব লুটে নিতে একটুও কুঠিত হচ্ছি নি। তার সুবর্ণমণ্ডিত সজ্জিত সংসারে ব্যভিচারের আগুণ লাগিয়ে সব ভস্মাবশেষ করে দিচ্ছি ! জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে !

রমা । এ পাপের আর কি প্রায়শ্চিত্ত থাকতে পারে নরেন্দ্র বাবু ? অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি, এক গলা ভুলে হুজনে ডুবেছি, আর একটুর জন্তে আবার কুলে ফিরে যাব ? আমি সমুদ্রে পড়ে মরতেম সে যে ছিল ভাল ! ডাকাতের হাতে আমার প্রাণ যেত, সে যে আমার মহত্ম গুণে মঙ্গলপ্রদ ছিল। আপনিই ত এই সব গোলযোগ বাধালেন ; আপনি ত এ জ্বালা জালিয়ে তুললেন, আপনিই ত এ পাপ কামনা সৃষ্টি করলেন। আমি না হয় মনের আবেগে প্রেম ভ্রমিকা করে আপনাকে পত্র লিখেছিলাম ; মেয়ে মানুষের ঢকল মন, কখন কি করে তার ঠিকানা নেই। আপনি কেন এই পভীর রাত্রে ব্যভিচারিণীর পাপকাণ্ডে উৎসাহ দেবার নিমিত্ত অগ্রসর হয়ে এলেন । হুঁয়খন এতদূর এগিয়ে পড়া গেছে, নরেন্দ্র বাবু তখন ডুবে দেখা যাক—পাতাল কতদূর ।

নরেন্দ্র । না না তা হবে না, তা হবে না। আমি যদি এ প্রাণের জোর না রাখি, এ মনের বল না দেখাতে পারি, পাপ চিন্তের দৌলত কামনা না ভ্রমন করতে পারি, কলুষিত আকাজক্ষা না বিসর্জন দিতে পারি, কঠোর শাস্ত্রবৃষ্টির আলিঙ্গন ভোগ না করতে পারি,—তবে আমাতে আর পণ্ডতে প্রবেশ কি ? নরকের কীটে আর পৃথিবীর মানুষে তফাৎ কি ? উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণে আর চণ্ডালের গৃহে লালন পালনে স্বাতন্ত্র্য কি ?

উচ্চ সংসর্গ উচ্চ শিকার ফল কি ? ভদ্র সন্তান নামের সফলতা কি ? পিতৃপিতামহ নামের পবিত্রতা কি ? আমার মনুষ্যত্ব কি, আমার পুরুষত্ব কি ? শোন রমা, মনে আমার যে পাপই থাকুক, সে চক্ষেই তোমায় দেখে থাকি, যে ভাবেই তোমার দরে এসে থাকি, সে সব ভুলে যাও, সে সকল প্রাণ হ'তে একে-বারে মুছে ফেল ; আজ নূতন জীবন—নতন দৃষ্টি-পটের পরিবর্তন—সংসারসংগ্রামে নূতন আবর্তন,—অপবিত্র অপ্নের পলায়ন, পবিত্র প্রতিভার আগরণ,—শোন রমা, আজ হ'তে তুমি আমার মা জননী, গর্ভধারিণী স্নেহসুধাসিঞ্চনকারিণী মহিলাকুলশিরোমণি ।

রমা । বা, বা ! নরেন্দ্র বাবু, আপনার বাহাহুরি আছে, ফাঁকের ঘরে খুব এক চোট ক্লান্ত আর বাহবা নিলেন । ওটায় ত আপনার একচেটে ইজারা করে চলবে না, আমার কিছু শেয়ার দিতে হবে ! আমার এই ডাইরি বইখানি নিন, আপনার সঙ্গে যে দিন যা হয়েছে, যে কথা কয়েছি, যেখানে গেছি, সব এই তে লেখা আছে, এমন কি আজ আপনাকে যে প্রেম-পত্র খানি লিখেছিলেম—তারও অবিকল নকল আপনি এই ডাইরিতে পাবেন । আমার স্বামী এলে এই বইখানি তাঁর হাতে দেবেন, তিনি আগা গোড়া পড়ে দেখবেন ।

নরেন্দ্র । (ডাইরি বয়ের পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে) তাই ত, এতে যে সবই লেখা রয়েছে দেখছি ! এই যে আজকের চিঠি খানার পর্ষাভ্য নকল রয়েছে । এই ডাইরি বই আপনি আপনার স্বামীর হাতে দেবেন ।

রমা । তাতে আর কতি কি । আমিও তাঁর কাছে অবি-
শ্বাসী নই, অবিশ্বাসী হইনি, অবিশ্বাসী হবার শক্তি নেই—

নরেন্দ্র। কি বলছেন?

রমা। আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন, তবে ভুলুন নরেন্দ্র বাবু, সব কথা আপনাকে খুলে বলি। আপনার মনে আছে কি, আপনি প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ীতে এলেন, এদেশের স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করে আপনি আমার স্বামীকে সঙ্গে কথাবার্তা কন। আপনার সেই ভ্রম দূর করবার জন্য সেই মোহের আবরণ খুঁচিয়ে দেবার জন্যে,—স্ত্রী-স্বাধীনতার উচ্চ কত্তব্য দেখাবার জন্যে আমার স্বামী—আপনাকে আমার রক্ষক নিযুক্ত করে—কান্ট্রীর যাত্রার ভাগ করে এই বোম্বাই প্রদেশেই লুকায়িত আছেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক—অপরিস্ফুট পুরুষের সংসর্গে চরিত্রহীনা হয় না, নারীধর্ম্ম অলাঞ্জলি দেয় না, সত্যের রত্ন চোরের হাতে দিয়ে অন্য-বিনা হয় না। এই ধারণা আপনার হৃদয়ে বদ্ধমূল করবার জন্য আপনার সহিত আমার এই পরীক্ষার পেল। এ তোলা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, এতে আমার স্বামীর ইচ্ছিত ও উপদেশ আছে; এ টুকু জেনে রাখুন। আমাদের একটা ভ্রম সংস্কার ছিল যে, বঙ্গ দেশের প্রত্যেক বাঙালী চরিত্রগীন, তাঁরা দেশ স্বাধীন করবার জন্য ব্যাকুল, স্বদেশী স্থাপনে সম্মুখ, একতায় ভারত ঘর কঁতে সোৎসাহী, কিন্তু একটা সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে তার পেছনে পেছনে হ-ক্রোশ ত্যাগ করে বেড়ান। আজ বুঝলুম, নরেন্দ্র বাবু বাঙালী দেশেও পুরুষ আছে, বাঙালী দেশেও মাণুষ আছে, বাতিচারের স্রোতে বঙ্গদেশ এখনও ভেসে যায় নি। আমিও মুক্তকণ্ঠে আপনাকে সম্বোধন করে বলছি, আপনি আমার পিতা-ভ্রাতা-নিকটাত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়!

(বেগে বিখনাথের প্রবেশ।)

বিশ্ব। ধন্য নরেন্দ্র বাবু, ধন্য রমা! তোমরা উভয়ে আদর্শ পুরুষ-রমণী। বিলাসবতীর কূট মনে আমি তোমাদের ওপর সন্দেহান হয়েছিলাম। আমার ক্ষমা কর।

নরেন্দ্র। একি, আপনি কোথা থেকে এলেন?

বিশ্ব। আমি অনেকক্ষণ এসেছি, অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমাদের কণোপকণন শ্রবণ করছিলাম।

রমা। বিলাস! কোথায়? সেত অনেকদিন আমাদের বাড়ী থেকে চলে গেছে। আহা, বেচারি নরেন্দ্র বাবুর জন্তে সারা হয়ে গেছে, উনি এমন নির্দয়—ফিরেও চাইলেন না।

বিশ্ব। সে প্রথমে আমাকে এক পত্র লেখে, তোমার ও নরেন্দ্র বাবুর চরিত্রহীনতার কথায় সে পত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠা পূর্ণ। তারপর হঠাৎ একদিন মেলেরবার দিনের বাড়ীতে গিয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে—সেখানে যে সমস্ত কুৎসিত কাহিনী আমার কণ-গোচর করে, তা আমার মুখে থেকে উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব। আমার সঙ্গে অদ্য রাত্রে এ বাড়ীতেও প্রবেশ করে, তারপর হঠাৎ কোথা অদৃশ্য হয়ে গেল, আমি এদিক ওদিক খুঁজে আর দেখতে পেলুম না। মোহন-মোহিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, বাড়ীর চারিদিকে খুঁজে দেখবার জন্তে আমি তাদের বলে দিয়েছি।

নরেন্দ্র। উঃ, নারীর প্রতিহিংসা! কি ভয়ঙ্কর!

রমা। তা যদি বুঝে থাকেন, নরেন্দ্র বাবু! এইবার থেকে সাবধান হন।

(মোহন-মোহিনীর প্রবেশ।)

মোহন। বাপান বাড়ীর আনাচে কানাচে খুঁজলুম, গাছ পাল্লা

পৰ্য্যন্ত নাড়া দিয়ে দেখলুম, দিদিমণির চিহ্নও পেলুম না। তবে যদি লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়ে চুপি সাড়ে-পুকুরির অশ্রয় নিয়ে থাকেন, তা হলে ডুবুরি ডাকিয়ে খোঁজ করুন আমাদের দ্বারা হয় না।

মোহিনী। বাঙ্গালীর মেয়ে গুলো কি নচ্ছার গো! নিজেও মজবে—সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে শুদ্ধ লোককে মড়াতে চায়!

নরেন্দ্র। বিলাস কি আত্মহত্যা কলমে নাকি?

(মারহাট্টাকির বালকবেশে বিলাসবস্তীর প্রবেশ ।)

বিলাসী। না, না, আমি' আত্মহত্যা করি'ন নরেন্দ্র বাবু! আত্মহত্যা কলমে যদি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ত আমি এখনি কতেন। কিন্তু এ যে বহুদিনের সাক্ষত পাপ, বহুদিন ধরে প্রায়-শ্চিত্ত আবশ্যক!

মোহন। (স্বগতঃ) যাচ্চলে! পিরীতের দায়ে টুড়ি ছোড়া বনে গেল—বা বা!

মোহিনী। (স্বগতঃ) এ মাগী কি বিষেটার কর্তৃত্ব নাকি?

বিশ্ব। বিলাস, বলতে পার, কেন তোমার এ পাপ মতি হল?

বিলাস। কেন হ'ল? আমি কেমন করে বলব। যে পাপ করে, সে কি জানে সে কেন করে? মন টেনে নিয়ে যায়, তাই করে; প্রাণকে বোধ মানাতে পারে না, তাই করে; বুকের তরঙ্গ বুক টেনে উথলে উঠে মুখ দিয়ে বেরতে চায়, তাই করে। এ পাপের জগে আমি একাদমি নয়। পাপ-পুণ্যের যিনি প্রবর্তক, তাঁকেও আমি ছেড়ে কথা কইব না। আমি ভাল বেসেছিলাম, এই আমার অপরাধ, ভাল বাসায় নিরাশ হলে নারীহৃদয়ের

কোমলতা পিঁশাচীর কপটতায় পরিণত হয়। বরাবর যা হচ্ছে আসছে, চিরদিন বে তরঙ্গ চলে আসছে, যুগযুগান্তর ধরে প্রেম কাব্যে কবির কলম বে ভাবে কুটে এসেছে, আমার অদৃষ্টও তাই হয়েছে, নূন কিছই নয়, অপূর্ণ কিছই নয়, অদৃষ্টপূর্ণ কিছই নয়, অভাবনীয় কিছই নয়। প্রথমে প্রণয়ের সূচনা, পরে উৎকর্ষ, তারপর প্রেমভঙ্গ, তারপর প্রেম-পাপলিনী, তারপর প্রতিহিংসা লোলুপ পিঁশাচী রমণী। রাও সাহেব, আপনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ সজ্জন মহাপুরুষ। বলুন দেখি ভাল বেসেছি বলেই কি আমি এত অপরাধিনী, উপযাচিতা হয়ে প্রাণ দিয়ে তার এত লাঞ্ছনা। স্বার্থশূন্য-কামনাহীন-বিনিময় বাসনাহীন, আত্মবিসর্জনের এত অনাদর? বুঝলেম—এ পৃথিবীতে আমার স্থান নাই, এত বড় সংসারের বিরাট পত্তীর ভেতর আমার প্রবেশ অধিকার নাই। বিশ্বপ্রস্তার স্রষ্টাকৌশল আমার চক্ষে বড়ই জটিল। বলুন আমায় কমা করবেন, আমার অপরাধ ভুলে যাবেন, এ কলঙ্কিনীর কলঙ্ক পাঁথা রক্তমঞ্চের অভিনয় মনে করে গৃহে আসবার সময় ভুলে যাবেন।

বিশ্ব। তুমি কোথায় যাবে?

বিলাস। যেথায় চুই চক্ষু যায়। সুরম্য অটালিকায় আমার স্থান হ'ল না। সজ্জিত সংসার আমার পক্ষে কষ্টকপূর্ণ হলো। দেবতাহীন খাদ্য সামগ্রী আমার তিক্তগ্রন্থ। দেখি যদি পর্বত-কন্দরে আমার স্থান হয়—নিবিড় স্বাপনসঙ্কুল অরণ্য আমায় আশ্রয় দেয়—নির্বরগীর জল গাছের ফল আমার তৃপ্তি সাধন করে—দেখি যদি বনের পত্তর সঙ্গে বহুতা স্থাপন করে মনের পত্তর মট করতে পারি, বলুন আমার মার্জনা করেন?

বিশ্ব। বিলাস, তুমি আমার আদরিণী হুহিতা স্বরূপিণী,
তোমার সকল দোষ আমার মার্জনীয়।

বিলাস। রমা! দিদি বোন কিছু মনে করো না ভাই। এই
রতমই হয়, অবুঝ হয়ে মজবার এই ফল। যেমন কাঁচা, তার তেমন
প্রতিফল।

রমা। বিলাস, আমি পাষণী, দেখ আমার হুই চক্ষে জল,
তুমি রমণী, রমণীহৃদয় তোমাকে বোকাতে হবে কি?

বিলাস। নরেন্দ্র বাবু! সেই দিনের কথা, আগনার শয়ন-
গৃহের কথা, সেই গভীর রাত্রে কথা মনে করে দেখুন। তখনও
বলেছি, এখনও বলছি, আমি দলিতা-কবিতা।

নরেন্দ্র। আশীর্বাদ করি, তোমার ধর্ম্মে মতি হোক।

বিলাস। মোহন! মোহিনি! তোমাদের উপর অনেক
উপজব করেছি, তোমাদের অনেক কটু কথা বলেছি, সে সব
ভুলতে পারবে কি?

মোহন। সব ভুলতে পারব দিদিমণি—তোমার দাঁড় সীতার
কাটার কথা ভুলতে পারবে না।

মোহিনি। আমি ও সব ভুলতে পারব দিদিমণি—তোমার
অস্ত্রে কুইনাইন কিনে আনার কথা ভুলতে পারবে না।

বিলাস। সকলের কাছে বিদায় নিয়েছি, সকলের কাছে
মার্জন দিচ্ছি। এই বাঃ তে'মায় ডেকে একটা কথা
বলব, ভগবন! ভাল সকলেই বাসে, প্রাণ সকলেই দেয়, পাপ
সকলেই করে। তোমার স্বর্গও পাপশূন্য নয়, তোমার স্বর্গও
ব্যভিচারশূন্য নয়, তোমার স্বর্গও কলকশূন্য নয়; কিন্তু আমার
শায়শ্চিক্ত বড় কঠোর, বড় নিষ্পন্ন, বড় নির্দয়।

গীত ।

চির অভাগিনী জনম-হুধিনী
 দলিতা-কবিতা চলিল রে ।
 পিঙ্গাসী পরাণে, সৰুসুপ তানে,
 মরম বাশরী বাজিল রে ॥
 ছলে বলে বানী, কেন, হলি দাসী,
 প্রেম কাঁসী গলে পরিলি রে !
 সাগরের বাসি, ফুলনে ধরি,
 ছিছি লাজে মরি মরিলি রে !
 আশা ফুটাইল, স্নাননা মিটিল,
 কি বেদনা বুকে লাগিল রে !
 বিধির বিধানে, বাধিত জীবনে,
 নব রবি ছবি ভাঙিল রে ॥

[বিলাসবতীর প্রস্থান ।]

বেশ । বাস্তবিক, এ যেন আমার অভিনয় বলে মনে হচ্ছে,
 সভ্য ঘটনা বলে বিশ্বাস কতে প্রবৃত্তি হয় না ।

নরেন্দ্র । রাও সাহেব, এই ব্যাপ্ত আমি বিদায় হতে পারি
 কি ?

রমা । বিদায় দিতে আমাদের আপত্তি নেই, তবে আর
 যেন কোথায় বেড়াতে গিয়ে কার বাড়াতে অতিথি হয়ে এমন
 বেরায়া রকম প্রেম-মার্কিনের নায়ক না হন, এই আমার অনুরোধ ।

মোহিনী । মহিলা, কিসের বিধির দ্বারা চরিত্র বাই হোক,

লোকটা কিন্তু বেশ সাদা সাদা ছিল ; আমার মন বড় খারাপ হয়ে গেল, বুকটা বেশ খালি খালি বোধ হচ্ছে।

মোহন। এমন ঢের যায়, ঢের আসে। তার অন্তে মন খারাপ কতে যাব কেন ? হুনিরায় থাকতে গেলে এমন ঢের দেখতে হয়, ঘটনার তোড়ে নিখাস ফেলতে দেবে না। সে যখন হবার হবে ! এমন মনোব সাহেব এত দিনের পর বাড়ী এসেছেন, সকলে মিলে একটু আমোদ আশ্বাস করা যাক আর।

(সহচরীগণের প্রবেশ ও সকলের সমবেত সঙ্গীত)

খেলা দেখলেত' ভাই শিখলে বল কি ?

বাহায্য হয় দিয়ে যাও নয়ত' বল ছিঃ

ভুধু কি ছাই রাত জাগা সার ?

ছিটে কোঁটার নাইকো বাহার ?

সাঁজা ছোলে, পাচ্ছা বেলে' আমার নোব ডবল কি।

যর থেকে ভাই দিড়ে রাজী সবই যদি হয় মোকি ॥

একটা যুগের বেশী হ'লো, এই কাজেতে কেটে গেলো,

যা হোক কিছু নাম নিয়েছি, আপা খোড়া নয় কাঁকী।

প্রাণ দিয়েছি, মান চে.নছি, বলত, ভাই কি বাকী ? ॥

যদনিকা প্রত্নন।



বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর বিজয়া বটিকা ।

বিজয়া বটিকার শক্তি।

সময়-বিশেষে বিজয়া বটিকা বজ্রাপেক্ষাও
কঠোর,—আবার সময়বিশেষে বিজয়া বটিকা কুসুম
অপেক্ষাও কোমল । সামান্য মাথাধরা হইতে আরম্ভ
করিয়া, নাগাইদ অতিগুরুতর প্রাণসঙ্কট পীড়া পর্য্যন্ত
বিজয়া বটিকা দ্বারা সহজে আরোগ্য হইতেছে ।
বিজয়া বটিকার এইখানেই মহত্ত্ব—এইখানেই
গুণপণা,—এইখানেই অলৌকিকত্ব ।

বিজয়া বটিকার অলৌকিকত্ব ।

রোগীর নাড়ীতে ২৪ বন্টাই জ্বর আছে, প্রীহার
কামড়ানি এবং যকৃতের টাটানিতে রোগী অস্থির
হইয়াছে, রোগীর হাত-মুখ-পা পর্য্যন্ত কুলিয়াছে,
চক্ষু হরিজাবর্ণ হইয়াছে;—এমন বিবিধব্যাধিগ্রস্ত
রোগীও বিজয়া বটিকা সেবনে আরোগ্য হইতেছেন,
—অথচ এদিকে আপনার জ্বরজ্বালা কিছুই নাই,—

৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা ।

স্নান-যন্ত্র নাই,—সহজ শরীরে আপনি বিজয়া
বটিকা সেবন করুন, আপনার ক্ষুধাবৃদ্ধি হইবে
পুরুষবৃদ্ধি হইবে এবং স্নানবৃদ্ধি হইবে ! সুতরাং
বিজয়া বটিকাকে অভূতপূর্ব অমৌলিক-শক্তিদ্র
সম্পদ কে না বলিবে ?

মূল্যাদি ।

বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কোটা ১৮	১১/০	১০	১/০
২ নং কোটা ৩৬	১২/০	১০	১/০
৩নং কোটা ৫৪	১১০/০	১০	১/০

বিশেষ বৃহৎ—পাইন কোটা অর্থাৎ

৪নং কোটা ১৪৪	৪.০	১০	১/০
--------------	-----	----	-----

বিজয়া বটিকা কোথায় প্রাপ্তব্য ?

কলিকাতা ৭৯ নং হারিসন রোড পটলডাঙ্গা,
বিজয়া বটিকা কার্যালয়ে, বি, বসু এও কোংর
নিকট প্রাপ্তব্য ।

